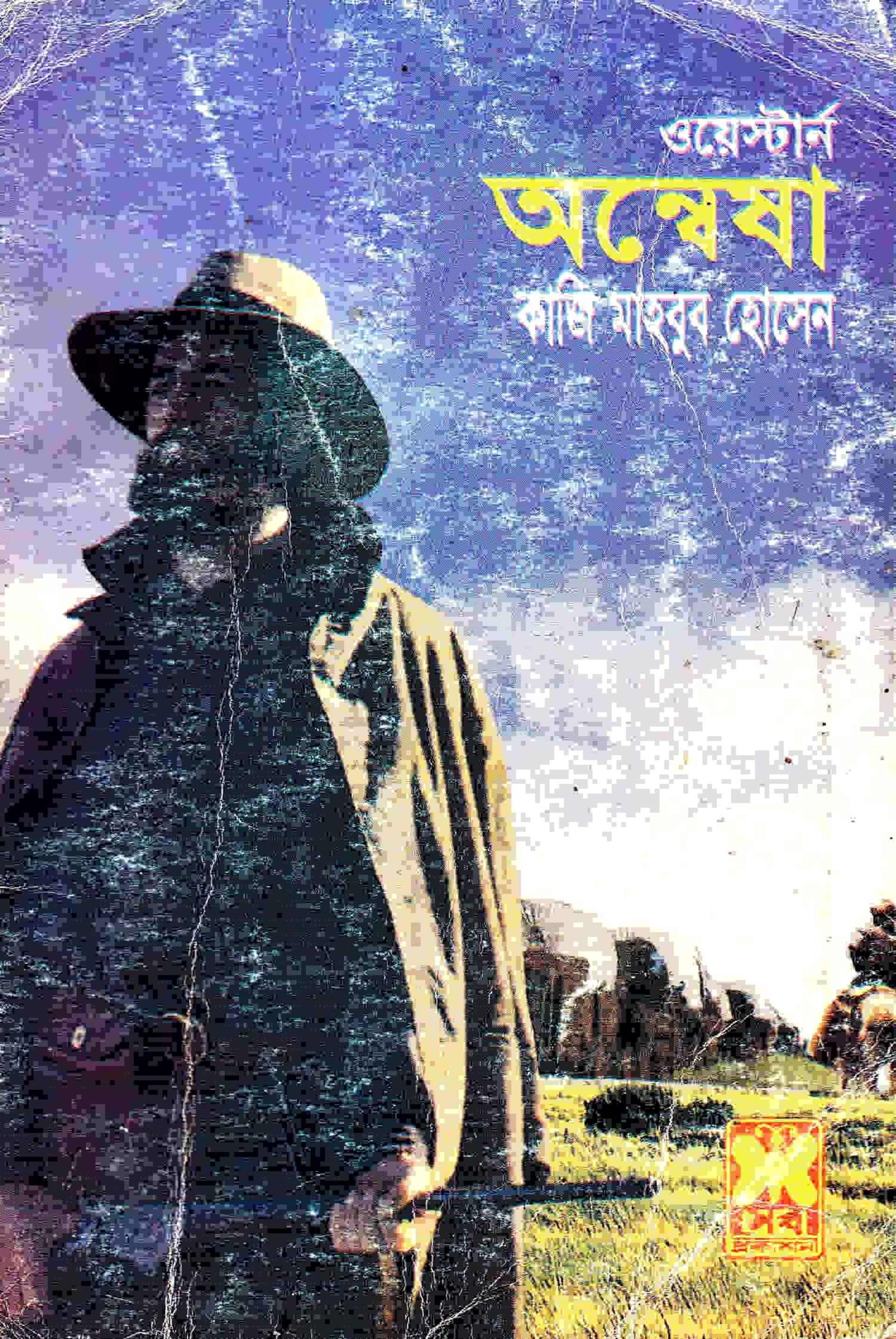

ওয়েস্টার্ন
অন্বেষা
কাজি মাহবুব হোসেন
সেবা প্রকাশনী

ভূমিকা

এই কাহিনীটা ঐতিহাসিক সত্যের ওপর ভিত্তি করে কল্পনায় সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই সময়ে কিছু মিলিশিয়া এত শক্তিশালী আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে ওরা শুধু ইউটা নয়, সীমান্ত পার হয়ে জিম ব্রিজারের ওরিগন ট্রেইলের ওপর তৈরি ওয়াইওমিঙের ট্রেইডিং পোস্ট ফোর্ট ব্রিজার পর্যন্ত দখল করে নিয়েছিল। ওই ট্রেইডিং পোস্ট তখন রমরমা ব্যবসা করছিল। শেষ পর্যন্ত ইউ.এস.আর্মি তুমুল লড়াই করে ওটা উদ্ধার কোরে জিমের থেকে ফোর্টটা ভাড়া নেয়।

হয়ত এই বইয়ের কিছুকিছু জায়গার কথোপকথন পাঠকের কাছে অহেতুক ভাবে লম্বা করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেটা ইচ্ছাকৃত। ওই সময়ে মানুষের কাছে কেবল একটা জিনিসেরই কোন অভাব ছিল না – সেটা হচ্ছে সময়। তখনকার সময়ের প্রকৃত সামাজিক চালচলন পাঠকের কাছে তুলে ধরাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য।

কাজি মাহবুব হোসেন।

এক

মেয়েটার হাত ধরে ছুটে পালাচ্ছে রিচার্ড। ধর্ম পাল্টে মরমন করে নিয়ে সুন্দরী ডোরিনকে বিয়ে করতে চায় সে। ওদের পিছনে ঘোড়া নিয়ে ধাওয়া করেছে মেয়েটার স্বামী। মরমন রিচার্ডকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও ওর সাথে আসছে।

ভয়ে বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে মেয়েটা।

ডোরিনকে সাহস যোগাতে রিচার্ড বলল, 'পিছন ফিরে দেখে আর কোন লাভ নেই। তুমি ফিরে যেতে চাইলেও ওরা এখন আর তোমাকে গ্রহণ করবে না। তুমি এখন পুরোপুরি মরমন। আমার সাথে পেনফিল্ড যাওয়া ছাড়া তোমার আর কোন উপায় নেই।'

'কিন্তু আমি যে আর পারছি না!'

হাঁপাচ্ছে দুজনেই। ঝোপঝাড় আর জঙ্গল ছেড়ে ঘেসো জমিতে বেরিয়ে এল ওরা। প্রায় হাঁটু সমান উঁচু ঘন সবুজ ঘাস।

'আর বেশিদূর যেতে হবে না, নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। ঘাটে নৌকো নিয়ে আমার বন্ধু আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

দূরে পিছন থেকে দ্রুত ঘোড়া ছুটে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বড় বড় ঘাসের ভিতর দিয়ে লম্বা ড্রেস পরে ছুটতে ডোরিনের খুব ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। ভেজা ঘাসে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল সে। মেয়েটার কব্জি শক্ত করে চেপে ধরে ওকে কোনমতে সামলে নিল

রিচার্ড। খুরের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

'ওই তো আমার বন্ধুকে দেখা যাচ্ছে! তাড়াতাড়ি চলো!'

যতটা সম্ভব জলদি দৌড়োতে চেষ্টা করছে ডোরিন, কিন্তু আর পারছে না। ঘোড়াগুলো অনেক কাছে এসে পড়েছে। মেয়েটার হাত ছেড়ে দিয়ে প্রাণের ভয়ে ঝেড়ে ঘাটের দিকে দৌড় দিল রিচার্ড। মেয়েটা ওকে অনুসরণ করতে গিয়ে একটা গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

ঘোড়াগুলো ওর পাশ দিয়েই রিচার্ডকে ধাওয়া করে ঝড়ের বেগে নদীর দিকে এগিয়ে গেল। ওরা মোট আটজন আরোহী। উঠে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে ওদের দিকে চেয়ে রইল ডোরিন। নদীর ঘাটে নৌকো ঠেকিয়ে একটা লোক অপেক্ষা করছে। লাফিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল রিচার্ড। নৌকো ছেড়ে দিয়ে মাঝ-নদীতে নিয়ে গেল মাঝি। নৌকোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রিচার্ড।

ঘোড়সওয়ার সবাই নদীর পাড়ে পৌঁছে গেছে। ডোরিনের স্বামী রাইফেল হাতে নিচে নামল। রাইফেল কাঁধে তুলে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল সে। আড়ষ্ট হয়ে গেল রিচার্ডের দেহ। উল্টে পানিতে পড়ে নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে গেল ওর লাশ। দাঁড় বাওয়া থামিয়ে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ ওদিকে চেয়ে থেকে নৌকা নিয়ে ওপারে গিয়ে পৌঁছল সে।

লাশটাকে যতক্ষণ দেখা গেল দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল ডোরিনের স্বামী। ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফিরতি পথে রওনা হলো ওরা। যাওয়ার সময়ে ডোরিনের পাশ দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে গেল সবাই। কিন্তু ওর দিকে কেউ একবার ফিরেও তাকাল না; এমনকি তার স্বামীও না।

অসহায় অবস্থায় দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ ধরে ওখানেই বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদল সে। তারপর একটা চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত নিয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠেছে ওর। দৃঢ় পায়ে ধীর গতিতে হেঁটে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াল ডোরিন। কিছুক্ষণ ওখানে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর পানিতে ঝাঁপ দিল। সাঁতার জানে না মেয়েটা। ওহাইও নদীর প্রচণ্ড স্রোতের তোড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই চিরদিনের মত পানির তলায় হারিয়ে গেল ডোরিন।

আরকেনসওয়ের পথে ধুলোমলিন মুখে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে জো বার্কার। পিছন থেকে অনুসরণকারী ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছে মনে করে ফিরে তাকাল জো। কান পেতে কিছুক্ষণ শুনে কেউ অনুসরণ করছে না বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে লাগামের আলগা বাড়তি অংশ দিয়ে ঘোড়াকে আঘাত করল। ঘোড়াটা নাক দিয়ে একটা শব্দ করে আবার ছুটতে শুরু করল।

আপন মনেই মাথা ঝাঁকাল জো। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই তার নিরাপত্তা আপনা-আপনি নিশ্চিত হবে। রাতের অন্ধকারে তার শত্রুরা যখন তাকে দেখতে পাবে না, সেই সুযোগে সারারাত ঘোড়া ছুটিয়ে সে ওদের থেকে অনেক এগিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারবে। বিকেল পেরিয়ে গেছে এখনই, ছায়াগুলো লম্বা হতে শুরু করেছে, রাত নামতে আর বেশি বাকি নেই। সকাল হওয়ার আগেই সে ওদের র‍্যাঞ্চ এলাকা ছেড়ে নিরাপদে বহুদূরে চলে যেতে পারবে। একটা সন্তুষ্টির হাসিতে ওর ঠোঁটের কোনা কুঁচকে উঠল। ওই লোকগুলোকে খুব ফাঁকি দিতে পেরেছে ভেবে খুশি হয়ে উঠল ওর মন। জিনের ওপর একটু নড়েচড়ে আরেকটু আরাম করে বসল সে। আরামে বসার পর নোরা ডের সুন্দর চেহারাটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

মাত্র আঠারো বছর বয়স মেয়েটার। যৌবনের রসাল মধুর উষ্ণতা রয়েছে ওর কোমল ঠোঁটে। জো ভেবেই পায় না তার মত

মাঝবয়সী ধর্ম যাজকের প্রতি ওই সুন্দরী মেয়েটা কি দেখে আকৃষ্ট হলো। মেয়েটাকে কেবল মরমন ধর্মে দীক্ষিত করেছে সে, বাকি সবকিছু আপনা-আপনিই ঘটেছে, নিজেকে বোঝাল জো। অযাচিত কোন চাপই সে প্রয়োগ করেনি। যা ঘটেছে তার জন্য গির্জার বড়রা বা তার সহকর্মীরা কেউ ওকে দুষতে পারবে না। তাকে মরমন ধর্মের বাণী ছড়াতে বাইরে পাঠানো হয়েছিল। তার কাজ সে সফলতার সাথেই সম্পন্ন করেছে। নোরা সহ আটষট্টি জনের একটা মরমন ওয়্যাগন ট্রেইন অনেক আগেই পেনফিল্ডের পথে রওনা হয়ে গেছে। এটা একা তারই কৃতিত্ব। জো তার এই আটচল্লিশ বছর বয়সেও যে নোরার মত একটা মেয়ের মন জয় করে নিতে পেরেছে, এটা ওর মনকে পুলকিত করে তোলার মতই একটা ব্যাপার। তার চেহারায় ফুটে-ওঠা হাসিটা আরও বিশদ হলো। আরও দুটো মেয়ের চেহারা ওর চোখের সামনে ফুটে উঠল। ওদের একজন বেঁটে, মোটা, আর নোংরা; এবং ওর গায়ের থেকে সব সময়ে ঘামের দুর্গন্ধ বেরোয়। লর্নার বয়স এডনার চেয়ে কম হলেও তার তেমন কিছু আকর্ষণ ছিল না। ওরা দুজনই ছিল তার স্ত্রী, ওদের ঘরে তার ছেলেমেয়েও ছিল, কিন্তু ওদের দুজনকেই সে ছেড়ে এসেছে। ওদের কথা মনে পড়লেও জোর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওই মুখগুলো মিলিয়ে গিয়ে আবার নোরার চেহারা ভেসে উঠল। ওর মনে খুশির ভাবটা ফিরে এলো। হঠাৎ ঘোড়াটা ডেকে উঠল। ভুরু কুঁচকে তাকাল জো।

মুখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। সেইসাথে ওর হাসিটাও মিলিয়ে গেল। পঞ্চাশ ফুট সামনেই ছায়াঘেরা রাস্তার ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন ঘোড়সওয়ার। আতঙ্কগ্রস্ত জো তার ঘোড়ার গতি কমিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল; পালাবার একটা পথ খুঁজছে সে। এবার ওর পিছনদিক থেকে একজন তৃতীয় ঘোড়সওয়ার ঝোপের আড়াল

থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়া থামিয়ে একটা ঢোক গিলল সে। সামনের লোক দুটো এবার খুরের শব্দ তুলে ধীর গতিতে ওর দিকে এগিয়ে এল। পিছনের লোকটাও ঘুরে উত্তেজিত ভাবে এগোল।

'ঠিক আছে, বার্কার,' রুক্ষ স্বরে বলল সে। জোর পাশে ওর ঘোড়াটাকে এনে দাঁড় করাল লোকটা। বিশাল আকৃতির লোক, ওর হাত দুটোও প্রকাণ্ড। উষ্কখুষ্ক সোনালি চুলের তলা দিয়ে ওর হালকা নীল চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। 'মেয়েটা কোথায়?'

ওর সঙ্গীরাও সামনে এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়াল। ওদের একজন সাদা চুলের বুড়ো। ওকে চিনতে পারল জো। লোকটা নোরার দাদা। ওর সাথের লোকটা কিছুই বলল না, কেবল নীরবে চেয়ে থাকল।

'কি হলো?' জানতে চাইল বিশাল লোকটা। 'তুমি কি মুখ খুলবে, নাকি পিটিয়ে তোমার মুখ খোলাতে হবে?'

নিজেকে শক্ত করে নিল জো। কথার কৌশলে এর আগেও অনেক বড় বড় বিপদ থেকে রেহাই পেয়েছে সে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে ওকে যদি অবাধে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে এই সঙ্কট থেকেও সে নিরাপদেই বেরিয়ে আসতে পারবে। একটা লম্বা শ্বাস নিল সে।

'তোমরা অনেক দেরি করে ফেলেছ, জেন্টলমেন,' মৃদু হেসে বলল জো।

বিশাল লোকটা তার ঘোড়াকে আরও কাছে ঘেঁষিয়ে নিয়ে এল।

'অনেক দেরি করে ফেলেছি? এর মানে?' জানতে চাইল সে।

'নোরা ইউটায় চলে গেছে,' সংক্ষেপে জানাল জো। লাগাম আঁকড়ে ধরল সে। 'সহজ কথায় মরমন গির্জায় সদস্যের সংখ্যা আর একজন বেড়েছে, বন্ধু। এই মুহূর্তে নোরা মরমন ধর্মগ্রহণকারী

বহু সদস্যের একটা ওয়্যাগন ট্রেইনের সাথে পেনফিল্ডের পথে রয়েছে। এখান থেকে ওটা প্রায় চারশো মাইল দূরে হবে।'

বিশাল লোকটার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হঠাৎ ওর কথা জোর মনে পড়ে গেল। লোকটার নাম হার্ডি ডেভিস। নোরার মামাত ভাই সে। এটাও মনে পড়ে গেল, কার কাছে যেন সে শুনেছিল লোকটা নোরাকে বিয়ে করতে চায়। ডেভিসকে এর আগে মাত্র একবারই দেখেছে জো। সেলুনে একটা মারপিট হয়েছিল, একটা লোককে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে মাতাল আর উন্মত্ত অবস্থায় সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল ডেভিস। তারপর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সেলুন-মালিক আর শেরিফকে সাহস থাকলে বেরিয়ে এসে ওর বিরুদ্ধে লড়তে আহ্বান করেছিল।

'খুব বদ-মেজাজী লোক,' কেউ একজন মন্তব্য করেছিল। 'ওর ওই মেজাজই একদিন ওর কাল হবে। খালি হাতেই সে কাউকে খুন করে শেষে ফাঁসিতে ঝুলবে।'

'ওকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে ভেবেছিলে খুব চালাকি করেছ, না?' ভারী স্বরে বলল হার্ডি।

হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পুরো শক্তিতে বার্কারের চোয়ালে একটা ঘুসি মারল সে। অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আঘাতে ওর পুরো দেহ অবশ হয়ে গেল; কিন্তু অবাক কাণ্ড, ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ল না জো। কুঁকড়ে গেলেও ঘোড়ার পিঠেই কোনমতে টিকে রইল। তৃতীয় লোকটা এবার তৎপর হয়ে উঠল। স্যাডল-হর্ন থেকে তার ল্যারিয়েটটা তুলে নিয়ে সে হার্ডির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

ঘোড়াটা পিছাতেই থাকল। জো বার্কার দড়ির টানে ঘোড়ার পিঠ থেকে উঁচু হয়ে এখন মাটি থেকে প্রায় বারো ফুট উঁচুতে শূন্যে ঝুলছে। ছোটার চেষ্টায় সে দুইহাতে দড়ি ধরে টানাটানি করছে আর ছটফট করে পা ছুঁড়ছে।

হার্ডি তার বিশাল হাতে বার্কারের ঘোড়ার পাছায় একটা চাপড় মারতেই ওটা চমকে উঠে ছুটে পালাল। জোর কঠিন চেষ্টার ফলে শেষে দড়ি ছিঁড়ে সে ভারী শব্দ তুলে মাটিতে পড়ল।

চোখ শরু করে কঠিন দৃষ্টিতে এতক্ষণ জোকে লক্ষ করছিল হার্ডি, লোকটা মাটিতে পড়তেই মুহূর্তে পিস্তল বের করে গুলি করল সে। কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে স্থির হয়ে গেল ওর দেহ। মারা গেছে জো।

'ঠিক আছে,' ভারী স্বরে বলল হার্ডি। পিস্তলটা খাপে ভরল সে। 'চলো ফিরি।'

তিনজনে ধীর গতিতে ফিরতি পথে এগোল। কিছুটা এগিয়ে একটা বাঁক নিয়ে ওরা অদৃশ্য হলো। লাশটা ওখানেই পড়ে রইল।

দুই

সমুদ্রের মত উত্তাল ঢেউ তোলা বিস্তীর্ণ এলাকাটা পুব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্যানসাস বা টেক্সাসের মত সবুজে ঢাকা নয়। এখানে বিশাল কোন ঘেসো জমি নেই। এরই নাম মরমন "ডিক্সি" বা মরুভূমি। নামটা শুষ্ক চেহারার এক কেন্টাকিবাসীর দেয়া। লোকটা তার নিজের প্রিয় দেশের সেই সুন্দর সবুজের স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারেনি।

এটা দক্ষিণ ইউটা। রোদে-পোড়া, নিষ্ফলা, প্রাণহীন একটা এলাকা, যেটা প্রায় একই দৃশ্য নিয়ে পশ্চিমের নেভাডা স্টেটের

ভয়ঙ্কর মোহেভ মরুভূমির সাথে গিয়ে মিশেছে। যারাই ওই ভীতিকর এলাকা পার হওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে, তাদের অনেকেরই সব শক্তি শুষে নিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ওই মরুভূমি।

পুবের স্টেটগুলো সবুজ আর জনবহুল। কিন্তু মরুভূমির পশ্চিমে ওপাশে রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া, যেখানে প্রচুর পরিমাণে সোনা পাওয়া গেছে বলেই সবারই রাতারাতি বড়লোক হওয়ার লোভে জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করেও মানুষের ওখানে পৌঁছার এত আগ্রহ।

অন্ধকার আরও ঘন হলো। মরুভূমির উপর দিয়ে এখন ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, যাত্রী কম্বলটা টেনে নিয়ে আরও ভিতরে ঢুকে শুলো। সেও ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছে। হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেল, কিন্তু নড়াচড়া না করে নিজের অবস্থান গোপন রেখে স্থির হয়েই কান পেতে শুয়ে রইল সে। মরুভূমিতে ভয় আছে, রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিপদ। ভয়টাকে বাড়িয়ে তুলতে অন্ধকারের মত জুড়ি আর নেই। হয়তো এটা কেবল মনেরই একটা দুর্বলতা। আজই চলার পথে মানুষের যেসব হাড় ওর চোখে পড়েছে, সেগুলোর কথা ওর মনে পড়ল।

বহু উত্তরে এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে ইন্ডিয়ান বুনো পাইয়ুটের দল এবং অনেক আউটল, যারা কেবল রাতের বেলাই পাহাড়ের পাদদেশ বেয়ে মরুভূমিতে নেমে এসে রক্তক্ষয়ী হামলা চালায়, ক্যাম্পের দুঃসাহসী মরুযাত্রীর এসব গল্প শোনার কথাও মনে পড়ছে।

ওদের মধ্যে লালচে লোকগুলোর চেয়ে সাদাগুলোই যেন বেশি নৃশংস বলে স্যাম হার্পের মনে হয়। পাশ ফিরে নিভে আসা আগুনের শেষ চিহ্নটুকুও দ্রুতহাতে বালু ছিটিয়ে বুজিয়ে ফেলল সে। অন্ধকারের আচ্ছাদনে বেশ নিরাপদ বোধ করছে। আবার

কম্বলের তলায় ঢুকল ও। পরক্ষণেই আড়ষ্ট হলো, কিছু একটা যে শুনতে পেয়েছে এসম্পর্কে সে নিশ্চিত। এখন সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, সব একেবারে নিস্তব্ধ, তবু সে জানে একটা শব্দ ওর কানে এসেছিল। মরুভূমিতে যেকোন শব্দই অর্থবহ।

মনোযোগ দিয়ে কান পেতে রইল স্যাম হার্প। তারপর শব্দটা আবার ওর কানে এল। অস্পষ্ট ভাবে বালুর ওপর যেন অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে এগোনোর শব্দের মত শোনাচ্ছে ওটা। ধীরে ধীরে শব্দটা দূরে মিলিয়ে গেল।

আবার স্তব্ধ হলো মরুভূমি। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে শুয়ে পড়ল সে। ক্লান্তিতে প্রায় সথেসাথেই ঘুমিয়ে পড়ল হার্ডি।

কয়েক মাইল দূরে পশ্চিম-যাত্রী একটা ষোলো ওয়্যাগনের একটা কাফেলা রাতে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থেমেছে। ওগুলোর ভিতর দুই চাকার গাড়ি থেকে শুরু করে, চার চাকার সাধারণ ছইওয়ালা ফার্ম-ওয়্যাগন, এমনকি দুটো বড়-বড় স্কুনারও রয়েছে (প্রয়োজনে যেগুলোর চাকা খুলে নিয়ে নৌকোর মতও ব্যবহার করা যায়, লম্বা পাড়ি দিতে নদী পার হতে বিশেষ কাজে আসে ওগুলো)। ওয়্যাগনগুলোকে চক্রাকারে সাজিয়ে ষাঁড়গুলোকে জোয়াল থেকে খুলে চক্রের ভিতরেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ওদের বেরিয়ে যাওয়ার কোন ভয় নেই, কারণ প্রচণ্ড রোদে গরমের মধ্যে সারাদিন ভারী ওয়্যাগন টানার পর ওরা সবাই ক্লান্ত। মাথা নিচু করে বিশ্রাম নিচ্ছে। ওদের কাছেই যে গোটাদশেক জিন চাপানো ঘোড়া তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে ওরা মোটেও খেয়াল করছে না। চক্রের মাঝখানে আগুনের চারপাশে যেসব কঠিন চেহারার লোক গল্প করছে তাদের দিকেও ওরা তাকাচ্ছে না।

আগুন ঘিরে যারা রয়েছে তাদের অর্ধেক দাঁড়িয়ে আছে, আর বাকি অর্ধেক বসে। কিন্তু ওদের প্রত্যেকেরই হাতে বা কোলের ওপর রয়েছে রাইফেল আর প্রত্যেকের কোমরেই ঝুলছে পিস্তল।

একজন কালো চাপদাড়িওয়ালা লোক বালুর ওপর হাঁটুগেড়ে বসে আনমনে আগুনে ছোটছোট কাঠ যোগ করতে করতে মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো, রনি?'

'এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে, জন,' জবাব দিল সে। 'আমার কিন্তু কেন যেন ব্যাপারটা বিশেষ ভাল ঠেকছে না। সব কিছুই যেন একটু বেশি নীরব।'

'ঠিক বলেছ!' বলে উঠল আর একজন। 'আমার তো খুবই অস্বস্তি লাগছে, একটা কিছু ঘটলেই যেন ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হত।'

জন কেবল মুখ দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল।

'বলা যায় না, কিছু একটা ঘটতেও পারে।'

'জানি,' বলে উঠল রনি। 'আমার মন বলছে কিছু একটা ঘটবেই।'

যারা বসে ছিল তাদের দুজন আড়ষ্ট ভাবে উঠে দাঁড়াল। ওদের রাইফেলগুলো যেন আপনা-আপনি কনুইয়ের ভাঁজে চলে এলো।

জন প্রশ্ন করল, 'তোমরা আবার কোথায় চললে?'

'আমি মলি আর বাচ্চাদের একটু দেখে আসতে যাচ্ছি,' বলল ওদের একজন।

'আমিও একই কাজে যাচ্ছি,' জানাল ওর সঙ্গী। 'আমার বাচ্চার শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। মেরি ওকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় আছে।'

'চলো, প্যাট, দেখে আসি ওরা কেমন আছে।' ওরা দুজন এগিয়ে গেল।

'আমরা মরমন এলাকার কাছাকাছি এসে গেছি বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল রনি।

মুখ দিয়ে আবার ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল জন।

'মরুভূমিতে ঢোকার পর থেকেই আমরা মরমন এলাকায় আছি,' শান্ত স্বরে বলল সে।

'সেটা আমি বোঝাতে চাইনি,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল রনি, 'আমি মরমন শহরটার কথা বলছিলাম।'

'তাই বলো,' আশ্বস্ত হলো জন। 'তুমি পেনফিল্ডের কথা বলছ? ওখানে পৌঁছতে আমাদের এখনও দুদিন সময় লাগবে।'

'তাই?' একটু হতাশ স্বরে বলল রনি।

'জন,' আরেকজন বলল, 'তুমি কি সোজা ওখানেই যাবে, নাকি ওটাকে পাশ কাটিয়ে যাবে?'

আগুনে আরও কয়েকটা কাঠ চাপিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেল্টটা সোজা করে নিল জন।

'আমরা সোজা শহরেই ঢুকব,' দৃঢ় স্বরে জানাল সে। 'মরমনদের ভয় করার কোন কারণ নেই। ঠিক মত টাকা বুঝে পেলে ওরা ব্যবসা করতে প্রস্তুত, এবং আমরা টাকা দিয়েই মাল কিনব। আমাদের যা রসদ লাগবে তা আমরা ওদের থেকেই কিনব। যদি ভাল ঘোড়া পাই, ভাবছি বাড়তি দুটো ঘোড়াও কিনে নেব।'

উপস্থিত সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে ওর কথা সমর্থন করল।

'ওদের ব্যাপারে আমিও তোমার সাথে একমত,' বলল একজন।

'খুব ভাল কথা, নেড,' শুষ্ক স্বরে বলল জন। 'আমরা সবাই যখন এই ব্যাপারে একমত, তখন তুমি ওই জায়গা থেকে দয়া করে একটু উঠে চারপাশটা একটু ভাল করে দেখে এসো না! সেই যে একবার থেবড়ে বসেছ তারপর তো একবারও ওখান থেকে নড়তে দেখলাম না! টিম, আমার মনে হয় তোমারও ওর সাথে যাওয়া ভাল। ওর যা আলসে স্বভাব তাতে কেউ সাথে না থাকলে আড়ালে কোথায় গিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে তার ঠিক নেই!'

বিরাট কালো ঘোড়ার পিঠে কালো পোশাক পরে বসা লোকটা ঠিক ভূতের মতই নিঃশব্দে এগোচ্ছে, কারণ বালুর ওপর ঘোড়ার খুরের প্রায় কোন শব্দই হচ্ছে না। লোকটা ধীর গতিতে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে। শক্তিশালী নমনীয় দেহের লোকটা স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে। সবার মনের গভীরেই মরুভূমি থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার একটা তাড়া থাকে, কিন্তু ওই কালো ঘোড়ার আরোহীর যেন কোন তাড়াই নেই। ওই ঘোড়া আর আরোহী দুজনেই জানে মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশে তাড়াহুড়া করার পরিণতি আত্মহত্যারই সামিল। অটুট আত্মবিশ্বাস নিয়ে নির্দিষ্ট এক অবিরাম গতিতে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের কাছে মরুভূমি আর প্রখর সূর্যের নির্দয় অত্যাচার ওদের কঠিন শত্রু ছাড়া আর কিছুই নয়। নির্ভীক-ভাবেই শত্রুর মোকাবিলা করছে ওরা। ওদের এই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সহজাত প্রবৃত্তি আর ক্ষমতার জোরেই এখনও বেঁচে আছে ওরা। এবং এই লড়াইয়েও ওরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।

কালো ঘোড়াটা মৃদু একটা হ্রেষাধ্বনি করে থেমে দাঁড়াল। আরোহী হার্পের কাছে এটা একটা বিপদ সঙ্কেত। চট করে মুখ তুলে তাকাল সে, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। কান পেতে কিছুক্ষণ শোনার চেষ্টা করল। অস্পষ্ট হলেও নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ওর কানে পৌঁছল। জিনের ওপর সিধে হয়ে বসে সে নিজের ডবল পিস্তলের খাপ দুটো একটু নেড়েচেড়ে সুবিধা মত জায়গায় বসিয়ে নিল। কাজটা আপনা-আপনি নিজের অজান্তেই করল হার্প। যেকোন মুহূর্তে প্রয়োজনে ওগুলো ব্যবহারের জন্যে তৈরি থাকল। নিরাপদে একা রেঞ্জে চলাফেরার রীতিনীতিগুলো সে বহুকাল আগেই শিখেছে। জেনেছে যে সবসময়ে আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি থাকে সেই বেশিদিন বাঁচে। হাঁটু দিয়ে পিঠের কাছে

সামান্য চাপ দিয়ে ঘোড়াটাকে ধীরে সামনে এগোবার নির্দেশ দিল হার্প। (পিঠে হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিলে ঘোড়া হেঁটে আগে বাড়ে; পেটের নিচে স্পার দিয়ে খোঁচা দিলে লাফিয়ে ছুটে এগোয়। ঘোড়ার গতিবেগ খোঁচার জোরের ওপর নির্ভর করে।) এর প্রায় আধঘণ্টা পর একটা ক্যাম্প-ফায়ারের আলো দেখতে পেল সে। কালো ঘোড়াটাকে সাবধান করার প্রয়োজন হলো না। এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা সে আগেও অনেকবার করেছে। পশ্চিমের রীতিনীতি সেও জানে। সতর্ক ভাবে নজর রেখে নিঃশব্দে এগোচ্ছে। ক্যাম্পের লোকগুলোকে আগে থেকে সতর্ক না করার জন্যে সামান্যতম শব্দও করছে না।

আরও কিছুটা কাছে আসার পর ওয়্যাগনগুলোর আবছা কাঠামো দেখতে পেল স্যাম হার্প। অল্পক্ষণ পরেই বৃত্তের মাঝখানের আগুন পরিষ্কার দেখতে পেল। ওটার চারপাশে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, ওদের পিছনেই একটু দূরে তিন-চারজন শাল জড়ানো মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। রান্নার সুগন্ধ এখনও বাতাসে ভাসছে। ঘোড়াটাও যেন আগ্রহের সাথে মুখ তুলে জোরে শ্বাস নিল। লোকগুলো ওদিকে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল, আর মেয়েগুলো ওয়্যাগনের আড়ালে সরে গেল। স্যাম ঘোড়া নিয়েই ওয়্যাগনের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

'ইভনিং,' বলল সে।

অনেকগুলো চোখ শত্রুতার ভাব নিয়ে ওর দিকে চেয়ে ওকে যাচাই করে দেখছে। সবারই আধো উঁচানো রাইফেলের মুখ ওর দিকেই তাক করা রয়েছে। ওদের হুমকি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজের হ্যাটটা আঙুল দিয়ে ঠেলে একটু উপরে ওঠাল হার্প। তবে সে সতর্ক ভাবেই তার হাত দুটোকে পিস্তলের বাঁট থেকে দূরে রেখেছে। ঘোড়ার পাদানি থেকে পা দুটো ছাড়িয়ে নিল সে। প্রত্যেকে ওর চালচলনের দিকে সন্দেহের চোখে লক্ষ রাখছে।

'দূর থেকে তোমাদের ক্যাম্পফায়ার চোখে পড়তেই সোজা চলে এলাম,' বলে চলল সে। 'মরুভূমিতে কথা বলার লোক পাওয়া এতই দুষ্কর যে একা একা মনে হাঁপ ধরে যায়। আশা করি আমার এমন গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসায় তোমরা কেউ কিছু মনে করোনি?'

কোন জবাব এল না। কেউ একটু নড়লও না। শেষে ওদের মধ্যে একজন ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে আগুনে থুথু ফেলল। 'তুমি কোনদিকে যাচ্ছ, স্ট্রেঞ্জার?' প্রশ্ন করল সে।

'পশ্চিমে।'

'পশ্চিমে কোথায়?'

'ক্যালিফোর্নিয়া।'

'হুম। আইনের লোক তোমার পিছনে লেগেছে?'

'না।'

লোকটা ওকে আর এক নজর খুঁটিয়ে দেখল।

'ঠিক আছে,' বলে, শেষে নিজের রাইফেল নামিয়ে নিল সে। 'ঘোড়ার পিঠ থেকে এখন নামতে পারো তুমি।'

'ধন্যবাদ,' কেবল একটা শব্দই উচ্চারণ করল সে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বেল্টের সাথে আংটায় ঝোলানো পিস্তল দুটোকে হাতের পাশ থেকে ঠেলে কিছুটা পিছনে সরিয়ে রাখল। যে লোকটা এতক্ষণ কথা বলছিল, সে ওকে আরও কিছুক্ষণ লক্ষ করে দেখে নিয়ে মেয়েগুলোর দিকে ফিরে ওদের একজনকে ইশারা করল। মেয়েটা দ্রুত এগিয়ে এল। তারপর একটা টিনের কাপে করে আগুনের ওপর বসানো তোবড়ানো কফি পট থেকে ফুটন্ত এক কাপ কফি এনে জনের হাতে ধরিয়ে দিল। সোজা হয়ে মুখ তুলে স্যামের দিকে একবার চেয়ে মেয়েটা বক্তার দিকে ফিরে তাকাল। জনকে ভ্রূকুটি করতে দেখে তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে গেল তরুণী।

'এই নাও, স্ট্রেঞ্জার,' বলল জন।
'ওহ্, ধন্যবাদ।'
ওর হাত থেকে কাপটা নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল হার্প। কফিটা গরম, স্বাদও ভাল। সময় নিয়ে কফি খাচ্ছে ও। একবার লোকটার দিকে তাকিয়ে আড়চোখে মেয়েগুলোকে দেখল সে। যে মেয়েটা টিনের কাপে ওর কফি তুলে দিয়েছিল, সেই মেয়ে তাড়াতাড়ি শালটা ভাল করে নিজের গায়ে পেঁচিয়ে নিল। কফি শেষ করে গম্ভীর ভাবে খালি কাপ ওই লোকটার হাতে ফিরিয়ে দিল। জন কাপটা অদূরেই বালুর ওপর ছুঁড়ে রাখল। ওর চোখ দুটো বারবার হার্পের ভারী কোল্টগুলোর ওপর ঘোরাফেরা করছে।
'তোমরাও কি ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছ নাকি?' প্রশ্ন করল হার্প।
'আমরা পেনফিল্ড যাচ্ছি।'
'কোথায়? ও, হ্যাঁ, ওটা তো মরমনদের একটা বসতি, তাই না?'
'হ্যাঁ। ওখানেই আমরা থাকি।'
'ওহ্, বুঝলাম!'
লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে তার ডান হাত নেড়ে ছায়ায় দাঁড়ানো মেয়েগুলোকে ইশারা করল। ওদের মধ্যে দুজন বিনা প্রতিবাদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীর পায়ে হেঁটে চলে গেল কিন্তু তৃতীয় মেয়েটা জায়গা থেকে নড়ল না।
'অ্যানি!' তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করল জন।
'প্লীজ,' নিচু স্বরে অত্যন্ত মিষ্টি গলায় সে বলল, 'আমি এখনই শুতে যেতে চাই না। আমি সত্যিই একটুও ক্লান্ত নই।'
লোকটা ভুরু কুঁচকে মেয়েটার দিকে এগোল। ধীরে ঘুরে তরুণী মাথা হেঁট করে পায়ে-পায়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। লোকটা থেমে দাঁড়িয়ে মেয়েটার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে আবার ফিরে এলো। স্যামের চোখ মেয়েটাকে অনুসরণ করল।

সে দেখল মেয়েটা ছায়া ঘেরা একটা ওয়্যাগনের সামনে থেমে ড্রাইভারের সীটে উঠে ক্যানভাসের ছাউনির ভিতরে ঢুকল।
'এই পথে তুমি আগে আর কখনও চলাফেরা করোনি; করেছ?' লোকটার প্রশ্নে ওর দিকে ফিরল স্যাম।
'না, এই প্রথম।'
'আমিও তাই ধারণা করেছিলাম। মরমনরা তাদের মেয়েদের দিকে কোন স্ট্রেঞ্জারের হাঁ করে তাকিয়ে থাকা পছন্দ করে না।'
'আমি দুঃখিত। কারও অসম্মান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'
লোকটা কেবল ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল।
'মনে হয় তোমার আবার রওনা হয়ে যাওয়াই ভাল, মিস্টার।'
'বেশ, তাই যাচ্ছি।' ওয়্যাগনের ভিতর থেকে একটা চাপা চিৎকারের শব্দ শুনে আড়ষ্ট হলো স্যাম। রাইফেলধারী লোকটাও জমে গেল। ওদের চোখাচোখি হলো; ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ল হার্প। ওয়্যাগনের ঘের থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই আগুনের ওপাশ থেকে শোরগোল শোনা গেল। ঘোড়ার পিঠ থেকেই ফিরে তাকিয়ে স্যাম দেখল ছায়ার অন্ধকার থেকে হোঁচট খেতে খেতে ছুটে বেরিয়ে আসছে অ্যানি; ফোঁপাচ্ছে মেয়েটা। আরেকটা মহিলা হঠাৎ বেরিয়ে এসে ওর হাত ধরে ওকে থামাল। একটু ধস্তাধস্তির পর ষণ্ডামার্কা মহিলা অ্যানিকে একটা চড় মেরে ওর কব্জি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল।
মেয়েটা আবার চিৎকার করে উঠল। জন আর রাইফেল উঁচু করল; ওটার মুখ সোজা হার্পের বুকের দিকে তাক করা আছে। যারা আগুনের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেছিল, তারাও জনের কাছে এগিয়ে এল, ওদের রাইফেলও তৈরি। স্যাম তার কালো ঘোড়া নিয়ে ওয়্যাগনের চক্র থেকে বেরিয়ে নীরবেই বেরিয়ে এলো।

তিন

পাহাড়ের পাদদেশে জ্বলন্ত উত্তাপ আর মরুভূমির নরম বালু যেন হঠাৎ করেই শেষ হলো। ঘোড়ার খুরের তলায় শক্ত মাটি, ঘাস, ও ফুলের সুবাস একটু বেখাপ্পাই ঠেকছে। ঘাসগুলো ছোট হলেও এর সাথে পাহাড়ের ঢালে ফুটে থাকা চমৎকার দৃশ্য, সত্যিই মনটাকে খুশি করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। ঘোড়া আর তার আরোহী দুজনেই ওখানে কিছুক্ষণ থেমে বুক ভরে গভীর তৃপ্তির শ্বাস নিয়ে ট্রেইল ধরে উপরে উঠতে শুরু করল। ট্রেইলের একটা জায়গায় এসে ঘোড়াটা নিজে থেকেই থেমে দাঁড়াল।

ওরা দেখল খাড়া দুটো দেয়ালের ভিতর দিয়ে খুব সরু একটা পথ এগিয়ে গেছে। ওই পথ ধরেই এগিয়ে গেল ওরা। ঘোড়ার খুরে লাগানো লোহার নালের সাথে শক্ত পাথরের আঘাত সরু দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে জোর শব্দ তুলছে। প্রায় চল্লিশ গজ পার হয়ে ওরা আবার খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। নিচেই দেখা যাচ্ছে সবুজ একটা উর্বর উপত্যকা। উপত্যকার নিচেই একটা গ্রাম।

'পেনফিল্ড,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল হার্প।

জিনের ওপর একটু আয়েশ করে বসে নিচের পুরো শহরটাকে সে খুঁটিয়ে দেখল। পরিকল্পিত ভাবে সার বেঁধে তৈরি করা হয়েছে কয়েক সারি বাড়ি। এই শহরের সাথে পশ্চিমের অন্যান্য

শহরগুলোর প্রধান পার্থক্য এই যে এই শহরের নতুন রং করা বাড়িগুলো প্রত্যেকটাই পরিচ্ছন্ন আর ঝকঝকে করে সাজানো। সবগুলো বাড়ির রুচিসম্মত ফুলের বাগান ছবির মতই সুন্দর।

হাঁটুর হালকা একটা গুঁতো দিয়ে ঘোড়াটাকে আবার আগে বাড়াল হার্প। সামনের ঢালটা অত্যন্ত ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। সম্ভবত চমৎকার দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েই ঘোড়াটা বেশ দ্রুত গতিতেই নিচে নেমে এলো। তবে ওটা ব্ল্যাক না হয়ে অন্য কোন ঘোড়া হলে ওদের পিছলে আছাড় খাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কারণ ওটা খুব ঢালু আর বিপজ্জনক একটা ঢাল। কিন্তু কালো ঘোড়াটার কয়েকবার পিছলে পড়ার উপক্রম হলেও পাহাড়ী মাসট্যাং অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে সামলে নিল।

সমতল জমিতে পৌঁছে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলল ওরা। চারপাশ থেকেই সতেজ ঘাস আর চমৎকার ফুলের সুগন্ধ আসছে। শহরের কাছাকাছি এসে রোদে শুকোতে দেয়া ধোয়া কাপড়গুলো চোখে পড়ছে এখন।

সবগুলো বাড়ি একেবারে একই ধরনের, এবং আরও একটা বিষয়ে ওদের যে মিলটা হার্পের নজরে পড়ল, সেটা হচ্ছে সবকটা বাড়ির অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতা। প্রত্যেকটা বাড়ির জানালার কাঁচগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার, এবং পর্দাগুলোও তাই।

একটা সরু রাস্তা ধরে এগোচ্ছে স্যাম। বাড়ির গেইটে দাঁড়ানো তিন-চার বছর বয়সের একটা ছেলে অবাক চোখে চেয়ে থাকল হার্পের দিকে। তারপর খুদে একটা হাত তুলে হাত নেড়ে স্বাগত জানাল। জবাবে হার্পও হেসে হাত নাড়ল। পরের বাড়িটার সদর-দরজা খুলে এক মহিলা ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে এসে ঘোড়ার খুরের শব্দে মুখ তুলে চাইল। হার্পকে ফিরে তাকিয়ে হ্যাট ছুঁয়ে ওকে অভিবাদন জানাতে দেখে সে লজ্জায় একটু রাঙা হয়ে তাড়াতাড়ি আবার ভিতরে চলে গেল।

দুজন ঘোড়সওয়ার বিপরীত দিক থেকে আসছিল, ওকে দেখে লোক দুটো তাদের ঘোড়ার গতি ধীর করে সপ্রশ্ন চোখে ওর দিকে তাকাল। ওকে খুঁটিয়ে দেখে পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ঘুরে আবার ফিরে দেখল, তারপর দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হলো। একটা কালো কুকুর নতুন লোক দেখে ঘেউঘেউ করতে করতে ছুটে এল। বড় ঘোড়াটা বিরক্তিতে নাক ঝাড়ল, কিন্তু কুকুরটা পিছন থেকে বারবার ঘোড়ার পা কামড়ে দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, পিছু ছাড়ছে না। এবার ঘোড়াটা রেগে গিয়ে আরও জোরে নাক ঝেড়ে রোষের সাথে পিছন ফিরে চোখ পাকিয়ে তাকাতেই কুকুরটা ভয়ে ঝেড়ে দৌড় দিয়ে কাঠের ফুটপাতে গিয়ে উঠল। কিন্তু পিছু ছাড়ল না; নিরাপদ দূরত্বে থেকে ফুটপাতের ওপর দিয়ে ঘেউঘেউ করতে করতে আসতেই থাকল। তারপর শেষে একসময়ে নিজে থেকেই ঘোড়ার পিছু ছেড়ে একটা খোলা গেইট দিয়ে ঢুকে অদৃশ্য হলো।

শহরের প্রত্যেকটা রাস্তাই কেন্দ্রীয় চক, অর্থাৎ চার্চের চারপাশ ঘিরে চওড়া রাস্তার সাথে গিয়ে মিশেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হার্প ওখানে পৌঁছে গেল। গির্জার চারপাশে পরিপাটি করে ছাঁটা সবুজ লন্। চকের দুপাশে দুটো স্কুল। একটা দোকানের সামনে ঘোড়া দাঁড় করাল সে।

ভিতরে ঢুকে দেখল দোকানটা ছোটই, একটাই কাউন্টার, কিন্তু শেলফগুলো সুন্দর করে গুছানো। হাঁটু পর্যন্ত আলখাল্লার মত কোট পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে কউন্টারের পিছনে। ওর কোটের সবগুলো বোতাম আঁটা। কালো পোশাক পরা লোকটাকে সে এক মুহূর্ত যাচাই করে দেখল। দোকানি তার কোটের তলায় কোন শার্ট পরেনি লক্ষ করে মনেমনে একটু হাসল হার্প।

'হাওডি,' বলল সে।

দোকানি কেবল একটা নড করল।

'তোমার জন্যে কি করতে পারি আমি?' প্রশ্ন করল লোকটা।

কাউন্টারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হ্যাটটা একটু উপর দিকে ঠেলে দিয়ে হার্প প্রশ্ন করল, 'তোমার কাছে কালো শার্ট আছে? আমার সাইজের?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

কাউন্টারের একপাশে সরে গিয়ে ঝুঁকে নিচে থেকে একটা বাক্স বের করে আনল। কাউন্টারের ওপর রেখে ওটার ঢাকনা খুলে নীরস স্বরে সে বলল, 'এগুলোর প্রত্যেকটার দাম পাঁচ ডলার।'

শার্টগুলোর দিকে আড়চোখে চেয়ে ভুরু কুঁচকাল হার্প। তারপর চোখ তুলে প্রশ্ন করল, 'এগুলোর বোতাম কি সোনা দিয়ে তৈরি, যে একটার দামই পাঁচ ডলার?' ওর স্বরে অবিশ্বাস।

লোকটা কেবল অপারগ ভঙ্গিতে তার কাঁধ উঁচাল।

'না, তা ঠিক নয়, তবে ওটাই শার্টের দাম। ঘটনাচক্রে এটাই এখানকার একমাত্র দোকান। এবং, শুধু তাই নয়, এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এটা ছাড়া আর কোন দোকান নেই। কয়টা নেবে তুমি?'

'একটা,' রোষের সাথে বলে পাঁচটা রূপার ডলার সশব্দে সে কাউন্টারের ওপর ফেলল। 'তুমি একটা ডাকাত, মিস্টার। নাও, এটা প্যাক করে দাও।'

লোকটা ঝুঁকে কাউন্টারের নিচে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে সোজা হয়ে মাথা নাড়ল।

'মুড়ে দেয়ার মত কোন কাগজ নেই, তাই না?'

'সরি।'

মুখ বাঁকাল হার্প।

'ভালই কারবার চালিয়েছ! বড়লোক হয়েই মরবে তুমি!'

দুঃখের সাথে একটু হেসে দোকানি বলল, 'না, বন্ধু, বড়লোক

হওয়ার কোন সম্ভাবনাই আমার নেই। এই ব্যবসায় লাভ আমার খুব সামান্যই হয়। সধারণত আমাদের জিনিসপত্রের দাম খুবই যুক্তিসঙ্গত; আমি এইসব শার্ট মাত্র আড়াই ডলারে বিক্রি করি, যার থেকে আমার লাভ সামান্যই থাকে।'

'তাহলে আমার থেকে এর দাম তুমি পাঁচ ডলার রাখলে কেন?'

'স্ট্রেঞ্জারদের আমরা ডবল চার্জ করি, এবং বাড়তি টাকাটা চার্চে যায়।'

'চমৎকার! একেই বলে যথার্থ আতিথেয়তা!' রুষ্ট স্বরে বলে উঠল হার্প।

'অতিথিকে বিশেষ খাতির দেখাবার কোন চেষ্টাই আমরা করি না,' হার্পের মুখের ওপরই জানিয়ে দিল দোকানি। 'আমরা মরমন, এবং আমরা নিজেদের নিয়ম মতই চলতে চেষ্টা করি। বাইরের লোকজন নিজেদের কৌতূহল মেটাতে এখানে আসে। আমরা ইচ্ছা করেই ওদের বেশি চার্জ করি যেন ওদের মনে ফিরে আসার ইচ্ছা আর না জাগে।'

শার্টটা তুলে নিয়ে নির্বিকার দোকানিকে একটা ঠাণ্ডা চাহনি দিয়ে দরজার দিকে এগোল হার্প।

'ও, হ্যাঁ, আর একটা কথা,' লোকটা ওকে থামাল।

দোকানির কথায় দরজার সামনে থেমে ফিরে তাকাল সে।

'সম্ভবত তুমি বাইরে বেরিয়ে দেখবে তোমার ঘোড়াটা ওখানে নেই,' বলে চলল দোকানি। 'ঘোড়াকে আস্তাবলে না রেখে রাস্তায় রাখা হলে, তার জন্যে মালিককে পাঁচ ডলারের একটা ফাইন দিতে হয়, এবং আস্তাবলে রাখার চার্জ দিনে পাঁচ ডলার। আমার পরামর্শ হচ্ছে টাকাটা তোমার এখনই দিয়ে দেয়া ভাল।'

রাগে হার্পের ঠোঁট একটু বাঁকা হলো। পকেট থেকে একটা ছোট্ট ক্যানভাসের থলে বের করে ওকে জরিমানার পাঁচ ডলার

দিয়ে বলল, 'আশ্চর্য একটা শহর বটে! এবার আমার ঘোড়াটা এনে দাও।'

মাথা নাড়ল দোকানি। 'তোমাকে আরও পাঁচ ডলার দিতে হবে আস্তাবলে ঘোড়া রাখার চার্জ।'

*

রাস্তা ধরে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল হার্প।

'জোচ্চোরের দল,' নিজের মনেই বিড়বিড় করল সে। 'এরপর কোন মরমনের দেখা পেলে তার পিঠের চামড়া তুলে নিয়ে আমি এর শোধ তুলব।'

সামনের দিক থেকে ঘোড়ার খুর আর ওয়্যাগন হুইলের শব্দে নিজের ক্ষোভ ভুলে সে মুখ তুলে চাইল। দেখল, গতরাতে দেখা সেই ওয়্যাগন ট্রেইনটাই শহরে ঢুকছে। ওদের জন্যে পথ ছেড়ে সরু রাস্তার একপাশে থেমে দাঁড়াল সে। ওয়্যাগনের সারির পাশ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে একটা লোক একাকী এগিয়ে আসছে। ওকে দেখেই চিনতে পেরেছে হার্প। ওই লোকটাই তাকে কফির কাপটা এগিয়ে দিয়েছিল; এবং সেই একই লোক পরে তাকে তাদের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ওদের চোখাচোখি হলো। দুজনের চোখেই বিদ্বেষের ভাব ফুটে উঠল, কিন্তু ওরা যে পরস্পরকে চেনে তা কারও চেহারাতেই প্রকাশ পেল না।

'সুযোগ পেলে ওই খটাশটাকে পিটিয়ে লাশ করব আমি,' নিজের মনেই বিড়বিড় করল হার্প।

ঘুরে মরমন লোকটাকে ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ তুলে দূরে চলে যেতে দেখছে সে। ড্রাইভারের চওড়া সীটে বসা লোকগুলো কেবল আড়চোখে হার্পকে একবার দেখল। ব্যস, ওই পর্যন্তই। আর একটা ওয়্যাগন বাকি, ওটাও পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এই সময়ে হঠাৎ ওয়্যাগনের পিছন দিকের ক্যানভাসের পর্দাটা সরে গিয়ে একটা সাদা মুখ দেখা দিল। ওটা অ্যানির মুখ। মেয়েটা ওর,

দিকে কি যেন ছুঁড়ে মারল। সহজাত ক্ষিপ্র হাতে চট করে ওটা ধরে ফেলল হার্প। হাতের জিনিসটার দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকাল সে। পরক্ষণেই চোখ তুলে দেখল পর্দাটা আবার যথাস্থানে ফিরে গেছে। তার হাতে ধরা জিনিসটা হচ্ছে মুচড়ে দলা পাকানো এক টুকরো কাগজ। ওটা তখনই খুলে দেখার কৌতূহল দমন করে পকেটে ভরে ঘোড়া ছুটিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল শহরে অনেক কৌতূহলী চোখই গোপনে তার ওপর নজর রেখেছিল। লোকজনের চোখের আড়ালে এসে সে পকেট থেকে কাগজের দলাটা বের করে খুলে দেখল। একটা বড় মোড়কের ভিতরে আরেকটা ছোট মোড়ানো কাগজ রয়েছে। ওটাও খুলে দেখল দ্রুত হাতে পেনসিলের লেখা খুব সংক্ষিপ্ত একটা আবেদন।

'প্লীজ, আমাকে সাহায্য করো!'

মেসেজটা দুতিনবার পড়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বের করল হার্প।

কোন স্বাক্ষর নেই ওতে। কেবল ওই কয়টা কথাই লেখা আছে।

'প্লীজ, আমাকে সাহায্য করো!'

আরও কিছুক্ষণ ছোট্ট নোটটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে ওটা দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। জিনের ওপর ঠিক মত বসে ঘাড়ের উপর দিয়ে আর একবার পেনফিল্ড শহরটার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াটাকে আগে বাড়ার নির্দেশ দিল সে। কালো ছুটতে শুরু করল। মনে হচ্ছে ঘোড়াটাও হার্পের মতই ওই শহর থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে সরে যেতে চাইছে। মাইলের পর মাইল পিছনে চলে যাচ্ছে পেনফিল্ড শহর। জিনের ওপর একটু ঝুঁকে বসে আছে স্যাম হার্প। ওর চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠেছে। সে ওই পেনফিল্ড শহরের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা কিছুতেই ভুলতে

পারছে না। মরমনদের কথা সে ভুলে যেতে চায়, ওদের সাথে তার কোনদিন দেখা হয়েছিল সেটাও ভুলতে চায়। অ্যানি নামে যে কোন মেয়ে আছে, এটাও মনে রাখতে চায় না ও। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যে লোকটা তাকে ক্যাম্প থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তার চেহারাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে। চেহারা বিকৃত করে অন্যদিকে মুখ ফেরাল হার্প, কিন্তু তবু ওদের থেকে নিস্তার পেল না সে। বিশেষ করে অ্যানির চেহারাটাই ওর চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে। নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, আর সুন্দর একটা কচি অসহায় মুখ।

নিজের চিন্তাধারাকে মনের জোরে ক্যালিফোর্নিয়ার ওপর একত্রিত করে ওইদিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করল হার্প, কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। নিজের অজান্তে ওইগুলোই বারবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকল। অত্যন্ত জেদি মানুষ হার্প, তাই শেষ পর্যন্ত ওর জেদেরই জয় হলো। এর একটা বিহিত না করে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে কিছুতেই শান্তি পাবে না সে। শেষে মাথা নেড়ে সবকিছু নিয়তির ওপরই ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে আবার পেনফিল্ডের পথ ধরল স্যাম। সে ভাল করেই জানে ওখানে ফিরে গেলে তার কি পরিণতি হতে পারে। কিন্তু একটা অসহায় মেয়ের আকুল মিনতি উপেক্ষা করে ওকে সাহায্য করার কোন চেষ্টা না করে চলে গেলে কোথাও গিয়েই হার্পের শান্তি মিলবে না।

'আমি জানি,' নিজের কালো ঘোড়াটাকেই বলল সে, 'তুমি ভাবছ আমার মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু তুমিই বলো, আমি আর কি করতে পারতাম?'

কালো ঘোড়াটা যেন ওকে তিরস্কার করতেই সজোরে একবার নাক ঝাড়ল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' একটু রুক্ষ স্বরেই বলল হার্প।

'যথেষ্ট হয়েছে। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, আমারটা আমি নিজেই সামলাব। এতে যদি আমি মারাও যাই, কবরে আমিই যাব, তোমার কিছুই হবে না, তাহলে আর তোমার চিন্তা কি? এবার পা চালিয়ে আগে বাড়ো।'

কালো ঘোড়াটা নির্দেশ মতই তার গতি বাড়িয়ে ছুটতে শুরু করল। চমৎকার উপত্যকা ধরে পেনফিল্ডের দিকে এগিয়ে চলল। শহরের কাছাকাছি এসে মাইল খানেক দক্ষিণে ট্রেইল ছেড়ে একটু সরে গেল হার্প।

'এখন এখানে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করো,' ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওর জিন নামাতে নামাতে বলল সে। 'অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। আঁধার নামলেই আমরা এখানকার কাজ সেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাব। ততক্ষণ শান্ত থাকতে পারবে তো তুমি?'

ঘোড়াটার তরফ থেকে কোন জবাব এলো না।

ওরা যখন পেনফিল্ড শহরে পৌঁছল তখন অন্ধকার ঘনিয়েছে। তবে ক্ষীণ চাঁদ আর তারার আলোয় মোটামুটি ভালই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আবহাওয়া এখন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে; রাস্তাগুলো নির্জন, পুরো শহরটা ঘুমন্ত। রাস্তার ধারে দুএকটা বাড়িতে এখনও কমিয়ে-রাখা বাতি জ্বলছে, বাকিগুলো পুরোপুরি অন্ধকার। হার্পের সামনের দিকে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল; প্রায় সাথেসাথেই শক্ত ধমক দিয়ে কাউকে ওকে থামানোর আওয়াজ শোনা গেল। চারদিক নিস্তব্ধ হলো আবার। ঘোড়ার গতি ধীর করল হার্প; ঘোড়ার খুরের শব্দ তবু পুরো রাস্তা জুড়েই শোনা যাচ্ছে। চকে পৌঁছল ওরা – চার্চে আলো জ্বলছে – দোকানটাকেও পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল সে। ওটা এখন বন্ধ, দোকানির কথা মনে পড়ায় হার্পের মুখটা একটু বাঁকা হলো। গির্জাটাকে একবার ঘুরে উত্তর দিকে রওনা হলো হার্প। ওয়্যাগন ট্রেইনটাকে ওদিকেই

যেতে দেখেছে সে। ওর ধারণা কাছাকাছিই কোথাও ক্যাম্প করেছে ওরা। শহরের প্রায় শেষ মাথায় এসে ক্যাম্পটা ওর চোখে পড়ল। এবার তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে কালো আকৃতির কিছু মানুষকে সে দল বেঁধে এগিয়ে যেতে দেখল। বুঝল ওরা সবাই চার্চেই যাচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে একটা অশুভ আশঙ্কা উঁকি দিল – যদি ওই অ্যানি মেয়েটাও ওদের সাথে চার্চে গিয়ে থাকে? এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে নিজের আগের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করারই সিদ্ধান্ত নিল সে। ঘুরে এগিয়ে শহরের উত্তর সীমানা দিয়ে এবার ভিতরে ঢুকল। ওকে ধরে নিতে হবে যে মেয়েটা এখনও তার ওয়্যাগনেই আছে। যদি তা না থাকে, তবে তাকে অন্য কোন প্ল্যান করতে হবে। কালো ঘোড়াটাকে নিঃশব্দে ওয়্যাগনগুলোর দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল হার্প। কাছাকাছি এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল।

'এখানেই দাঁড়াও,' ঘোড়াটাকে নির্দেশ দিল সে।

ওর কথার জবাবেই যেন, ব্ল্যাকি সমঝদারের মত একটা মৃদু হ্রেষাধ্বনি করল।

ওকে ওখানেই ছেড়ে হার্প এগিয়ে গেল। রাতের অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে এখন। এতে হার্পের সুবিধাই হয়েছে। ওর কালো পোশাক ওকে অন্ধকারের সাথে একেবারে একাকার করে দিয়েছে। হঠাৎ একটা কিছু সামনে দিয়ে ছুটে যাওয়ার শব্দে আড়ষ্ট হয়ে জমে দাঁড়াল সে। একটা খরগোশ! আশ্বস্ত হয়ে আবার আগে বাড়ল স্যাম। শেষ ওয়্যাগনটার সামনে পৌঁছল সে। আরও একটু কাছে ঘেঁষে কান পাতল, ভিতর থেকে কোন শব্দ শোনা গেল না। চুপিচুপি পাশের ওয়্যাগনের পাশে পৌঁছে আবার কান পাতল। কোন শব্দ নেই। কেউ নেই ভিতরে। হঠাৎ ওর মনে একটা সন্দেহ জাগল – ওরা সবাই একসাথেই চার্চে যায়নি তো? হয়ত এখন সবগুলো ওয়্যাগনই খালি? এই সময়ে সামনের ওয়্যাগনের ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে একটা হলদেটে আলো ওর

চোখে পড়ল। পিছিয়ে ওয়্যাগনের সাথে প্রায় সেঁটে ওদিকে এগোল হার্প। ভিতর থেকে কথাবার্তার অস্পষ্ট আওয়াজ আসছে। এবার ওয়্যাগনের পিছন দিকটা একটু ককিয়ে ওঠার শব্দ শোনা গেল। বোঝা যাচ্ছে কেউ ওই ওয়্যাগন থেকে নামছে।

একটা নারীর আকৃতি দেখা গেল। ধীর পায়ে মেয়েটা এগিয়ে আসছে। একটু ঝুঁকি ওকে নিতেই হবে। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সে মৃদু স্বরে ডাকল হার্প, 'অ্যানি!'

চট করে থেমে মুখ তুলে চাইল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, কি?'

নিশ্চিন্ত হয়ে এবার ওর দিকে এগিয়ে গেল হার্প।

'ওহ!' ওকে চিনতে পেরে বিস্ময় প্রকাশ পেল মেয়েটার স্বরে। এগিয়ে এল সে। 'তুমি তাহলে সত্যিই এসেছ!'

'তুমিই তো সাহায্য চেয়েছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! উত্তেজিত স্বরে ফিসফিস করে বলল সে। 'আমি সত্যিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'সেটা আমি তোমার জন্যে সত্যিই কিছু করতে না পারা পর্যন্ত স্থগিত রাখো। ওয়্যাগনে তোমার সাথে আর কে আছে?'

'আমার মা।'

'তোমার মা?' অবাক হয়ে পুনরাবৃত্তি করল হার্প। হঠাৎ যে মহিলা অ্যানিকে চড় মেরেছিল, তার কথা ওর মনে পড়ল। তারপর ভাবল ওই মহিলাই হয়ত তার মা। 'তাহলে এসবের কি মানে? তুমি সাহায্য চাইছ কেন?'

'আমি এখান থেকে, অর্থাৎ এই মরমনদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাই।'

'হুঁ, কিন্তু তোমার মা?'

'সেও একজন মরমন; মানে ধর্ম পালটে সে এখন মরমন হয়েছে। ওদের সাথেই থাকতে চায়।'

'বুঝলাম।'

'আমি আমার মায়ের সাথে ওহাইও থেকে এখানে এসেছি। মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমরা দুজন এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা, আমি মাকে ছাড়া একা কখনও থাকিনি, তাই মায়ের সাথে আমিও এখানে এসেছি। কিন্তু নিজের ধর্ম আমি কখনও ছাড়তে চাইনি।'

'বলে যাও।'

'এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না যে, আমি মরমন ধর্ম গ্রহণ করতে নারাজ। সে এখানে মরমন বিশপের সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে।'

'এবং, তুমি সেটা চাইছ না; এই তো?'

'কিছুতেই না! ওই বুড়োর আরও দুটো বউ আছে!'

'ঠিক আছে, এখন তুমি আমার থেকে কি ধরনের সাহায্য আশা করছ–কেবল তোমাকে এখান থেকে নিয়ে আর কোথাও পৌঁছে দিতে হবে?'

'ব্যস, আর কিছু চাই না,' বলল অ্যানি, 'যে কোন জায়গায় পৌঁছে দিলেই চলবে।'

'তুমি কি এতই মরিয়া হয়ে উঠেছ যে একজন স্ট্রেঞ্জারের সাথে ঝুঁকি নিতেও তোমার আপত্তি নেই?'

'যে করেই হোক আমাকে এখান থেকে বেরোতেই হবে, নইলে আমি–'

'তুমি কি এখনই যেতে প্রস্তুত?'

'এই মুহূর্তে!'

কাঁধ উঁচিয়ে মেয়েটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তকাল হার্প। আগে সে ভেবে দেখেনি এর পরিণতি কি হতে পারে। একটা সদ্য পরিচিত যুবতী মেয়ে, যাকে এই নিয়ে সে মাত্র তিনবার দেখেছে, তাকে নিয়ে এভাবে–

'অ্যানি,' পিছন থেকে মেয়েলী স্বরে কেউ ডাকল।
মেয়েটা হার্পের হাত খামচে ধরল।
'মা,' ফিসফিস করে বলল অ্যানি।
'তাহলে আমাদের তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়া ভাল,' বলল সে। 'চলে এসো!'
একসাথে দুজনে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

চার

হঠাৎ করেই সকাল এলো। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে বিদায় নিচ্ছে রাত। ভাল করে দিনের আলো ফোটার আগেই স্যামের ঘুম ভেঙে গেল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসতেই কালো ঘোড়াটা হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। ঘুরে তাকিয়ে অবিশ্বাসের চোখে দেখল আটজন রাইফেলধারী লোক ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের প্রত্যেকের চেহারার ওপর চোখ বোলাল হার্প, কিন্তু ওদের কাউকেই সে চেনে না। সবথেকে কাছে যে লম্বা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে কালো চাপদাড়ি, এবং হিংস্র কালো দুই চোখে বিদ্বেষ ঝরে পড়ছে। বাকি লোকগুলো ওর থেকে সামান্য পিছিয়ে রয়েছে। লোকটার পাশ দিয়ে অ্যানির দিকে তাকাল হার্প। মেয়েটা নিশ্চিন্তে কম্বল মুড়ি-দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

'উঠে দাঁড়াও!' দাড়িওয়ালা লোকটা আদেশ দিল।

লাথি দিয়ে কম্বল সরিয়ে উঠে দাঁড়াল হার্প। একটা লোক

পিছন থেকে এগিয়ে এসে রুক্ষহাতে ওর গানবেল্টটা খুলে নিল। আর একজন আগে বেড়ে ওর কম্বলটা সরিয়ে হার্পের রাইফেলটা তুলে নিয়ে সোজা হলো। পিছনের লোকটা হঠাৎ ওকে খুব জোরে ধাক্কা দিল। আচমকা ধাক্কায় হোঁচট খেয়ে হাঁটু আর দুই তালুতে ভর দিয়ে বেকায়দা অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ল স্যাম। দাড়িওয়ালা লোকটার সম্মতিসূচক ইশারা পেয়ে এবারে তিনজন লোক একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। দুহাতে ঘুসি চালাল হার্প, ওর ঘুসিগুলো জায়গা মতই লাগল, দুজন পড়েও গেল, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন লাভ হলো না। সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি। আক্রমণকারীরা ওকে আবার কাবু করে মাটিতে ফেলে দিল। একজনের রক্তাক্ত মুখে বুট পায়ে লাথি মারল সে। এবারে সবাই মিলে ওর হাত বেঁধে ওকে টেনে দাঁড় করাল। কালো ঘোড়াটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অনিশ্চিত পায়ে ধীর গতিতে কিছুটা আগে বাড়ল। হার্প এখনও নিষ্ফল ভাবে লড়ে চলেছে আর লাথি ছুঁড়ছে, কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। লোকগুলো টেনে-হিঁচড়ে ওর ঘোড়াটার কাছে ওকে নিয়ে গেল। বাঁধা কব্জি দুটো ঘোড়ার স্যাডল-হর্নের সাথেই ঝুলিয়ে দেয়া হলো।

'উইলকিন্‌স!' দাড়িওয়ালা লোকটা রুক্ষ স্বরে আদেশ দিল।

রুক্ষ হাতে লোকটা হার্পের শার্ট উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ছিঁড়ে ওর পিঠ অনাবৃত করল। হঠাৎ পিছন থেকে একটা চিৎকার শুনে সে বুঝল অ্যানির ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু এই অবস্থায় হার্পের ওকে সাহায্য করার কোন উপায় নেই। এবার ওর ফ্ল্যানেলের গেঞ্জিটাও ছিঁড়ে ফেলা হলো। বাতাস কেটে কান্নার মত একটা আওয়াজ তুলে গুলি ফোটার শব্দে হার্পের পিঠে একটা চাবুকের আঘাত পড়ল। নিষ্ঠুর ভাবে চাবুকের মাথাটা ওর পিঠের মাংস কেটে রক্ত বের করে আনল। ওর মাথাটা ঠেকে আছে ঘোড়ার একটা শক্ত পাদানির সাথে। চাবুকটা বারবার সশব্দে বাতাস কেটে ওর পিঠে

এসে পড়ছে। অসহ্য ব্যথা পাচ্ছে হার্প, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে একটা টুঁ শব্দও বেরোল না। চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আতঙ্কিত ঘোড়াটার সাথে বাড়ি খাচ্ছে হার্প। বিশাল ঘোড়াটা ভয়ে পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। শক্ত হাতে ওর মাথার সাজ ধরে রাখা হয়েছে। পিস্তলের গুলির মত শব্দে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে ওই চাবুক; বারবার চাবুকটা ওর পিঠ আর কোমর জড়িয়ে ধরে যেন রক্তের স্বাদ নিচ্ছে। অস্ফুট একটা চাপা ফোঁপানির আওয়াজ বেরিয়ে এলো ওর গলা দিয়ে। আবার ফুঁসে বাতাস কেটে ওর পিঠের ওপর নেমে এলো আরেকটা শক্ত আঘাত। হাঁটু ভেঙে ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ল হার্পের দেহ।

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলে উঠল দড়িওয়ালা লম্বা লোকটা।

শূন্যে উঁচানো চাবুকটা মাঝ পথেই থেমে গেল। ধরাধরি করে স্যামকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দেয়া হলো। পড়ে যাচ্ছিল সে, কিন্তু শক্ত হাতে মরমনরা ওকে উপুড় করে ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে দিল। কালো ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে ওর পাছায় শক্ত একটা চাপড় মারতেই সে ছুটতে শুরু করল।

*

ওয়্যাগন ট্রেইনে সবার আগে রাইড করছিল হেনরি লুক। কালো ঘোড়াটাকে সেই সবার আগে দেখতে পেল। ওয়্যাগনের ট্রেইনটাকে গিরিপথে না ঢুকিয়ে বাইরে রেখে সে একাই সামনে কি আছে দেখতে এগিয়েছিল। কিন্তু বুঝে দেখল তাদের ভারী ওয়্যাগনগুলোকে ওই সরু পথ দিয়ে পার করা যাবে না। ফিরে গিয়ে হেনরি ওদের ওখানেই অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে আবার সে পার হওয়ার উপযোগী অন্য কোন পথের খোঁজে দক্ষিণে এগোল। উঁচু টিলার মাথায় উঠে ওয়্যাগন পার করার মত একটা পথের সন্ধান সে পেয়েও গেল। ইশারায় ওয়্যাগনগুলোকে ওই পথেই এগোবার নির্দেশ দিয়ে ওখান থেকেই ভারী প্রেয়ারি

ওয়্যাগনগুলোকে নিরাপদে পার হতে দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল হেনরি। এটাই ছিল তাদের যাত্রার সবথেকে কঠিন অংশ। মনেমনে খুশি হয়ে উঠল সে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়েই জিনের ওপর সোজা হয়ে বসল হেনরি। যে কালো ঘোড়াটাকে সে আগেও একবার দেখেছিল, সেটা সোজা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। বড় ঘোড়াটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে স্যাডলে বসেই সে নিজের ওয়্যাগন ট্রেইনের উদ্দেশে হাঁকল। টেড আর টোবি কাছেই ছিল, ওরা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলো।

'কি ব্যাপার, হেনরি?' প্রশ্ন করল টেড।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলে আঙুল তুলে কালো ঘোড়াটাকে দেখাল সে। 'তোমার কি মনে হয়?'

ওর সঙ্গী দুজন পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে ওদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

'নিশ্চিত হয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না,' জবাব দিল টোবি। 'তবে মনে হচ্ছে ওই ঘোড়ার পিঠে যেন একটা মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে।'

'আমার কাছেও সেই রকমই দেখাচ্ছিল,' বলল টেড। 'কিন্তু নিশ্চিত হতে পারিনি বলেই কিছু বলিনি।'

'অবশ্যই ওটা একটা লোক,' অধৈর্য স্বরে বলল হেনরি। 'মনে হচ্ছে লোকটা গুলি খেয়েছে।'

'হ্যাঁ,' বলল টোবি। 'হয়ত মরেও গিয়ে থাকতে পারে।'

'হতে পারে, কিন্তু এখানে বসে জল্পনাকল্পনা করার চেয়ে কাছে গিয়ে নিশ্চিত হওয়া অনেক ভাল। চলো, যাই।'

ঘোড়ার তলপেটে স্পারের খোঁচা লাগিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছোটাল লুক। সঙ্গী দুজনও ছুটল ওর পিছনে। কালো ঘোড়াটা থেমে দাঁড়িয়েছিল; সে এবার ঘোড়সওয়ারদের দিকে মুখ তুলে দেখল। ঘোড়া থামিয়ে দুজন নিচে নেমে কাছে এগোল। টেড

ঘোড়ার পিঠেই বসে থাকল। কাছে এগিয়ে সাবধানে পিঠের ওপর থেকে ছেঁড়া শার্টটা সরাল হেনরি।

'ঈশ্বর!' বিস্মিত স্বরে বলে উঠল সে। 'দেখেছ, ওর কি অবস্থা হয়েছে?' হেনরির মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে। 'কেউ চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ওর এই হাল করেছে।'

নিজের ঘোড়াটাকে একটু একটু করে আরও কাছে নিয়ে এসে, ঝুঁকে হার্পের পিঠের অবস্থা দেখল টেড।

'ক্ষতটা থাবার আঁচড়ের মতই দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল সে। 'কোন সাধারণ চাবুকের আঘাতে এটা হয়নি।'

'টেড,' কর্তৃত্বের সুরে বলল হেনরি, 'তুমি ফিরে গিয়ে যেটাকে সামনে পাও সেই ওয়্যাগনটাই এখানে নিয়ে এসো। এই লোককে আমরা ওই ওয়্যাগনেই তুলে নেব। তাড়াতাড়ি যাও, অন্য সবাই আমরা না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।'

হার্পকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ফিরে তাকাল টোবি। 'বেঁচেই আছে লোকটা,' জানাল সে।

'অবশ্যই বেঁচে আছে। প্রথম নজরেই আমি তা টের পেয়েছি,' বলল লুক।

'এক মিনিট,' বলে উঠল টেড। 'লোকটাকে আমার চেনাচেনা ঠেকছে। ওর মুখটা একটু উঁচু করে ধরো তো?'

হেনরিও ওকে খুঁটিয়ে দেখল। 'তোমার ধারণা তুমি ওকে চেনো?'

ওর মাথাটা একটু উঁচু করে ধরল টোবি। 'ওকে চেনো তুমি?'

টেডের ঠোঁট দুটো চেপে বসল। 'আশ্চর্য ব্যাপার!' বিড়বিড় করল সে।

'মানে? তুমি ওকে চেনো?' জানতে চাইল হেনরি।

মাথা ঝাঁকাল টেড। 'ওর নাম হার্প, স্যাম হার্প। সে একজন লম্ব্যান। শুধু তাই নয়, ওর মত পিস্তলবাজিতে ওস্তাদ আমি আর

দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। ওর সাথে বিজলির ঝিলিকের একটাই তফাত, সেটা হচ্ছে বজ্রাঘাতের বদলে সে তপ্ত সীসার আঘাত হানে।'

'একজন লম্ব্যান, অ্যাঁ?' আপন মনেই বলল হেনরি। 'যাও, জলদি একটা ওয়্যাগন নিয়ে এসো।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওয়্যাগন ট্রেইনের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল টেড।

'এর অর্থ কি হতে পারে?' প্রশ্ন করল টোবি।

'ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না,' জবাব দিল হেনরি।

'তোমার কি মনে হয় এতে তোমার প্ল্যান মত সরাসরি মরমন শহরে ঢোকায় আমাদের কোন বিঘ্ন ঘটতে পারে?'

'আমার নিজেরও সেই একই প্রশ্ন মনে জাগছে,' জবাব দিল হেনরি।

'তাহলে এখন কি করবে বলে ভাবছ?'

'আমাদের ওয়্যাগনে যেহেতু নারী আর শিশুরা রয়েছে, আমার মনে হয় না কোন ঝুঁকি নেয়া আমাদের ঠিক হবে। ওদের জীবন নিয়ে খেলা আমাদের কোন মতেই উচিত হবে না। সম্ভবত ওই আহত লোকটার সাথে কথা বলে আসল ঘটনা না জানা পর্যন্ত ওই পেনফিল্ড শহর থেকে আমাদের দূরে থাকাই ভাল। ওর নামটা যেন কি?'

'টেড তো বলল, ওর নাম হার্প।'

'আমার ধারণা কোন কারণে হার্প মরমনদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল। মরমনরা সধারণত শান্তিপ্রিয় লোক, কিন্তু ওই হার্প লোকটার পিঠের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কোন কারণে ওরা খুব খেপে উঠেছিল। এখন হয়ত ওরা যাকে সামনে পাবে তাকেই মারবে। হয়ত আমাদের পিঠের চামড়াও তুলে নিতে পারে। তাই যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিত জানছি ওদের শহরে যাওয়া নিরাপদ

হবে কিনা, ততক্ষণ ওদের থেকে দূরে থাকাই ভাল। শহরটাকে এড়িয়ে আমরা ঘুরে এগোব।'

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল টোবি।

'কথাটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে। তুমি কি কাছেই কোথাও ক্যাম্প করে অপেক্ষা করার কথা ভাবছ?'

'তাই হয়ত করব। তবে আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না। হার্প কথা বলার মত সুস্থ হলেই আমরা জানতে পারব এখান থেকে আমাদের ঊর্ধ্বশ্বাসে পালানো উচিত, নাকি পেনফিল্ড শহরে ঢোকা এখনও আমাদের জন্যে নিরাপদ।'

*

এতক্ষণ যে লোকটা ওয়্যাগনের কম্বলের ওপর অসাড় হয়ে পড়ে ছিল, সে সামান্য একটু নড়ে উঠল। অবশ্য ব্যাপারটা নড়ে ওঠার চেয়ে হাত আর পায়ের পেশীতে সামান্য একটু টান পড়ার মতই দেখাল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সত্যিই নড়ে উঠল, এবং চোখের পাতা কয়েকবার নেড়ে চোখ খুলল। ওর পাশেই বসে ছিল লুক, সে হেসে বলল, 'এই তো ঘুম ভেঙেছে, এখন একটু হাত-মুখ ধুয়ে নাও – ভাল লাগবে।'

চোখের ইশারায় জবাব দিল হার্প। অত্যন্ত শক্তিশালী হাতে যত্নের সাথে ওকে একটা পানি ভরা বালতির সামনে বসিয়ে দিল হেনরি। পানি তোলার জন্যে একটা মগও এনে দিল সে। পরে কি মনে করে সে নিজেই মগে করে পানি তুলে ওর ঠোঁটের সামনে ধরল। একটু একটু করে পুরোটাই খেল হার্প। কাপড় ভিজিয়ে ওর মুখ-হাত মুছিয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'একটু ভাল বোধ হচ্ছে এখন?'

ড্রাইভিং সীটে ওয়্যাগনের ভিতর পা ঝুলিয়ে বসেছে টেড আর টোবি। হার্প কোন জবাব দেয়ার আগেই টেড় বলল, 'হাওডি, স্যাম?'

হার্প প্রথমে টোবিকে দেখে, পরে টেডের দিকে তাকাল। সাথেসাথে চিনতে পারার চিহ্ন ফুটে উঠল ওর চেহারায়। পাণ্ডুর একটু হাসিতে হার্পের ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হলো।

'হাওডি,' বলল সে।

খুশির হাসিতে টেডের দুপাটি দাঁত বেরিয়ে এলো। হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে একটা গান বেল্টে ঝুলানো দুটো ভারী কোল্ট পিস্তল উঁচিয়ে ধরল সে।

'এগুলো তোমার, তাই না?' প্রশ্ন করল টেড। মাথা ঝাঁকাল হার্প। 'ঘুরে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ এগুলো আমার চোখে পড়ল। দেখেই চিনেছি ওগুলো তোমার ছাড়া আর কারও নয়।'

হাত বাড়িয়ে বেল্টটা ওয়্যাগনের ভিতরেই একটা পেগে ঝুলিয়ে রাখল টেড।

'ভাবতে অবাক লাগে, মানুষ একটা বিশেষ ঘোড়া বা অস্ত্রের ব্যবহারে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে ঠিক ওগুলোই হাতের কাছে না থাকলে নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হয়, তাই না, হার্প?'

আবার মাথা ঝাঁকিয়ে ওর কথা সমর্থন করল হার্প। কথাটা যে কত সত্যি তা সে নিজেও ভাল করেই জানে। তার কালো ঘোড়াটা যে ওই ওয়্যাগনের পিছনেই দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে সেটা আগেই লক্ষ করেছে সে। এখন তার প্রিয় পিস্তল দুটোও ফেরত পেয়ে নিজের দেহের অবস্থা ভাল না হলেও মনটা সত্যি খুশিতে ভরে উঠেছে।

গল্প করার সুযোগ পেয়ে টেড বলে চলল, 'শাইয়্যানের ওদিকে একজনকে আমি চিনতাম, লোকটার নাম ছিল লেফটি। সেই লোক–'

'টেড,' ঘাড় ফিরিয়ে পিছন ফিরে বলল লুক।

'তুমি কিছু বলছ, হেনরি?'

'হ্যাঁ, তোমরা দুজনে গিয়ে ক্যাম্পটা একটু ঘুরে দেখে এলেই

তো পারো– একটু হাঁটাহাঁটি করা স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল।'

টেডের চেহারায় পরিষ্কার নৈরাশ্যের চিহ্ন ফুটে উঠল। 'অও, দেখার মত এই ক্যাম্পে কি আছে?' প্রতিবাদ করল সে। 'এতদিন পরে আমি আমার এক বন্ধুর দেখা পেলাম, তার সাথে মন খুলে একটু আলাপ করব, তোমার জ্বালায় তারও উপায় নেই।' গজগজ করতে করতে ওয়্যাগন থেকে নেমে গেল সে। টোবিও ওর পিছু নিল।

'ওকে এভাবে চুপ করাতে খারাপ লাগলেও আমাকে বাধ্য হয়ে এটা করতেই হয়। ও একবার কথা বলতে শুরু করলে ওকে থামানো অসম্ভব; মনে হয় শ্বাস নেয়ার জন্যেও সে থামে না।'

হার্প কোন মন্তব্য করল না।

'তোমার বুকটা ভারী হয়ে থাকলে সেটা একটু হালকা করার এটাই উপযুক্ত সময়,' বলল হেনরি। 'এতে মনটা ভাল থাকে।'

'আমার দেখাশোনা করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

হেনরি হাসল। 'সেজন্য তুমি স্বাগত। তবে তোমার থেকে ওই কথা শুনতে চাইনি আমি। আমি জানতে চাইছিলাম, তুমি এমন কি করেছিলে যেজন্যে মরমনরা খেপে গিয়ে তোমাকে এমন নির্মম ভাবে পিটাল?'

'ওহ, এমন কিছু অন্যায় আমি করিনি। আমি কেবল একটা মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মরমন ধর্ম গ্রহণ করানোয় তাকে ওই শহর ছেড়ে পালাতে সাহায্য করেছিলাম।'

'বুঝলাম, ওদের হাতে ধরা পড়াতেই তোমার এই অবস্থা করেছে ওরা। মেয়েটাও নিশ্চয় তোমার সাথেই ধরা পড়েছিল?'

'ওরা আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করেছিল।'

'তাই? হ্যাঁ, টেডের কাছে তোমার সম্পর্কে যা শুনলাম তাতে ওদেরও অক্ষত থাকার কথা নয়। তা এখন তুমি কি করবে বলে

ঠিক করেছ?'

ঠাণ্ডা ভাবে একটু হাসল হার্প।

'তোমার কি মনে হয়?'

নীরবেই কিছুক্ষণ ওকে যাচাই করে দেখল হেনরি।

'বদলা নেবে,' সংক্ষেপে বলল সে। 'তোমার আগেও অনেকে সেই চেষ্টাই করতে গেছিল, কিন্তু তাতে ফল ভাল হয়নি। হয় তারা আবার মার খেয়ে ফিরেছে, নইলে পেটে গুলি খেয়ে মরেছে।'

'বলে যাও,' বলল হার্প।

'অবশ্য মুরগির ছাল ছাড়ানোর অনেক রকম পদ্ধতি আছে। কিছু মানুষ দেরি সহ্য করতে পারে না; তারা এর পিছনে ছুটোছুটি করে অযথা নাজেহাল হয়; আবার কিছু লোক ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে কাজে এগোয়। তারা জানে একদিন না একদিন তাদের সুযোগ ঠিকই আসবে। এবং প্রায়ই দেখা যায় সুযোগ সত্যিই আসে।'

'আমার জায়গায় তুমি থাকলে কি করতে?'

'অর্থাৎ মুরগি কিভাবে ছিলতাম? নাকি মরমনদের কিভাবে জব্দ করতাম?'

'যেকোনটা, তুমি নিজের খুশি মত একটা বেছে নাও।'

'তাহলে ধরো মুরগির কথাটা আপাতত আমরা ভুলে যাই। ওদের আমি একটুও পছন্দ করি না। কিন্তু মরমনদের ব্যাপারটা আলাদা। আমি কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থকতাম। তারপর এমন কারও সাথে বন্ধুত্ব করে নিতাম যাকে বিশ্বাস করা যায়, অর্থাৎ যে আমার পিছন দিকটা দেখে রাখতে পারবে। আইডিয়াটা বুঝেছ?'

'নিশ্চয়। যোগাযোগ স্থাপন করার পর আমি গেড়ে বসতাম। আমি সব সময়েই কিছু শুরু করার আগে নিজের পা দুটো শক্ত মাটির ওপর রেখে নিতে চাই। তারপর শুরু করে একবারে কোন

বড় কাজে হাত দিতাম না। ছোটছোট কাজ করা শুরু করতাম। ছোটছোট কামড়ে একবার এখানে, পরের বার অন্যখানে ওদের ক্ষতি করা আরম্ভ করতাম। এতে কিছুদিন পরেই দেখা যেত ওরা কামড়ে কামড়ে একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।'

'আর কিছু?' প্রশ্ন করল হার্প।

কাঁধ উঁচাল হেনরি।

'জানি না, তবে তুমি যদি জানতে চাও যাকে বন্ধু হিসেবে নেয়া যায়, তেমন কাউকে আমি চিনি কিনা, সেটা ভিন্ন কথা।'

'সেটা আমার জন্যে একটা বিরাট সাহায্য হবে।'

'ঠিক আছে,' বলল হেনরি। 'অ্যানডি মিলার নামে এক লোক আছে, যার র‍্যাঞ্চ এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে; তোমার মত কেউ যদি ওর কাছে গিয়ে একটা চাকরি চায়, তাহলে সে যে কত খুশি হবে সেটা আমি জানি।'

'সত্যি?'

'অবশ্যই। তবে তোমাকে নিয়মিত বেতন দিয়ে রাখার মত ক্যাশ টাকা ওর কাছে নেই। তবে লোকটা অত্যন্ত ভাল, ওর সাথে কাজ করতে তোমার ভাল লাগবে এটা আমি হলপ করে বলতে পারি। একেবারে সহজ সরল মানুষ, কোন মানুষ বা জন্তুকে সে ভয় পায় না। সে তোমাকে যা কিছু বলবে সেটাকেই তুমি খাঁটি সত্য বলে ধরে নিতে পরো। সবথেকে বড় কথা লোকটা ভাল ভাল খাবার খাওয়ায়। এবং সে তোমাকে পুরো সমর্থন দেবে।'

'শুনে তো মনে হচ্ছে ঠিক এমন লোকই আমার দরকার ছিল। তোমরা কি ওইখানেই যাচ্ছ?'

'ওখানে না গেলেও ওই র‍্যাঞ্চের মাইল দুয়েক দূর দিয়েই আমরা যাব। তোমার ক্ষতে মলম লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, দুদিনেই তুমি সেরে উঠবে। বাকি পথ তুমি একাই যেতে পারবে। আমরা পেনফিল্ডে থামার কথা ভাবছিলাম কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্যে,

কিন্তু আমাদের এমন কিছু অভাব পড়েনি যে পরের শহরে পৌঁছে কিনলে কোন অসুবিধা হবে।'

'ওখানে কিছু না কেনাই তোমাদের জন্যে ভাল হবে, কারণ বিদেশী খদ্দেরের কাছ থেকে ওরা ডবল দাম আদায় করে। এই শার্টটার জন্যে আমাকে পাঁচ ডলার, আর রাস্তায় ঘোড়া রাখার জন্যে দশ ডলার ফাইন দিতে হয়েছে।'

'তোমার সাথে দেখা হয়ে আমাদের লাভই হয়েছে তাহলে, ওখানে কিছু কিনতে গেলে অনেক টাকা লোকসান হয়ে যেত।'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তুমি একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকো। সুস্থ হলে তুমি যখন খুশি যেতে পারবে, কেউ তোমাকে যেতে বাধা দেবে না।'

'ধন্যবাদ, আশা করি তোমাদের এই উপকারের প্রতিদান দেয়ার সুযোগ একদিন আমি পাব।'

'ওসব কথা ভুলে যাও, তোমার জন্যে আমরা যা করেছি তুমিও আমাদের জন্যে তাই করতে,' জবাব দিল হেনরি। উঠে সে যাওয়ার প্রস্তুতিতে বেল্টটা ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে বলল, 'ওদিকে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে, তাছাড়া তোমারও বিশ্রাম নেয়া দরকার। কাজ শেষ হলে পরে তোমার সাথে আবার কথা হবে।'

বেল্টটা ঠিক করে নিয়ে বেরোতে গিয়েই হেনরির মাথা ঠুকে গেল ওয়্যাগনের আড়াআড়ি বীমের সাথে। বিড়বিড় করে নিজেকেই একটা গাল দিয়ে ঘুরে হার্পের সাথে চোখাচোখি হতেই অপ্রতিভ ভাবে একটু হেসে সে বলল, 'আমি নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বের হওয়ার সময়ে বাড়ি খাওয়ার আগে কিছুতেই মাথা নিচু করার কথা মনে থাকে না। তাই বাধ্য হয়ে গাল বকেই মনের ঝাল মেটাতে হয়। আবার দেখা হবে।'

ওয়্যাগন থেকে নেমে গেল সে।

পাঁচ

সকালের বাতাসটা ঠাণ্ডা আর প্রাণবন্ত। কালো ঘোড়াটা বেশ তেজের সাথেই ছুটে এগোচ্ছে। মাঝেমাঝে ওর জোরে নাক ঝাড়ার শব্দে বোঝা যাচ্ছে ছুটতে খুব ভাল লাগছে ওর। হার্প ওর লাগামটা শক্ত হাতে টেনে ধরে ঘোড়ার গতি কমাল। একটু ক্ষুন্ন মনেই কিছুটা আক্রোশ দেখিয়ে সে শান্ত হলো।

জিনের ওপর ঘুরে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল হার্প। ওয়্যাগন ট্রেইনটার কোন চিহ্নই আর দেখা যাচ্ছে না। একটু ধুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ওয়্যাগনগুলোকে দাঁড় করিয়ে টেড, হেনরি আর টোবি ওকে কিছু দূর এগিয়ে দিয়ে গেছে। তারপর সংক্ষিপ্ত বিদায় জানিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে গেছে। ওদের সেই প্রথম আলাপের পর অ্যান্ডি মিলার সম্পর্কে আর কোন কথাই ওকে বলেনি হেনরি; আসলে এর পর থেকে মনে হয় যেন হার্পকে লোকটা একটু এড়িয়েই চলেছে। যাক, মিলারকে না চিনলেও যা ঘটার তাই ঘটবে, মারের প্রতিশোধ না নিয়ে এখান থেকে সে নড়তে নারাজ।

নিজের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করে সে নিজেই অবাক হয়ে গেছে। তার জীবনের আগেকার যত ঘটনা, যার ওপর ভিত্তি করে তার জীবন গড়ে উঠেছে – সেইসব লোক আর ঘটনা

বর্তমানে তার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় আর আবছা হয়ে গেছে। তার কাছে এখন মনে হচ্ছে যেন পেনফিল্ডে আসার আগে তার জীবনে কোনকিছুই ঘটেনি। এখন তার প্রতিটা চিন্তা কেবল ওই অভিশপ্ত পেনফিল্ড শহরটাকে ঘিরে।

এখন তার মাথায় কেবল একটাই চিন্তা। কেবল মরমন ছাড়া আর কোন ভাবনা তার মাথাতেই আসছে না। নিজের এই তীব্র ঘৃণা দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। ভাবছে আবার কবে সে ওই লোকগুলোর মুখোমুখি হবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় হার্পের ঠোঁট দুটো সরু হলো। সে যে প্রতিটা মরমনের বিরুদ্ধে এর শোধ তুলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একদিন ওই কলো চাপদাড়িওয়ালা খুদে কালো চোখের লোকটার নাগাল সে ঠিকই পাবে, এবং সেদিন কড়ায়-গণ্ডায় তার সব পাওনা হার্প শোধ করবে। ওটা যে তার জন্যে মনে রাখার মত একটা দিন হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন মনের ঝাল মিটিয়ে তার নিজস্ব কায়দায় সে সবকিছু শোধ করে দেবে।

অ্যানির চেহারাটা ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠল। ভুরু কুঁচকে সে একবার ভাবল ওই মেয়েটার ভাগ্যে কি ঘটেছে; মরমনরা কি তাকেও চাবুক দিয়ে পিটিয়েছে? সে ভাবল, তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতিশোধ নেয়ার মাত্রা হবে দ্বিগুণ।

পুব দিকে তাকাল হার্প। ওদিকে চোখের আড়ালে আছে একটা বাসন আকৃতির উপত্যকা এবং পেনফিল্ড। একদিন ওখানে সে ফিরে যাবে। মরমনদের যম হিসেবে ওর নাম আগেই পেনফিল্ড শহরে পৌঁছে যাবে। এবং ওকে দেখে মরমনদের ভয়ে কুঁকড়ে যেতে দেখে সে মনেমনে যথেষ্ট আনন্দ পাবে।

কালো ঘোড়াটা আবার এগোতে শুরু করেছে দেখে হার্পের সংবিৎ ফিরল। দেখল ক্রমাগত উপর দিকে উঠছে সে। একটা সবুজ ঘাসের কার্পেট যেন সিংহাসনের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে।

দূরে পাহাড়ের পাদদেশে কিছু ছোটছোট পাহাড়ের সমষ্টি দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা কোরাল ওর চেখে পড়ল। কোরালটা অস্বাভাবিক রকম ছোট, এবং শূন্য। হার্পের মনে পড়ল হেনরির বিবরণ মিলে যাচ্ছে– র‍্যাঞ্চটা খুব ছোট। বাম দিকে একটা চ্যাপ্টা বিবর্ণ ঘর দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের ঘর সে আগেও অনেক দেখেছে। ওদিকে একবার চেয়েই সে আঁচ করল ওটা বাঙ্কহাউস। পঞ্চাশ ফুট সামনেই বাঁক ঘুরে রয়েছে একটা অগোছাল ভাবে ছড়ানো বাড়ি। সম্ভবত ওটাই র‍্যাঞ্চহাউস। তারপর ওর চোখ হঠাৎ বিস্ফারিত হলো। বাঙ্কহাউসের ডজন ফুট দূরেই ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা লোক। কালো ঘোড়াটা আড়ষ্ট হলো। লাগাম টেনে ওকে থামাল হার্প। বাঙ্কহাউসটা এক নজর খুঁটিয়ে লক্ষ করল স্যাম। ওটার দরজাটা খোলা। জানালাটা কাঁচ বিহীন, ভাঙাচোরা কিছু কাঁচের টুকরো জানালার কাঠামোর সাথে আটকে আছে। লোকটার তলায় ঘাসের ওপর রক্ত এখন লালের বদলে খয়েরি দেখাচ্ছে। ওর ডান উরুর তলা দিয়ে একটা কোল্ট পিস্তলের বাঁট দেখা যাচ্ছে। বোঝার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হার্প। লোকটার মৃত্যুর দৃশ্যটা কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। প্রচণ্ড গোলাগুলির পর লোকটাকে পিস্তল হাতে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে ওখানেই ওকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এমন দৃশ্য সে আগেও অনেকবার দেখেছে।

হঠাৎ সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই হার্প ওখানে আরও একজনের উপস্থিতি টের পেয়ে চট করে মুখ তুলে তাকাল। দেখল পাতলা গড়নের একজন লোক ওখানে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার বয়স হয়েছে, চুল উস্কখুস্ক, রোদে পোড়া গায়ের রং। লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে হার্পের দিকে চেয়ে রাইফেলটা সামান্য উঁচু করে ধরল।

'তুমি আবার কোন জাহান্নাম থেকে এলে?' জানতে চাইল সে।

'আমি অ্যান্ডি মিলার নামে একজনের খোঁজে এসেছি।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে সে রুক্ষ স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, খুঁজতে এসেছিলে, তোমার খোঁজা শেষ হয়েছে, এবার মানে-মানে ফিরে যাও।'

কিন্তু স্যাম হার্প একটুও নড়ল না।

'হেনরি লুক ওই লোকের অনেক প্রশংসা করেই আমাকে এই র‍্যাঞ্চে পাঠিয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি সে আমাকে ভুল জায়গায় পাঠিয়েছে। সে যেমন বলেছিল তেমন তুমি নও।'

'কি, কার কথা বললে তুমি?'

'হেনরি লুক,' নামটার পুনরাবৃত্তি করল হার্প।

'আমারও মনে হয়েছিল যেন ওই নামই তুমি বলেছ। আমি খুব দুঃখিত, মিস্টার, না জেনে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছি। কিন্তু বর্তমানে আমার খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। আমি নিজেকে এখনও সামলে উঠতে পারিনি। নিচে নেমে ভিতরে এসো।'

'ধন্যবাদ।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল হার্প। অ্যান্ডি ওর দিকে এগিয়ে এসে লাশটার দিকে চেয়ে দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল, তারপর হার্পের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

হার্প মন্তব্য করল, 'মনে হচ্ছে এদিকে বেশ কিছু অঘটন ঘটে গেছে। রেইডাররা কি তোমাদের আচমকা আক্রমণ করেছিল?'

মাথা ঝাঁকাল মিলার। 'মরমনদের কাজ,' কঠিনস্বরে বলল সে। 'ঘুমন্ত অবস্থায় ওরা আমাদের আক্রমণ করেছিল। জেরেমি ঘুম থেকে জেগেই ওদের মোকাবিলায় ছুটে বেরিয়ে এসে ওখানেই ওদের গুলিতে মারা পড়েছে।'

'বেচারার দুর্ভাগ্য।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যান্ডি।

'এটা কি ব্যক্তিগত লড়াই, নাকি যেকেউ এতে যোগ দিতে পারে?' প্রশ্ন করল হার্প।

র‍্যাঞ্চার তীক্ষ্ণ চোখে স্যামকে কিছুক্ষণ যাচাই করে দেখল।

'জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গিয়ে থাকলে, কিংবা পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগলে যেকেউ যোগ দিতে পারে,' জবাব দিল অ্যান্ডি। 'তুমি কি এরই মধ্যে জীবনের মায়া হারিয়ে ফেলেছ?'

'না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কিন্তু তুমি আমার জন্যে কোন দুশ্চিন্তা কোরো না; আমি নিজেরটা নিজেই সামলাতে জানি।'

'এই এলাকায় মানুষকে ঠিক তাই করতে হয়, বাছা, এই কঠিন দেশে মানুষকে জীবিত টিকে থাকতে হলে তাই করতে হয়।'

'সেটা তো পশ্চিমের যেকোন এলাকার জন্যেই সত্যি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল স্যাম। 'সব মরমনরাই কি র‍্যাঞ্চারদের সাথে এই রকম ব্যবহারই করে?'

'আর কারও কথা আমার জানা নেই। কেবল জানি ওরা আমার সাথে কি করছে। তুমি জানো এটা মরমন এলাকা – ওরা অন্তত তাই মনে করে। আমি যে এখানে আর সবার থেকে আগে থেকেই আছি তার কোন দামই ওদের কাছে নেই। এখান থেকে আমাকে তাড়াবার জন্যে ওরা অনেক দিন থেকেই আমার পিছনে লেগে আছে। ওরা আমার সব গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, আমার যেসব কর্মচারী ছিল তাদের সবাইকে হত্যা করেছে, আর আমাকে–'

'একা পেয়ে ওরা ভাবছে এবার তোমাকে ঠিক মত জায়গাতে পেয়েছে, এই তো?'

'ঠিক তাই।'

'এখন তুমি কি করবে বলে ভাবছ?'

'ওরা আমাকে তাড়াতে না পারা পর্যন্ত এখান থেকে নড়ব না!'

'সাহস আছে তোমার! সঙ্গী চাও?'

'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, আমার সাথে যোগ দেয়া আর যেচে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা একই কথা।'

'আমিও তেমনি তোমাকে আগেই জানিয়েছি, অ্যান্ডি, এসব ঝুঁকি নিতে আমি অভ্যস্ত।'

লম্বা লোকটাকে অ্যান্ডি আবার খুঁটিয়ে দেখল। ওর চোখ দুটো হার্পের উরুর সাথে বাঁধা পিস্তলগুলোর ওপর কিছুক্ষণ থমকাল।

'তোমার কোমরে ঝোলানো কোল্টদুটো যথেষ্ট ক্ষমতাবান বলেই মনে হচ্ছে,' শেষে মন্তব্য করল অ্যান্ডি।

'ঠিক আছে, আমার কথা ভুলে যাও– মনে করো তুমি আমার গানদুটোই ভাড়া করছ। আমি কেবল ওগুলো বয়ে বেড়াই মাত্র।'

'তুমি যদি সেটাই চাও, তাই হবে। ও, হ্যাঁ – তুমি কত টাকা বেতন পাবে বলে আশা করছ?'

'কোন বেতনের আশায় আমি চাকরি নিইনি,' বলল হার্প।

র‍্যাঞ্চারের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল।

'আমি তোমার প্রস্তাবে খুশি মনেই রাজি, মিস্টার, তবে তোমার এমন শর্তে কাজে যোগ দেয়ার কোন কারণ আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'মরমনদের আমি পছন্দ করি না।'

'ভাল কারণ হিসেবে ওই একটাই যথেষ্ট। তোমার নামটা যেন কি বললে?'

'সেটা এখনও বলিনি।'

'ওহ্?'

'আমার নাম হার্প, স্যাম হার্প।'

'ও, হ্যাঁ, আরও একটা কথা, যেটা তোমাকে আমার আগেই

জানানো উচিত। সেটা হচ্ছে আজ বিকেলেই মরমনরা আবার আক্রমণ করতে আসবে।'

'ঠিক আছে– ওদের আসতে দাও।'

'জেরেমির ব্যাপারে তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে?' লাশের দিকে এগোবার মাঝেই ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করল অ্যান্ডি।

কোমরের বেল্টটা একটু ঠিক করে নিয়ে এগিয়ে গেল হার্প।

দিনটা ধীরে ধীরে কেটে বিকেলের দিকে এগিয়ে চলেছে। র‍্যাঞ্চের কাজ সামান্যই বাকি ছিল, সেগুলো শেষ করে আপাতত আর কিছুই না করে ওরা এখন মরমনদের প্রত্যাশিত আক্রমণের অপেক্ষায় আলসেমি করে সময় কাটাচ্ছে। ওরা কিছুক্ষণ আলাপ চালিয়ে শেষে যার যার আপন চিন্তায় ব্যস্ত হলো।

তারপর আবার ওদের মধ্যে কথা শুরু হলো। র‍্যাঞ্চহাউসের নিচের ধাপে বসে ওরা কথা বলছে। অ্যান্ডি তার বিগত জীবনের একটা মজার ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে। হঠাৎ কথা থামিয়ে মুখ তুলে চেয়ে কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করল সে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল হার্প।

'মনে হলো যেন একটা শব্দ শুনলাম।'

'কিসের শব্দ?'

'ঘোড়ার খুরের মত।'

জায়গা থেকে নড়ল না কেউ, দুজনেই কান পেতে এক মিনিট শুনল, তারপর অ্যান্ডি উঠে দাঁড়াল। ওর চেহারা গম্ভীর দেখাচ্ছে।

'এটা ওদেরই খুরের শব্দ,' বলল সে। 'শুনতে পাচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকাল হার্প।

'ওঠো, ওদের অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নিই।'

হার্প উঠে দাঁড়াল। দূর থেকে আসছে দ্রুত ছুটে এগিয়ে আসা অনেকগুলো খুরের প্রতিধ্বনি। অ্যান্ডির পিছন পিছন সে বাড়ির ভিতর ঢুকল। র‍্যাঞ্চার তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বল্টু এঁটে

দিল।

'পিছনের দরজাটার কি হবে?' জানতে চাইল স্যাম।

'ওটা গতকাল থেকেই আটকানো আছে,' জবাব দিল অ্যান্ডি। সকালেই সে তার রাইফেলটা গুলি ভরে দরজার পাশে তৈরি করে রেখেছিল। ওটা তুলে নিয়ে হার্পের দিকে ফিরল সে।

'তুমি জানালাটা কাভার করো, আমি দরজা সামলাচ্ছি।'

পাথরের সাথে ঘোড়ার নালের ঠোকাঠুকির শব্দ ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে। পিস্তল দুটো বের করে ওকে যে জানালাটা দেখানো হয়েছে সেটার পাশেই ঝুঁকে তৈরি হয়ে পজিশন নিল হার্প। ওটা দরজা থেকে সম্ভবত আট ফুট দূরে। ছুটন্ত ঘোড়ার খুর থেকে ওড়া ধুলো ধীর গতিতে আকাশের দিকে উঠছে। জানালার পাশ থেকে ধুলো দেখতে পাচ্ছে হার্প। আড়চোখে সে দেখল অ্যান্ডি রাইফেল হাতে আড়ষ্ট হয়ে কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে। একজন ঘোড়সওয়ার ঝড়ের গতিতে জানালার পাশ দিয়ে ছুটে পার হয়ে গেল। চট করে ঘুরে হার্প লোকটাকে বাঁক নিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের আড়ালে অদৃশ্য হতে দেখল। একটু পরেই লোকটা আবার ফিরে এলো; ওর সাথে আর একজনকে দেখা গেল। তারপর আরও ছয়জন একসাথেই দেখা দিল। ওরা ঠিক র‍্যাঞ্চহাউসের দরজার মুখোমুখি ঘোড়া থামাল। নিচে নেমে নিজেদের ঘোড়ার পাশেই এক মুহূর্ত দাঁড়াল। হার্পের চোখ একে একে ওদের চেহারা দেখে একটু হতাশ হলো। ওদের কাউকেই সে এর আগে দেখেনি।

'মিলার!' কর্তৃত্বের স্বরে চিৎকার করল ওদের একজন।

র‍্যাঞ্চার কোন উত্তর দিল না। হার্পের দিকে তাকাল সে।

'ব্যাপারটা আমাকেই সামলাতে দাও,' প্রস্তাব দিল স্যাম।

'না,' হ্যাঁকড়ার মত মাথা নেড়ে বলল সে।

মাথা ফিরিয়ে আবার লোকগুলোর ওপর নজর রাখল হার্প।

সে ওদের কিছু করার অপেক্ষায় আছে। প্রায় সাথেসাথেই সেটা ঘটল। ওদের ভিতর থেকে একজন টাক মাথা লোক তার শার্টের হাতা গুটিয়ে শক্তিশালী হাতদুটো বের করে ধীর পায়ে হেলেদুলে এগিয়ে এল।

'একটা বড় ভালুকের মত,' বিড়বিড় করল হার্প। কোল্টের বাঁটে ওর হাত শক্ত হয়ে এঁটে বসল।

লোকটা সঙ্গীদের দিকে একবার চেয়ে দেখে সামনে এগোল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে দরজার হাতল ঘুরাল। দরজাটা খুলল না দেখে সে দরজার ওপর প্রচণ্ড একটা লাথি মারল।

'মিলার!' ক্রুদ্ধ স্বরে আবার চিৎকার করল সে।

'মনে হচ্ছে জবাব দেয়াই ভাল,' নিচু স্বরে বলল হার্প।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে সে সাড়া দিল, 'কি বলছ?'

'ও, তাহলে তুমি এখনও এখানেই আছ? বেরিয়ে এসো!'

'আমি এখান থেকে নড়ছি না। আমাকে বের করতে হলে সেটা তোমাকেই করতে হবে, ডেভিড!'

'হারামজাদা, তোকে–' একটু পিছিয়ে গিয়ে পিস্তল বের করেই দরজা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল সে।

হার্প আর দেরি করল না; র‍্যাঞ্চারকে মেরে ফেলাই যে ওদের উদ্দেশ্য এটা বুঝতে ওর আর বাকি নেই। লোকটাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিল সে।

বুকে গুলি খেয়ে সিঁড়ির ওপরই মরে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ল ডেভিড। হার্ট ফুটো হয়ে গেছে ওর। বাকি সাতজন মরমনই একসাথে দরজা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। র‍্যাঞ্চারের সাথে যে আর কেউ থাকতে পারে এটা ওদের মাথায় আসেনি। হার্পের অব্যর্থ গুলিতে ওদের আরও তিনজন ধরাশায়ী হলো। বাকি দুজন বেগতিক দেখে চট করে ঘোড়ায় চড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে হার্পের পিস্তল রেঞ্জের বাইরে চলে গেল। ওদের যেতে দিল

সে।

এতক্ষণে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল আহত মিলার দুহাতে পেট চেপে ধরে মেঝের ওপর পড়ে আছে। দরজাটা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে অ্যান্ডির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল স্যাম। ওর হাত সরিয়ে দেখল পেটে গুলি লেগেছে; বাঁচার কোন আশা নেই।

অ্যান্ডিকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিল হার্প।

র‍্যাঞ্চার বলল, 'গুলি খেয়ে পড়ে গিয়ে আমি আর কিছু দেখতে পাইনি। লড়াইয়ে কি ঘটল?' জানতে চাইল সে।

'ওদের চারজন মরেছে, বাকি দুজন ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে। পিঠে গুলি করে কাউকে মারি না আমি। তাই ওদের যেতে দিয়েছি।' শুনে খুশিতে র‍্যাঞ্চারের চোখ চকচক করে উঠল।

'জানি মারা যাচ্ছি, কিন্তু দৃশ্যটা নিজের চোখে না দেখলে মরেও শান্তি পাব না আমি। দরজাটা খুলে দাও, প্লীজ।'

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল হার্প। বিছানায় শুয়েই বাইরের সবটা দেখতে পাচ্ছে অ্যান্ডি। ওর চোখে প্রশান্তি।

'তুমি যোগ্য লোকই বটে। তোমার হাতেই এই র‍্যাঞ্চের সমস্ত ভার আমি তুলে দিচ্ছি, তুমি কেবল কথা দাও এটা মরমনদের হাতে কখনও তুলে দেবে না।'

লোকটার মনের অবস্থা বুঝেই সে বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি, সেটা আমার জীবন থাকতে কোনদিনই ঘটবে না।'

লোকটা আশ্বস্ত হলো বটে, কিন্তু মরণ যন্ত্রণায় ওর মুখ বিকৃত হলো। কাবার্ড থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করে বেশ কিছুটা নির্জলা মদ অ্যান্ডির গলায় ঢেলে দিল সে। এতে ওর অনেকটা কষ্টের উপশম হবে। পেটে গুলি খেলে মানুষ অনেকক্ষণ কষ্ট পেয়ে ভুগে মারা যায়। বোতলটা অ্যান্ডির পাশেই সাইড-টেবিলে রেখে আবার দরজার কাছে এগিয়ে গেল হার্প। মরমন দুজনের ছুটে পালানোর খুরের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। মৃত

লোকগুলোর ঘোড়াগুলোও গোলাগুলির শব্দে আর রক্তের গন্ধে ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়েছে। গোলাগুলির ধোঁয়া ধীর গতিতে উপরে উঠছিল, হঠাৎ একটা বাতাসের ঝাপ্টায় ওটা অদৃশ্য হলো।

ফিরে এসে সে দেখল অ্যান্ডি মারা গেছে। যাক, লোকটাকে বেশি কষ্ট পেতে হয়নি।

ছয়

অ্যান্ডির মৃত্যুর পরে তিনটে নিরানন্দ দিন কেটে গেল। নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না। র‍্যাঞ্চারকে কথা দেয়ার পর ওখানে থেকে একাই র‍্যাঞ্চ চালিয়ে যাচ্ছে সে। সন্দেহ নেই মরমনরা আবার ফিরে আসবে। এবং পরেরবার যখন আসবে দল ভারী করেই আসবে। সে কিছুক্ষণ ওদের ঠিকই ঠেকাতে পারবে বটে, কিন্তু দলে ভারী হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ওদেরই জিত হবে। র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়াও কাপুরুষের মত কথার খেলাপ করা হবে; যেটা ওর পক্ষে অসম্ভব। মরমনদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তার চোখের সামনেই লোকটার মৃত্যু ঘটেছে। মরার আগে ওকে সে যে কথা দিয়েছে সেটা ভঙ্গ করা হার্পের পক্ষে অসম্ভব।

যদিও সে জানে মরমনরা যেকোন সময়ে ফিরে আসতে পারে, তবু ঝুঁকি নিয়ে আজ র‍্যাঞ্চ ছেড়ে প্রথমবারের মত বেরোল। কালো ঘোড়াটা এত দিন আবাধ্য থাকার পরে ছোটার সুযোগ পেয়ে মহা আনন্দে ছুটল।

সব থেকে বড় টিলাটার মাথায় উঠে চারপাশে কোথায় কি আছে তা ভাল করে চিনে রাখার জন্যে ঘোড়া থামাল হার্প। নিচের দিকে চেয়ে দেখল দুটো প্রেয়ারি ওয়্যাগন যতটা সম্ভব দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। ওরা এত দ্রুত ছুটছে যে ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে এপাশ-ওপাশ দুলছে; ওয়্যাগনগুলো যেকোন সময়ে উল্টে যাওয়ার ভয় রয়েছে। পরক্ষণেই এর কারণ বুঝতে পারল সে। দুপাশ থেকে দুজন রাইডার পিছনের ওয়্যাগনটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। ধুলোর পিছনে লুকানো শত্রুর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে দশ-বারোজনের একটা দলে পরিণত হলো। আগুনের ঝিলিক দেখে বোঝা যাচ্ছে, যাদের তাড়া করা হচ্ছে তারাও পাল্টা গুলি ছুঁড়ছে। অ্যান্ডির রাইফেলটা হার্পের ডান পায়ের কাছে খাপে ভরা ছিল। ওটা মসৃণ গতিতে ওর হাতে উঠে এল। গোলাগুলির লড়াই দেখে অভ্যস্ত কালো ঘোড়াটাকে হার্পের কোন নির্দেশ দিতে হলো না। স্যামকে রাইফেল হাতে নিচে নামতে দেখে সে নিজে থেকেই ঢালের ওপাশে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

ওয়্যাগন দুটো এখন হার্পের থেকে মাত্র দুশো ফুট দূরে; মাথা থেকে হ্যাট খুলে অনবরত ওটা নেড়ে ওদের দ্রুত এগিয়ে আসতে ইশারা করছে সে। দেখল সামনের ড্রাইভার তার ঘোড়াগুলোকে আরও জোরে ছুটাবার চেষ্টায় চাবুকটাকে ঘুরিয়ে ঘোড়ার মাথার কাছে পিস্তলের গুলির মত আওয়াজ তুলে ফোটাল। ওরা এগিয়ে আসছে, বোঝায় ভারী ওয়্যাগনগুলো বারবার বিপজ্জনক ভাবে কাত হয়েও এগিয়ে আসছে। টিলার ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে এলো ওরা। ঘোড়াগুলো টিলার মাথায় উঠে একটু বিশ্রাম নিতে থামল। সামনের ওয়্যাগন ড্রাইভারের পাশে দুজন বনেট পরা মেয়ে বসে আছে। দুজনের চেহারাই ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। আতঙ্কিত চোখে ওরা সাহায্যের আশায় হার্পের দিকে চেয়ে আছে।

'সোজা ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাও,' র‍্যাঞ্চহাউসটা দেখিয়ে ড্রাইভারদের নির্দেশ দিল হার্প। 'ওয়্যাগন দুটোকে ঘুরিয়ে বাড়ির পিছনে নিয়ে রেখো। জলদি করো!' তাড়া দিল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ড্রাইভার দুজন অর্ধেক দূর ব্রেক টেনে দিয়ে হার্পকে সাহায্য করতে রাইফেল হাতে নিচে নামল। এখন আর বেশি দ্রুত নিচে নেমে ওয়্যাগন উল্টে যাবার ভয় থাকল না। এখন মেয়েরা নিজেরাই ওয়্যাগন চালিয়ে নিচে নেমে যেতে পারবে। এতক্ষণে ধাওয়াকারী লোকগুলোও ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। ওরা থেমে দাঁড়িয়ে হার্পের দিকে তাকাল। ওকে একা দেখে আবার এগোল। ওরা জানে না যে ড্রাইভার দুজন আগেই ঢালের আড়ালে পজিশন নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছে। হার্পও একটা পাথরের আড়াল নিয়ে শুয়ে তৈরি থাকল।

'ওরা ঢাল বেয়ে অর্ধেক পথ না আসা পর্যন্ত তোমরা কেউ গুলি ছুঁড়ো না,' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল স্যাম। 'আমি গুলি ছোঁড়ার আগে তোমরা কেউ গুলি ছুঁড়তে যেয়ো না।'

'ঠিক আছে,' ওদের একজন জবাব দিল। 'তোমার কথা মতই কাজ হবে।'

ওরা স্পারের খোঁচায় ঘোড়া দাবড়ে উপরে উঠে আসছে। ওরা ঠিক তিরিশ ফুট দূরে থাকতে সঙ্গী দুজনের উদ্দেশে বলল, 'ঠিক আছে, এবার ওদের ভাল মত একটা শিক্ষা দিয়ে দেবে!'

কথাটা শেষ করেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল হার্প। একই সাথে ড্রাইভাররাও ওর সঙ্গে যোগ দিল। রাইফেল নামিয়ে এবার নিজের কোল্ট দুটো বের করল হার্প। বিদ্যুৎ গতিতে গুলি ছুঁড়ে চলেছে সে। টেড একটুও বাড়িয়ে বলেনি; পিস্তলে ওর হাত সত্যিই অত্যন্ত চালু। প্রথম বর্ষণেই অগ্রগামী চারজন ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে নিচে পড়ল; দুটো ঘোড়াও আহত হলো। আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোর এই মরণ ফাঁদ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টায় খুরের

তলায় লোকগুলো থেঁতলে গেল। কোনদিকে পালালে যে বাঁচা যাবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ওরা। বাকি চারজন প্রতিশোধ নিতে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এগিয়ে আসছে। এবার পিস্তল দুটো খাপে ভরে, আবার পাশেই মাটিতে-রাখা রাইফেলটা তুলে নিল হার্প। ওর সঙ্গীরাও গুলি ছুঁড়ছে বটে, কিন্তু একটাও টার্গেটে লাগছে না। আরও দুটো গুলি ছুঁড়ল স্যাম। ওদের একজন স্যাড্ল থেকে উল্টে নিচে পড়ল; বাকি তিনজন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে পালাল।

'হোল্ড ইট!' ড্রাইভার দুজনকে থামাল হার্প। 'যারা পালাচ্ছে, তাদের যেতে দাও। পিছন থেকে কাউকে গুলি করে হত্যা করাটা ঠিক হবে না।'

গোলাগুলি বন্ধ করল ওরা। বাতাসে গোলাগুলির ধোঁয়া কেটে যাওয়ার পর সামনের দৃশ্যটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুটো ঘোড়া আর পাঁচটা লাশ পড়ে আছে ঢালের ওপর। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে তিনটে লোক আর তিনটে সওয়ারবিহীন ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। পিস্তল হাতে উঠে দাঁড়াবার পর থেকে সামনা-সামনি দাঁড়িয়েই লড়েছে হার্প। এবার ঢালের আড়াল থেকে বেরিয়ে লোক দুজন নীরবেই ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

ওদের একজন বলল, 'ওই লোকগুলোকে কবর দেয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ত আমাদের করা উচিত।'

'না,' কঠিন স্বরে বলল স্যাম। 'ওই ঘোড়া দুটোকে আমরা কবর দেব, কিন্তু ওরা ওখানেই পড়ে থাকবে। যারা মেয়েদের বিরুদ্ধে লড়তেও দ্বিধা করে না, আমার কাছে তাদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই। ওরা শকুনের জন্যেই উপযুক্ত খাবার।'

কেবল ঘোড়া দুটোকে পাথর চাপা দিয়ে কবর দিয়ে ওরা র‍্যাঞ্চের পথ ধরল। কালো ঘোড়াটার কাঁধ চাপড়ে ওকে একটু আদর জানাল হার্প। সে লক্ষ করল বাঙ্কহাউস পার হওয়ার সময়ে

ওটার গুলিতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে একটা বিব্রত দৃষ্টি বিনিময় হলো। ব্যাপারটা লক্ষ করার পর সে বুঝল যে অ্যান্ডির সব কথা ওই লোকগুলোকে জানানো একান্ত প্রয়োজন। একটা মেয়ে র‍্যাঞ্চের দরজায় এসে দাঁড়াল। ওর চেহারা শঙ্কিত; চোখে প্রশ্ন।

'সব ঠিক আছে তো?' উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল সে।

মাথা ঝাঁকাল হার্প।

'ওদের যারা বেঁচে ছিল তারা পালিয়ে বেঁচেছে,' জানাল সে।

মেয়েটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

'আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

হার্পকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ড্রাইভারদের একজন বলে উঠল,'আমাদের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি। গুলি ছোঁড়ায় এমন ওস্তাদ আমি আর দেখিনি। সে একাই দুহাতে পিস্তল চালিয়ে ওদের চারটে লোক আর দুটো ঘোড়াকে আমাদের চোখের সামনেই নিমেষে মেরে ফেলল; তারপর রাইফেল তুলে নিয়ে ওদের আরও একজনকে মারতেই বাকি তিনজন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে পালাল।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল মহিলা।

'আমরা তো মনে করেছিলাম আজই আমাদের সবাইকে মরতে হবে। তোমার সাহায্য না পেলে সত্যিই আজ আমাদের মরতে হত। তোমাকে আমি অন্তর থেকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'আমার জায়গায় আর কেউ থাকলে সেও তাই করত,' জবাব দিল হার্প।

'হয়ত। যাক সে কথা, তোমাকে কিন্তু আমাদের আরও কিছু উপকার করতে হবে।'

'আমার সাধ্যে কুলালে আমি নিশ্চয় তা করব।'

'কয়েকটা দিন আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা তোমাকে

করে দিতেই হবে। আমাদের সাথে দুটো পোয়াতি মেয়ে রয়েছে যাদের যেকোন সময়ে বাচ্চা হয়ে যেতে পারে, এই অবস্থায় ওদের পক্ষে ওয়্যাগনে ট্র্যাভেল করা অসম্ভব। তুমি যদি দয়া করে কয়েকটা দিন আমাদের এখানে থাকার অনুমতি দাও তাহলে ওরা বেঁচে যাবে। ওদের একজনের তো তোমার বৈঠকখানাতেই বাচ্চা হয়েছে! অন্য মেয়েটারও দু-তিনদিনের মধ্যেই বাচ্চা হবে।'

*

অ্যান্ডির ফুরিয়ে-আসা ভাঁড়ার আর জিমি কেমেরোর ওয়্যাগন থেকে যথেষ্ট খাবার এনে সাপার তৈরি করে খাওয়া হলো। জিমি তার স্ত্রী আর নবজাত শিশুকে সঙ্গ দিতে অ্যান্ডির পরিত্যক্ত ঘরে ঢুকল। আপাতত ওটাই ব্যবহার করছে ওরা। তিনটে কামরার মধ্যে দ্বিতীয়টায় ল্যারি জুড আর তার স্ত্রীর জন্য ছেড়ে দিয়েছে হার্প। প্রচণ্ড উত্তেজনাময় একটা দিন কাটাবার পর ওরাও বিশ্রাম নিতে বিছানায় গেল। ওয়্যাগনের বাকি দুজন রাইডার, জেরি লেক আর পিট লেস্টার কোরালের সবথেকে উঁচু বারের ওপর হার্পের সাথে যোগ দিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সেইসাথে অন্ধকার ছায়াগুলোও লম্বা হচ্ছে।

'আমরা মরুভূমির পথে রওনা হওয়ার সময়ে শুনেছিলাম এটা অ্যান্ডি মিলারের র‍্যাঞ্চ,' মন্তব্য করল জেরি। নড়েচড়ে নিচের রেইলে আংটার মত করে বুট আটকে একটু আরাম করে বসল সে। 'তারপর মরমনরা যখন আমাদের আক্রমণ করল, তখন আমি কেমেরোকে সোজা এই র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে ছুটতে বললাম। কিন্তু এটা যে ঠিক কোথায় তা আমাদের কারও জানা ছিল না। ভাগ্যিস তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল, নইলে এটা হয়ত আমরা সময় মত খুঁজেই পেতাম না।'

'হ্যাঁ,' বলে উঠল পিট, 'আমরা এটা খুঁজে পাওয়ার আগেই ওরা আমাদের গুলি মেরে ঝাঁঝরা করে ফেলত।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবছে পিট।

'জানো, জেরি?' বলল সে, 'আমি ভাবছি, আমরা আমাদের পিছন দিকে যাদের ওয়্যাগনের ট্র্যাক দেখেছিলাম তাদের কি হলো। ওই ওয়্যাগন ট্রেইনটাতো আমাদেরই পিছন পিছন ট্রেইল করে এগোচ্ছিল। কিন্তু পরের দিকে ওদের ট্রেইল আমি আর খুঁজে পাইনি।'

'তাহলে কি তোমার মনে হয়, হয়ত মরমনরাই ওদের শেষ করে ফেলেছে?'

'হুম, বলা যায় না, হয়ত তাই ঘটেছে,' জবাব দিল সে। ওকে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে।

'আচ্ছা, শান্তিপ্রিয় ধর্মের মরমনরা হঠাৎ করে এভাবে ওয়্যাগন ট্রেইনের ওপর হামলা চালাতে শুরু করল কেন?' প্রশ্ন করল হার্প।

'ও, তুমি খবর পাওনি? ওদের মধ্যে এখন দুটো ভাগ হয়ে গেছে। ওদের একটা দল দাঙ্গাপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ওরা জিম ব্রিজারের দলকে যুদ্ধ করে হারিয়ে ফোর্ট ব্রিজার দখল করে নিয়েছে।'

'আমরা এটাও শুনেছি,' বলে উঠল পিট, 'যে ওদের ধর্ম প্রচারক যাজকদের ওহাইও আর আরকেনসও শহরে পাইকারি হারে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে। হয়ত এর বদলা নিতেই ওরা এমন জুলুম শুরু করেছে।'

'হতে পারে,' বলল হার্প। 'কিন্তু এজন্যে মেয়েদের ওপর ওরা হামলা চালাবে এটা আমি কিছুতেই সহ্য করব না! এখনও আমার আসল কাজ আমি শুরুই করিনি। ওদের ভাল মত একটা শিক্ষা দিতে না পারলে আমার শান্তি নেই।'

নিচে নেমে দাঁড়াল হার্প। 'অন্ধকার হয়ে আসছে,' বলল সে, 'মনে হয় র‍্যাঞ্চহাউসের কাছাকাছি থাকাটাই আমাদের উচিত। বলা যায় না আজ রাতেও ওরা আবার হামলা চালাতে পারে।'

মাঝরাতের দিকে র‍্যাঞ্চহাউসের তৃতীয় কামরায় হঠাৎ চমকে জেগে উঠল হার্প। বাঙ্কহাউসে শোয়া জেরি আর পিটেরও একই সময়ে ঘুম ভাঙল। দূর থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল হার্প। চাঁদের আলোয় দেখতে পেল বাঙ্কহাউস থেকে পিট আর জেরিও বেরিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে।

'ওই রাইফেলের গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?' প্রশ্ন করল পিট।

'ওই শব্দেই আমার ঘুম ভেঙেছে,' বলল হার্প। 'ওদিকে কি ঘটছে বলে তোমার ধারণা?'

'জানি না। কিন্তু জেরি সন্দেহ করছে, যে ওয়্যাগন ট্রেইনটা আমাদের পিছন পিছন আসছিল, তাদেরই কোন বিপদ ঘটেছে। ওটা হঠাৎ আমাদের চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছিল।'

'আমার তো মনে হয় তাই ঘটেছে,' বলল জেরি।

'এখন আমাদের কি করা উচিত, হার্প?' প্রশ্ন করল পিট।

'ঘোড়ায় জিন চাপাও। আমি র‍্যাঞ্চহাউসে গিয়ে কেমেরো আর জুডকে জাগিয়ে দিচ্ছি। আমরা বেরিয়ে গেলে ওরা পাহারায় থাকবে।'

দুমিনিটের মধ্যেই ওরা র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল ওরা তিনজন।

'আমাদের প্ল্যানটা কি হবে?' প্রশ্ন করল পিট।

'আমরা ওদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করব। অন্ধকারে ওরা বুঝতে পারবে না আমরা সংখ্যায় কতজন। আমার বিশ্বাস ওরা আমাদের আচমকা আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়ে দ্রুত চম্পট দেবে।'

'হ্যাঁ, তোমার আইডিয়াটা ভাল। আমার মনে হয় এতে কাজ হবে,' স্বীকার করল জেরি।

'ওখানে এখনও গোলাগুলি চলছে,' মন্তব্য করল পিট।

'আমরা কি সোজা এগিয়ে যাব?' জানতে চাইল জেরি।

'আমার মনে হয় প্রথমে ওই বড় টিলাটার ওপর ওঠাই আমাদের জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হয়ত ওখান থেকে নিচে কি ঘটছে তার কিছুটা আমরা দেখতে পাব,' প্রস্তাব দিল হার্প।

ওরা দুজনেই মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন জানাল।

টিলার মাথায় ওঠার সময়ে স্বভাবতই ওদের চলার গতি কিছুটা ধীর হলো। টিলার মাথায় উঠে রাতের ক্ষীণ আলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল।

'ওই যে ওইখানে দেখো,' আঙুল তুলে দিক নির্দেশ করল হার্প। 'বামদিকে গুলির ঝিলিকগুলো দেখতে পাচ্ছ?'

জেরি লেক তার ঘোড়াটাকে হার্পের কাছে এনে নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি আমি!'

'ঘটনা বেশ অনেকটা দূরে ঘটছে,' বলল পিট, 'তাই না?'

'হ্যাঁ, এখান থেকে প্রায় মাইল দুই দূরে হবে,' আঁচ করল হার্প। স্যাম তার ঘোড়ার লাগাম শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

হার্পের মতলবটা আগে থেকেই জেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে জেরি প্রশ্ন করল, 'তোমার প্ল্যানটা কি?'

'আমরা ডান দিক দিয়ে ঘুরে ওদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করব। প্রথম দিকে আমরা যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগিয়ে পরে প্রচণ্ড বেগে ধাওয়া করে হামলা চালাব। প্রথম চোটেই আমরা যদি ওদের চার-পাঁচজনকে ঘায়েল করতে পারি তাহলে ভাববে ওরা ফাঁদে পা দিয়েছে। এবং ক্রস-ফায়ারে পড়ে এবার সবাইকেই মরতে হবে। তখন ওদের লেজ তুলে ছুটে পালানো ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না।'

'আমার কাছে তো বুদ্ধিটা ভাল বলেই মনে হচ্ছে,' বলল পিট। 'তোমার কি ধারণা, জেরি?'

'কৌশলটা আমার কাছেও যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে। চলো আর দেরি না করে এগোই।'

ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল ওরা। হার্পই লীড করছে। হঠাৎ সে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের আরোহী দুজনকে সাবধান করল। 'তোমরা কিন্তু একটু দেখেশুনে নিচে নেমো, তোমাদের আমি বলতে ভুলে গেছিলাম সামনেই কিছু মরমনের লাশ পড়ে আছে।'

কালো ঘোড়াটা সামনে লাশ দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু স্যামের হাঁটুর গুঁতোয় আবার লাশের ফাঁক গলে এগোতে শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা টিলার নিচে পৌঁছে গেল। হার্প পিছন ফিরে তাকাল, সঙ্গীরাও ওর পাশে পৌঁছে গেল। এবার ওরা ঘোড়ার গতি কিছুটা বাড়াল। ওখানে পৌঁছতে বেশি দেরি করে মৃত লোকগুলোকে উদ্ধার করার কোন মানেই হয় না। দূরত্ব যতই কমে আসছে গোলাগুলির শব্দও ততই জোরালো হয়ে উঠছে। ওরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রের বেশ কাছে চলে এসেছে। বিরাটাকার প্রেয়ারি ওয়্যাগনগুলোর আকৃতি বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে কিছু কালো আকার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'পিট!' চিৎকার করে বলল হার্প, 'গুলি করে ওদের ঝাঁঝরা করে দাও!'

তিনজনের অস্ত্র এক সাথে গর্জে উঠল। তবে হার্পের কোল্ট জোড়াই সবথেকে জোর আওয়াজ তুলে গুলি বর্ষাচ্ছে। আতঙ্কগ্রস্ত লোকগুলো একে একে ঘোড়ার জিন খালি করে পড়ে যাচ্ছে। যাত্রীশূন্য ঘোড়াগুলো আতঙ্কিত হয়ে এদিক-ওদিক পালাবার চেষ্টা করে অন্য ঘোড়ার সাথে বাড়ি খেয়ে আক্রমণকারী দলটার মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল। বিরাট দলটার থেকে মাত্র তিনজন প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাতে সক্ষম হলো। এক মিনিটের মধ্যেই লড়াই থেমে গেল।

ওয়্যাগনের পিছন থেকে রাইফেল হাতে লোকজন একে একে বেরিয়ে আসতে শুরু করল।

'হাওডি,' ওদের মধ্যে থেকে উৎফুল্ল স্বরে বলে উঠল একজন। লম্বা একটা লোক এগিয়ে এল। কনুইয়ের ভাঁজে রয়েছে ওর রাইফেল। 'তোমরা হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাজির হলে? যাক, তোমাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। নইলে আমরা অনেকেই আজ মারা পড়তাম।'

পিস্তল দুটোই গুলি ছুঁড়ে খালি করে ফেলেছিল হার্প। ওগুলোতে আবার গুলি ভরে খাপে রাখতে রাখতে সে বলল, 'ওই মরমন লোকগুলোকে কিছুটা শায়েস্তা করার সুযোগ পেয়ে আমিও খুশিই হয়েছি।'

'এখন আমাদের কি করা উচিত?' লম্বা লোকটা প্রশ্ন করল। 'তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়া দরকার?'

'তার কোন প্রয়োজন নেই,' জবাব দিল হার্প। 'আজ রাতে আর মরমনরা তোমাদের সাথে লাগতে আসবে না। এক রাতের জন্যে ওদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু তবু চোখকান খোলা রাখা ভাল। সকালে আবার রওনা হলেই চলবে।'

'বুঝলাম, কিন্তু এখান থেকে আমরা কোন দিকে রওনা দেব? সোজা পশ্চিমে?' প্রশ্ন করল সে।

'না, ঠিক ওদিকে নয়। হয়ত তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এখানে আমার একজন লোক রেখে গেলেই তোমার সুবিধা হবে। পশ্চিমে যেতে হলে তোমাদের অ্যান্ডির র‍্যাঞ্চ পেরিয়েই যেতে হবে, এবং আমরা ওখানেই থাকি, তাই এতে ওর কোন অসুবিধাই হবে না।'

'তোমাকে আবারও ধন্যবাদ, মিষ্টার।'

হার্প ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই কালো ঘোড়াটা ওর কাছে এগিয়ে এলো।

'আমি চলে যাওয়ার আগেই বলো, আর কিছু তোমার দরকার আছে?'

লোকটা অপ্রস্তুত ভাবে একটু হেসে বলল,' ওই রকম একটা প্রশ্ন করে তুমি নিজের ওপর মিছে ঝামেলা টেনে আনছ।'

'হয়ত,কিন্তু মনে কিছু থাকলে বলে ফেলো, শুনতে কোন খরচ লাগে না।'

লোকটা তার রাইফেল নিচু করল।

'তোমার ওখানে থাকার বাড়তি কোন কামরা আছে?'

'তেমন সুবিধের কোন ব্যবস্থা নেই। কেন?'

'আমাদের মহিলার কিছু মহিলার যেকোন সময়ে বাচ্চা হতে পারে।'

'তাই নাকি? এমন কয়জন আছে?'

একটু লজ্জিত সুরেই সে বলল,'চারজন।'

'চারজন, না?' আপন মনেই বিড়বিড় করল হার্প।'তারমানে মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পাঁচজন। আমার ওখানে আশ্রিতদের মধ্যে একজনের ইতোমধ্যে আমার বৈঠকখানাতেই বাচ্চা হয়েছে আরও একজনের দুএকদিন দেরিতে হবে।'

লোকটা জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে।

'ওহ, আমার বিশ্বাস একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে,' বলল হার্প।'অন্তত অল্পদিনের জন্যে হলেও একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।'

লোকটা মাথা ঝাঁকাল এবং ওর হাসিটাও বিশদ হলো।

'আমার আরও একটা আবদার আছে।'

'আরও গর্ভবতী মেয়ে নয় তো?'

'হ্যাঁ, এবং নাও বটে। কথা হচ্ছে, তোমার ওখানে অন্য মেয়েটা যে অবস্থায় আছে, ওদের অবস্থাও তাই। লড়াই চলার মাঝেই ওদের বাচ্চা হয়েছে। কিছু বিশ্রাম না পেলে ওদের পক্ষে এই অবস্থায় যাত্রা করা অসম্ভব।'

ওদের অপারগ অবস্থা বুঝে মাথা ঝাঁকাল হার্প।

'তাহলে তোমরা আমাদের সাথেই ধীর গতিতে এগিয়ে চলো। যদিও তোমাদের জন্যে বেশি কিছু করার মত সাধ্য আমার নেই তবু আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব তা আমরা করব।'

'লেষ্টার,ডাকল হার্প। পিট তার ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে স্যামের দিকে এগিয়ে এলো। 'তুমি কি আজ রাতটা এদের এখানে থাকতে পারবে?'

'তুমি বললে তাই থাকব।'

'এদের সাথে কিছু অসুস্থ মহিলা রয়েছে, তাদের বিশ্রাম দরকার। ওদের যদি এখানেই একা ছেড়ে যাই, তাহলে ওরা হয়ত পথ ভুল করে পেনফিল্ডেই গিয়ে হাজির হবে। ওরা আগামীকাল সকালে আমাদের র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হবে, তুমি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়।'

ঘোড়ার পিঠে উঠে হার্প সবাইকে বিদায় জানিয়ে বলল, 'কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

কালো ঘোড়াটা ছুটে এগিয়ে আঁধার রাতের অন্ধকারে মিশে গেল। জেরি লেকও ঘোড়ায় চড়ে ওকে অনুসরণ করল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে ক্যাম্পফায়ারের ধারে আর সবার সাথে যোগ দিল পিট।

সাত

ভোরের আকাশটা নিরানন্দ আর ধূসর রঙ ধারণ করেছে। পশ্চিম দিগন্তের শেষ সীমা পর্যন্ত পুরো আকাশে রঙবিহীন একটা ধূসর শূন্যতা বিরাজ করছে। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জোর হাওয়া বইছে। বাতাসের সাথে ছোটছোট ঘূর্ণিতে ধুলো আর ঝরা পাতা উড়ছে।

কোরালের দুই ঘোড়ারই ঘুমের ভাবটা বাঙ্কহাউসের দরজা প্রচণ্ড আওয়াজে টপকে যাওয়ায় কেটে গেল। কালো ঘোড়াটা পুরো কোরাল জুড়ে ইতস্তত ছুটে বেড়াচ্ছে। জেরির ঘোড়ার চোখ দুটো ওকে অনুসরণ করছে বটে, কিন্তু সে নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করার পর কোরালের উপরের বারে বসা হার্পের কাছে এসে থেমে দুই বারের ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল সে। আদর করে হার্প ওর ঘাড়ে কয়েকটা চাপড় মেরে দিতেই ঘোড়াটা খুশি মনে কোরালের ভিতর সরে গেল।

হঠাৎ করেই আকাশে একটা আলোর ঝিলিক দেখা দিল। ভোর হয়ে আসছে। শূন্য বাঙ্কহাউসের দরজাটা বাতাসে ককাচ্ছে। জেরিও আজ বাঙ্কহাউসে না শুয়ে কোরালের কাছে খোলা আকাশের নিচেই ঘুমাচ্ছে। ভোরের আলো ফুটতেই সে নড়েচড়ে চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল। কিছুক্ষণ গায়ে জড়ানো কম্বল সরাবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সরাতে সক্ষম হয়ে পাশ থেকে

হ্যাটটা তুলে নিয়ে মাথায় পরে কম্বলটা ভাঁজ করে উঠে দাঁড়াল।
কোরালের বারে বসা হার্পের দিকে চোখ পড়তেই সে আবাক হয়ে প্রশ্ন করল,'কাল সারারাত কি তুমি ওখানে বসেই কাটিয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হার্প।

'রাতে তাহলে একটুও ঘুমাওনি?' অবাক হলো জেরি।

'না, কেন যেন ঘুম মোটেও আসছিল না ,' বলল হার্প।'কালো আকাশে চকচকে রুপালি চাদ, আর অসংখ্য তারার অপরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতেই রাতটা কেটে গেল। এর চেয়ে বেশি মানুষ আর কি চাইতে পারে?'

'সেটা ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভর করে,'হেসে বলল জেরি।

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও একটা মেয়ে পাশে না থাকলে একা একা কোন মানুষের আকাশের চাঁদ দেখাটা অস্বাভাবিক? মেয়ে পাশে না থাকলে চাঁদ দেখাটা অর্থহীন?'

'দৃশ্যটা কারও সাথে শেয়ার করতে না পারলে ওটা কি নিরর্থক নয়? অবশ্যই! পাশে একটা মেয়ে না থাকলে চাঁদ কি?'

'নিছক একটা চাঁদই বটে।'

'ঠিক। এই আমার কথাই ধরো, না, মিথ্যা বড়াই করছি না–'

'বুঝলাম,' বাধা দিয়ে বলে উঠল হার্প। 'আমার ধারণা ছিল তুমি একটু লাজুক প্রকৃতির মানুষ।'

আবার হাসল জেরি।

'আমি ঠাট্টা করছি না,' বলে চলল জেরি, 'অবশ্য এখন এই কথা তোমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হওয়া বিচিত্র কিছু নয়– যদিও আমার বয়স এমন বেশি কিছু হয়নি যে লোকে বুড়ো বলবে, সেটা তুমি নিজেই জানো–কিন্তু আরও কম বয়সে আমি চাঁদের আলোয় বসে ভালই কাজ বাগিয়ে নিতে পারতাম।'

'তোমার কথা সত্যি বলে স্বীকার করে নিতে আমার কোনই

আপত্তি নেই, জেরি।'

'ধন্যবাদ। যাক, এটা সত্যিই খুব আশ্চর্য একটা ব্যাপার।'

'কেন?'

'চাঁদ আমার জন্যে যা করত। আমার তো মনে হয় মেয়েরা ভাবত আমার সাথে চাঁদের একটা গোপন চুক্তি আছে। আমি কোন মেয়েকে বাইরে নিয়ে গেলে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে উঁকি দিত চাঁদ।'

'তাহলে তো স্বীকার করতেই হবে যে মেয়ে-মহলে তুমি সত্যি খুব জনপ্রিয় ছিলে।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'কখনও বিয়ে করোনি?'

'অবশ্যই করেছিলাম– তিনবার!'

'তা তুমি কি প্রমাণ করতে চাইছিলে?'

সশব্দে হেসে উঠল জেরি। 'সেটা আমি নিজে আজও বুঝিনি। হয়ত আমার ধরনটাই তাই।'

'তিনবার! প্রথমবার কেন, কি ঘটেছিল?'

'তেমন কিছুই না। বলতে পারো বিয়েটা ওর ধাতে সয়নি।'

'এবং তৃতীয়বার?'

দুহাত শূন্যে তুলল জেরি। 'হ্যাঁ, ওটা একটা মেয়ে ছিল বটে। মেয়েটা ছিল বিধবা, চেহারা এবং গড়নে ছিল অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু বিয়ের আগে সে আমাকে বলতে ভুলে গেছিল যে আগেরই পাঁচটা সন্তান তার ঘরে রয়েছে। ওরা সবাই মিলে দুই কামরার একটা ছাপরায় গাদাগাদি করে থাকে। আমার খুন হতেই কেবল বাকি ছিল। এবং তুমি জানো, হার্প, ওই মেয়েটার জিভ, জিভ তো নয় যেন শানানো ছুরি। সে কি চ্যাঁচাতে পারত!'

'তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করছ,নাকি বলছ?'

'বলছি, হার্প! ওই মেয়ে অ্যাপাচিদের চেয়েও জোরে চিৎকার

করতে পারে!'

'তাহলে ওই বিয়েটাও শেষ পর্যন্ত টেকেনি?'

'নাহ্, পরে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে একটু নীরবতা আর শান্তি খুঁজতে আমাকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হত। কিছু দিনের মধ্যেই এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ওই হৈ-হল্লার মধ্যে বাড়ি ফিরতে আর আমার মন চাইত না। একটা চাকরি নিয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর থেকে বারবার নতুন চাকরি নিয়ে আমি আরও দূরে সরে যেতে শুরু করলাম। এখন একদল ঘোড়া দিয়ে টেনেও কেউ আমাকে ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'ওদের তুমি শেষ কবে দেখেছ?'

চিবুকের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকে একটু ভেবে সে বলল,'তা এগারো-বারো বছর হবে।'

'তাহলে তো ওরা এতদিনে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। জানো, জেরি,ওদের কেউ যদি এখন তোমার নাগাল পায়, তাহলে ওদের মাকে ছেড়ে পালিয়ে আসার জন্যে ওরা তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে।'

'তাই নাকি? তাহলে তুমিও একটা কথা জেনে রাখো, হার্প, তা কখনও ঘটতে দেব না আমি। ওদের গন্ধ আমার নাকে এলেই ঘোড়া নিয়ে আমি এত জোরে ছুটে পালাব যে আমার পিছনে কেবল ধুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না।'

ভারী ওয়্যাগনের চাকা ঘোরার শব্দ ওদের কানে পৌঁছল। ঘোড়ার নালের পাথরের সাথে ঠোকাঠুকির ধাতব আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকাল জেরি।

'ওয়্যাগনগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে পিট,' বলল সে। কম্বলের রোলটা কাঁধে চাপিয়ে সে আবার বলল, 'ওরা এখানে এসে পৌঁছার আগেই এগুলো নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

ঘুরে বাঙ্কহাউসের দিকে চলে গেল জেরি। হার্প ওর দিকে

চেয়ে একটু হাসল। টিলার মাথা থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে ঘুরে ওদিকে চাইল স্যাম। দেখল টিলার মাথা থেকে হ্যাট নেড়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে পিট। জবাবে সেও নিজের হ্যাট নাড়ল। জিনের ওপর ঘুরে বসে পিছন ফিরে চাইল সে।

'উঠে এসো!' ওয়্যাগনগুলোর উদ্দেশে চিৎকার করল পিট।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়ার দল একটা ভারী ওয়্যাগনকে টিলার মাথায় টেনে তুলল। ড্রাইভারের দুপাশে দুটো মেয়ে বসে আছে। সে সরাসরি ওয়্যাগনটাকে ঢাল বেয়ে নামাতে শুরু করল। প্রেয়ারি ওয়্যাগনটা মাতালের মত দুপাশে দুলতে দুলতে দ্রুত নিচে নেমে আসছে। একবার উল্টে যেতে গিয়েও ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেল। নিচে থেকে ড্রাইভারকে চিৎকার করে ব্রেক টেনে ধরার নির্দেশ দিল হার্প। চাকার ওপর কর্কশ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে ব্রেক চেপে বসল। ওয়্যাগনটা ঢালের ওপর থেমে দাঁড়াল। এবার ব্রেকে অল্প ঢিল দিতেই ওটা ধীর গতিতে আবার নিচে নামতে শুরু করল।

টিলার মাথায় পিট হাত তুলে ইশারা করায় একে একে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ,আর পঞ্চম ওয়্যাগন টিলার মাথায় এসে সার বেঁধে থেমে দাঁড়াল। ওগুলোর ড্রাইভারদের ব্রেক টেনে ধরে এক একটা করে ওয়্যাগন নিচে নামানোর নির্দেশ দিল পিট। প্রথমটা এরই মধ্যে সমতল জমিতে পৌঁছে গেছে। ল্যারি জুড তার ঘোড়া নিয়ে ওটাকে পথ দেখিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসে নিয়ে আসার জন্যে এগিয়ে গেল। ওয়্যাগনগুলো নিচে নামার পর টিলার মাথায় আরও চারটে সার বেঁধে দাঁড়াল। ওগুলোও নিচে নামার পর পিট আর সেই লম্বা লোকটা ঘোড়ার পিঠে করে নিচে নেমে এল।

হার্প তার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে মাঝপথে ওদের সাথে যোগ দিল।

'মর্নিঙ,' বলল লোকটা।

'মর্নিঙ,' জবাব দিল হার্প। 'তোমাদের সব কিছু ঠিকঠাক

আছে তো?'

'এখন পর্যন্ত।'

'ভাল,' বলল হার্প। 'তোমার ট্রেইনের মেয়েদের জন্যে একটা মোটামুটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও এক এক কামরায় দুজন করে থাকতে হবে, তবু ওয়্যাগনে থাকার চেয়ে অনেক ভাল থাকবে ওরা। তুমি ওদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে পরো। ও, হ্যাঁ, তোমাদের সাথে কোন বাচ্চা আছে?'

'মাত্র গুটিকয়েক।'

'তাহলে তুমি ওদেরও বাড়ির ভিতরেই রাখতে পারবে। পুরুষ সবাইকে ওয়্যাগনেই রাত কাটাতে হবে। আমাদের একটা বাঙ্কহাউসও আছে, তুমি ইচ্ছা করলে ওটাও ব্যবহার করতে পারো।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ওয়্যাগনগুলোর সাথেই থাকব। ওগুলো নিয়ে আমি যখন এতদূর এসেছি, শেষ পর্যন্ত আমার ওদের সাথে থাকাই ভাল।'

'তোমার যেমন খুশি। তুমি তোমার কাজ করো, আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই আসছি। এর মাঝে যদি তোমার কিছু প্রয়োজন হয়, একটা হাঁক দিও।'

লোকটা নড করে হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়া আগে বাড়াল। প্রথম ওয়্যাগনটার পাশে পৌঁছে ঘোড়া থামিয়ে নিচে নামল সে। কোরালে ঘোড়া রেখে বেরিয়ে এলো পিট। পিস্তলের খাপটা ঠিক জায়গা মত বসিয়ে নেয়ার জন্যে ক্ষণিক থেমে দাঁড়িয়ে আবার সে হার্পের দিকে এগোল।

'গতরাতে আমরা ফিরে আসার পর মরমনরা কি আবার হানা দিয়েছিল?' জানতে চাইল হার্প।

মাথা নাড়ল পিট। 'না,' বলল পিট, 'তোমরা চলে আসার পরে ওদের কোন সাড়া পাইনি আমরা।' আঙুল দিয়ে হ্যাটটা

একটু পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে সে মন্তব্য করল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি অ্যান্ডি মিলারের র‍্যাঞ্চে এর আগে আর কখনও এত লোকের সমাগম হয়নি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

জেরি ধীরপায়ে এগিয়ে ওদের সাথে যোগ দিল।

'হাই,পার্টনার,' হাসি মুখে বলল পিট। 'তোমার কারবার কেমন চলছে?'

বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়ল জেরি।

'কেন, তোমার আবার কি হলো?' চট করে প্রশ্ন করল পিট।

'ওই মেয়েগুলো,' বলে আবার মাথা নাড়ল সে।

দাঁত বের করে হাসল পিট। 'এই প্রথম তোমার থেকে মেয়েদের বিষয়ে নালিশ শুনলাম।' হার্পের দিকে চেয়ে চোখ টিপল পিট। 'ওদের কোন বিধবা মেয়ের কি এরই মধ্যে তোমার ওপর চোখ পড়েছে নাকি?'

'বেশি চালাক হয়ে উঠেছ, না?' খেপে উঠল জেরি।

'ওদের মধ্যে তোমার প্রাক্তন কোন বউকে দেখতে পাওনি তো?' প্রশ্ন করল পিট।

চোখ রাঙিয়ে ওর দিকে তাকাল জেরি। মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি আকাশের দিকে তাকাল পিট।

'জানো, হার্প?' বলে চলল জেরি, 'যতবারই আমি মুখ তুলে চেয়েছি, দেখেছি ওই লম্বা লোকটা—'

'ওর নাম ম্যাক আর্থার,' বলল পিট।

রাগে ঠোঁট বাঁকা করল জেরি। 'ঠিক আছে, ম্যাক আর্থার, কিন্তু কথাটা কে বলছে, অ্যাঁ— তুমি না আমি?'

'তুমি,' বলে আবার দাঁত বের করে হাসল পিট।

'ম্যাক আর্থারের ব্যাপারে কি বলছিলে?' প্রশ্ন করল হার্প।

'অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ। যতবার আমি চোখ তুলে দেখেছি ততবারই

দেখেছি সে একজন গর্ভবতী মেয়েকে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকতে সাহায্য করছে। কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হলো যেন আমিই চোখে ধাঁধা দেখছি। তাই ওখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম। আমার সারা জীবনেও আমি এতগুলো গর্ভবতী মেয়ে একসাথে দেখিনি।'

'ওই ম্যাক আর্থার লোকটা,' বলল পিট, 'শুনলাম সে নাকি ওহাইও থেকে এসেছে।'

'তাতে কি?' আক্রমণাত্মক সুরে জানতে চাইল জেরি।

'কিছুই না,' জবাব দিল পিট। 'অনেকেই ওই এলাকা থেকে আসে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে ওর ড্রাইভারের কাছে শুনলাম ম্যাকের বউ নাকি এক মরমন লোকের সাথে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছিল।'

জেরির চোখ দুটো কৌতূহলে বিস্ফারিত হলো।

'ঠাট্টা করছ না তো?'

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল পিট।

'শুনলাম ম্যাক আর্থার ওদের ধাওয়া করে মরমনটার নাগাল পেয়ে ওকে গুলি করে হত্যা করেছে।'

'ওর বউয়ের কি হলো?' প্রশ্ন করল জেরি।

'ওর কপালে কি ঘটেছে তা আমি জানি না।'

আবার ঠোঁট বাঁকাল জেরি। 'ঠিক তোমার মতই কাজ করেছ। এমন অর্ধেক গল্প বলায় তোমার জুড়ি নেই! অর্ধেক ছাড়া কোনদিনই পুরো ঘটনা তোমার থেকে আমরা জানতে পারিনি।'

'আমি পুরোটা জানার চেষ্টা কেবল তখনই করি, যখন বিষয়টা আমার পরিচিত কারও ব্যাপার হয়,' পাল্টা জবাব দিল পিট। 'যদি অপরিচিত কারও ব্যাপার হয়, তার কোন গুরুত্ব আমি দিই না।'

ভুরু কুঁচকাল জেরি; তারপর ওর মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। উত্তেজিত ভাবে সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এমনও তো হতে

পারে, যে তার বউয়ের খোঁজেই সে এদিকে এসেছে, এবং এখানে তার দেখা পেয়ে গেল? তাহলে বেশ হয়, তাই না?'

'সে যদি সত্যিই এখানে থাকে, তাহলে আমি ঠিকই তাকে খুঁজে বের করব,' পিছন থেকে একটা স্বর শোনা গেল। ওরা চট করে ঘুরে তাকাল। লোকটা ম্যাক আর্থার, ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুল গান-বেল্টের ফাঁকে ঢুকানো। লজ্জা পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল জেরি।

'তোমার দলের মেয়েদের সব ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়ে এসেছ তো?' প্রশ্ন করল হার্প।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল ম্যাক। 'এবং তোমরা আমাদের জন্যে যা করেছ তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। এমন একটা উপকারের কথা আমরা সহজে ভুলব না।'

'ও কিছু না,' বলল হার্প। 'ওদের জায়গা করাটা যে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, এতেই আমরা খুশি।'

গান-বেল্ট থেকে হাত নামিয়ে নিল ম্যাক। তারপর ওদের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল।

'একটা ব্যাপারে আমি তোমার সাথে আলাপ করতে চাই,' আবার শুরু করল সে।

'বলে যাও।'

'বাড়ির পিছন দিয়ে ঘুরে আসার সময়ে আমার মাথায় কিছু চিন্তা এসেছে, এবং যতই ভাবছি, আমার কাছে আইডিয়াটা ততই ভাল ঠেকছে।'

'ঠিক আছে, তোমার প্রস্তাবটা শোনাই যাক,' ওকে উৎসাহ দিয়ে হেসে বলল হার্প।

'এই পিট লেস্টার কথায় কথায় আমাকে বলেছিল,' বলে চলল ম্যাক। 'সে বলেছিল যে এই র‍্যাঞ্চটার মালিক ছিল মিলার নামে একজন লোকের। সে মরমনদের গুলিতে মারা যাওয়ার

সময়ে এটা তোমাকে দিয়ে গেছে। এখন কথা হচ্ছে এর উত্তরের এবং পশ্চিমের জমি কার? কেউ কি ওগুলোর টাইটেল কিনে নিয়েছে?'

'মিলার আমাকে যা বলেছে,' জবাব দিল হার্প, 'ওর কথা মত ওগুলো ওপেন রেঞ্জ। যে ওর দখল রাখতে পারবে ওই জমি সেই ভোগ করবে। অবশ্য তুমি হয়ত জানো যে মরমনরাই ওই জমির মালিক বলে ওরা দাবি করে। কিন্তু ওটার টাইটেল ওরা নেয়নি বলে দখলি সত্ত্বে যেকেউ ওটা নিজের বলে দাবি করতে পারে। কি, তোমার আর কিছু জানার আছে?'

'তোমার কাছে অনেক তথ্যই জানা গেল,' বলল ম্যাক। ঘুরে র‍্যাঞ্চের উত্তর দিকে পাহাড়ের পাদদেশ খুঁটিয়ে দেখল সে। তারপর বলল, 'এই র‍্যাঞ্চের উত্তরে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বেশ কিছু ভাল জমি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

'আমি ঘোড়া নিয়ে দুদিন আগে ওদিকটা একটু দেখে আসতে গেছিলাম,' জানাল স্যাম। 'এখান থেকে যেমন দেখাচ্ছে, ওদিকে তারচেয়েও ভাল আর উর্বর জমি আছে।'

ওর দিকে ঘুরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ম্যাক।

'তোমার মাথায় কি ধরনের চিন্তা খেলছে?' প্রশ্ন করল হার্প।

'আমি ভাবছি ওই জমিকে লাভজনক চাষের জমিতে পরিণত করা সম্ভব কিনা।'

'সেটা না পারার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আমি দেখি না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু মরমনদের ব্যাপারে তোমরা কি করবে?' বলে উঠল জেরি। 'যে মুহূর্তে ওরা টের পাবে ওখানে কি ঘটছে তখনই ওরা তোমাদের ওপর হামলা চালাতে শুরু করবে।'

'ও ঠিকই বলেছে,' জেরিকে সমর্থন করল পিট। 'হার্প বলেছে মরমনরা ওই রেঞ্জটা ওদের এলাকা বলে মনে করে। সুতরাং ওরা ওটার দখল রাখার জন্যে জান দিয়ে লড়ে আর সবাইকে দূরে

রাখতে চেষ্টা করবে।'

ম্যাক আর্থার ওদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মৃদু হেসে জবাব দিল, 'হয়ত, কিন্তু কাজটা অত সহজ হবে না। ওদের খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দেয়া হবে যে আমরাও লড়তে জানি। ওদের আমি যেটুকু দেখেছি তাতেই বুঝেছি যে জমির অধিকার নিয়ে লড়ে মরতে ওরা রাজি নয়।'

'তা ঠিক, কিন্তু–' যুক্তি দেখাল জেরি– 'ওরা সংখ্যায় তোমাদের জন প্রতি একশো গুণ বেশি। এটাও চিন্তা করে দেখার মত একটা বিষয়।'

'তুমি এক মিনিট চুপ করো,' বলল হার্প, 'ম্যাক আর্থারকে তার কথা শেষ করার একটা সুযোগ দাও। আমার ধারণা তার কথা এখনও পুরো শেষ হয়নি।'

'তুমি বলতে চাও তার আরও কিছু আইডিয়া আছে?' হেসে জিজ্ঞেস করল পিট।

'তুমি কি ঠাট্টা করছ?' প্রশ্ন করল জেরি।

'না,' জবাব দিল ম্যাক। 'আমি এখানে একটা শহর গড়ে তুলব,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'আমার সাথে যারা এসেছে তারা সবাই চাষী, এবং এটা একটা ভাল চাষের জমি। আমরা একটা ভাল চাষের জমির খোঁজেই বেরিয়েছিলাম। আমরা এখানে বসতি প্রতিষ্ঠিত করে এখানেই বসবাস করতে চাই।'

জেরি আর পিট নীরবেই মাথা ঝাঁকাল, কোন মন্তব্য করল না।

'তোমার প্ল্যানটা ভালই,' বলল হার্প।

'হ্যাঁ, সেটা আমিও স্বীকার করছি,' বলে উঠল জেরি। 'মরমনদের আক্রমণ ঠেকাতে পারলে এটা সুন্দর একটা প্ল্যান। কিন্তু মরমনদের আমি যতটা চিনি তাতে মনে হয় ওরা তোমাদের জীবন অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

কঠিন চেহারা করে একটু হাসল ম্যাক।

'ওরা যত অত্যাচার করবে, আমরাও যে তার সমুচিত জবাব দিতে পারব, এটা আমি নিশ্চিত প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি। ওরা যে আমাদের তৈরি মিলারভিলকে ম্যাপের বুক থেকে কখনও নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না, এ সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো!'

আট

তেলের বাতির হলদেটে আলো কামরাটা আলোকিত করেছে। তবে বিশাল টেবিলের মাঝখানে রাখা আলোর চক্রটা টেবিল ঘিরে বসা পাঁচজনকে পার হয়েই আলোটা একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। ছায়া ঘেরা অন্ধকারে কামরার চার দেয়াল আর ছাদে ভৌতিক আর বিদঘুটে সব আকৃতির ছাপ ফেলেছে।

আর সব মরমন বাড়ির মত এখানকার বাতাসটাও বাড়িতে তৈরি সাবানের গন্ধে ভারী। বাতাসে একটা ভেজা ভাবও রয়েছে, এর কারণ সারাক্ষণ বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টায় ঘর ধোয়া-মোছা এবং গরম থেকে বাঁচার জন্য সূর্যদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দরজা জানালা বন্ধ রেখে মোটা পর্দা দিয়ে ঢেকে সূর্যের আলো ঘরে ঢোকা ঠেকানো হয়।

কামরাটায় নীরবতা বিরাজ করছে। একজন দৃঢ়চেতা লোকের উত্তেজিত বক্তৃতার পর সবাই চুপ করে আছে, কারণ ওই লোকের

বিরোধিতা করার সাহস ওখানে উপস্থিত কারও নেই। টেবিলে বসা কেউ নড়ছে না। পাঁচজনের মধ্যে কেবল একজন টেবিলের এক পাশে বসেছে, বাকি চারজন উল্টো দিকে ঘন হয়ে কাছাকাছি বসা। একা বসা লোকটা বুকের ওপর হাতদুটো ভাঁজ করে সিধে হয়ে বসেছে। কালো দাড়িওয়ালা লোকটা তার খুদে কালো চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে উপস্থিত লোকগুলোর দিকে চেয়ে আছে। কেউ তার কথার ওপর কথা বলে কিনা এটা দেখাই তার উদ্দেশ্য।

কেউ কোন কথা বলছে না। একটু অধৈর্য এবং রুক্ষ স্বরেই সে প্রশ্ন করল, 'কারও কিছু বলার আছে?'

চার জোড়া চোখ খুব ধীরে ধীরে উঠে ওর খুদে চোখ দুটোর সাথে মিলিত হলো।

'বার্ক?'

একজন পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক লোক চট করে জিভ দিয়ে চেটে ঠোঁট ভিজিয়ে কিছু বলতে গিয়েও কঠিন দৃষ্টির সামনে মিইয়ে গিয়ে চুপ হয়ে গেল।

'জেসাপ?' একে একে সবার নাম ধরে ডেকে ওদের মতামত জানতে চাইছে ওদের দলপতি।

কোন জবাব এল না। ওর একটা গাল কেবল নার্ভাস খিঁচুনি দিয়ে একটু কেঁপে উঠল। ওর পাশে বসা বার্ক হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে একটু কাশল।

'রবিন?'

তৃতীয় লোকটা অস্বস্তি ভরে একটু নড়েচড়ে বসে চোখ নামিয়ে নিল।

'রনি?'

জবাবে লোকটা চোখ তুলে চেয়ে মাথা নাড়ল। কালো দাড়িওয়ালা দলপতি ভর্ৎসনা ভরে শীতল একটা হাসি দিল।

'কাপুরুষের দল!' খোঁচা দিয়ে বলল সে। 'তোমাদের

একজনেরও আমাদের সব থেকে প্রিয় জিনিসের জন্য লড়ার সাহস নেই। ঠিক আছে, দায়িত্বটা আমিই নিচ্ছি। আমিই লড়ব।'

চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

'তোমাদের চারজনকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, নিজেদের কাজ এবং কথাবার্তায় খুব সাবধান থাকবে। তোমরা যদি আমার কাজে কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করো, তাহলে আমি শত্রুর সাথে যত কঠিন, তোমাদের সাথেও তেমনি কঠিন হব। এখন বেরিয়ে যাও!'

বাকি চারজনও উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে সরে হ্যাট-র‍্যাক থেকে নিজেদের হ্যাট তুলে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা। শেষ লোকটা বেরিয়ে টেনে দরজাটা বন্ধ করে দিল। দাড়িওয়ালা লোকটা কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে দরজাটা আবার খুলে দিল।

'বাওডি!' হাঁকল সে।

বাইরে থেকে কারও দ্রুত এগিয়ে আসার পদশব্দ শোনা গেল। আবার টেবিলে ফিরে এসে অপেক্ষায় থাকল সে। একজন রাইফেলধারী বলিষ্ঠ লোক দরজার মুখে এসে দাঁড়াল।

'তুমি আমাকে ডেকেছিলে, বিশপ?'

'হ্যাঁ।'

দরজা বন্ধ করে দরজার পাল্লায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল বাওডি।

'ওই চারজনের কেউ যেন শহর ছেড়ে বেরোতে না পারে এটা খেয়াল রেখো,' নির্দেশ দিল বিশপ। 'পরিষ্কার বুঝেছ তো?'

রাইফেলধারী লোকটা মাথা ঝাঁকাল।

'ওদের পরস্পরের সাথে বা আর কারও সাথে গোপনীয় আলাপ একেবারে নিষিদ্ধ।'

'তুমি ভয় পাচ্ছ যে তুমি যা করার প্ল্যান করেছ সেটা ওরা সল্ট লেক সিটিকে জানিয়ে দিতে পারে?'

'ঠিক ধরেছ।'

বাওডি অবাক বিস্ময়ে মাথা নাড়ল। 'ওরা কি তোমার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করেছে? যার আপন ভাইকে টেক্সাসে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, তাই তো দেখা যাচ্ছে।'

'তুমি বলতে চাও ওরা তোমার প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি?'

'তাই ঘটেছে। এলডার জেসাপও এই ব্যাপারে বাকি সবার মতই দৃঢ়। ক্ষমতার চেয়ে ধর্মটাই ওদের কাছে বেশি প্রিয়।'

'আমি তো ওকে সব সময়েই কঠিন মানুষ বলেই জানতাম। এখন মনে হচ্ছে সেটা আমারই মনের ভুল। ঠিক আছে, এখন আমাদের প্রথম কাজ কি হবে?'

হাসল বিশপ।

'ইউটাতে আর কোন ওয়্যাগন ট্রেইনকে আমরা ঢুকতে দেব না।'

'ভাল কথা। এর পরে কি করব?' প্রশ্ন করল বাওডি।

'বিধর্মী সবাইকে মরমন এলাকা থেকে উচ্ছেদ করব।'

'বুঝলাম, কিন্তু –'

'কিন্তু কি? তুমি যদি রবিন আর তার মিলিশিয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকো তাহলে নিশ্চিন্ত হও, ওরা আমাদের কোন কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না। আমি ওর মিলিশিয়ার দলটাকে আজই ভেঙে দিচ্ছি। তার বদলে তুমি একটা নতুন মিলিশিয়া দল গঠন করবে।'

'বুঝেছি, বিশপ। ঠিক আছে, তুমি যখনই বলবে আমার দলের সব লোকজন ঘোড়া নিয়ে রাইড করার জন্যে তৈরি থাকবে। ও, হ্যাঁ–আর একটা কথা।'

'বলো।'

'যদি সল্ট লেকের ওরা টের পায় এদিকে আমরা কি করছি, তাহলে কি হবে?'

হাসল বিশপ।

'আমার পিছনে তোমার মিলিশিয়ার দল থাকলে ওরা কিছু করতে পারবে না।'

সাত ওয়্যাগনের ট্রেইনের একটা দল রাতের জন্যে মরুভূমির শেষ এক মাইলের মধ্যেই ক্যাম্প করল। ওদের ক্লান্ত ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকে একসাথে জড়ো করে চক্রাকারে রাখা ওয়্যাগনের নিরাপত্তায় এনে রাখা হয়েছে। লোকজনও ক্লান্ত, ওরা নিজেদের মেয়েদের আগলে নিয়ে নিজ নিজ ওয়্যাগনে বিশ্রাম নিতে ঢুকল। পুবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করলেই ওরা আবার রওনা হবে। ওদের যে কোন ক্ষতি না দিয়ে অক্ষত অবস্থায় সবাই মরুভূমি পার হতে পেরেছে, এতে ওদের সাহস আর মনের জোর দুটোই বেড়েছে। ওরা এখন ওদের সামনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত। মরুভূমির মত কঠিন বাধা যখন ওরা নির্বিঘ্নে পার হতে পেরেছে তখন কোন বাধাই আর এখন ওদের ঠেকাতে পারবে না। নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে কাউকে পাহারায় রাখার প্রয়োজন ওরা বোধ করেনি। তবে ওরা প্রত্যেকেই কঠিন মানুষ, এবং ওদের সবার কাছেই পুরো লোড করা রাইফেল রাখা আছে। ওরা সবাই নিশ্চিন্ত যে ওদের ওপর মরুভূমির চেয়ে বেশি কঠিন আক্রমণ চালানো কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ওদের মধ্যে যারা সদা-সতর্ক তারাও আজ যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুরো ক্যাম্পটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো।

চক্রের মধ্যে কেবল একটা ক্যাম্পফায়ার উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। সকালে উঠেই ওরা আবার রওনা হবে। আগুনের শিখা পট্‌পট্‌ শব্দে জ্বলছে। ওয়্যাগনের চক্রের বাইরে অন্ধকারের আড়ালে কিছু ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে গুটিগুটি সবার অলক্ষ্যে ওয়্যাগন ট্রেইনটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চিকন আকৃতির কিছু লোক ওয়্যাগনের তলা দিয়ে পিছলে চক্রের ভিতর ঢুকে পড়ল। ওদের কয়েকজন ঘোড়া

আর খচ্চরগুলোর দিকে এগিয়ে গেল যেন ওরা আতঙ্কিত হয়ে শব্দ করে ওয়্যাগনের কাউকে আগে থেকে সাবধান করতে না পারে। বাকি লোক আগুন ধরাবার কাঠ হাতে আগুনের দিকে এগোল। কাঠ আগুনে গুঁজে ওগুলো ধরে ওঠার পর জ্বলন্ত কাঠগুলো তুলে নিয়ে ওরা সেগুলো ওয়্যাগনের দিকে ছুঁড়ে মারল।

এক মিনিটের মধ্যেই ওদের সবগুলো ওয়্যাগনে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ভিতরের মানুষগুলোর জন্যে এখন ওগুলো এক একটা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। ভিতর থেকে আতঙ্কিত আর্তনাদ আর চিৎকারের শব্দ উঠল। পুরুষ, নারী এবং বাচ্চারা কাঁচা ঘুম থেকে সদ্য জেগে উঠে এই অপ্রত্যাশিত বিপদের মুখে দিশেহারা হয়ে ক্যানভাসের ঢাকনা সরিয়ে লাফিয়ে নিচে নামছে। যারা আগুনের হাত থেকে বেঁচে যারা নিচে নামতে পারল, তারা রাইফেলধারী হামলাকারীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মারা পড়ল।

দুমিনিটের মধ্যেই গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেল। মাটিতে পড়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে একজন একটু নড়ে উঠেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সতর্ক প্রহরীর গুলিতে তার নড়াচড়া চিরদিনের মত থেমে গেল। ওয়্যাগনের যাত্রীদের কেউ রেহাই পেল না। নারী, পুরুষ, বা ছোট বাচ্চা, সবাইকেই মেরে ফেলল নিষ্ঠুর মিলিশিয়ার দল।

মরুভূমির তাপে খটখটে শুকনো ওয়্যাগনগুলোর লকলকে আগুনের শিখা অনেক উঁচু হয়ে খোলা প্রান্তরে জ্বলতে দেখা গেল। আগুনের গণ্ডি পেরিয়ে আক্রমণকারীরা দূরের অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

মাত্র কয়েক মাইল দূরেই মরমনদের পেনফিল্ড শহর ঘুমিয়ে আছে। শহরে প্রবেশ পথের মুখে কালো হ্যাট পরা এক দাড়িওয়ালা লোক ঘোড়ার পিঠে নিশ্চল হয়ে বসে আছে। ওর খুদে চোখ দুটো দূর থেকে ওয়্যাগনগুলো জ্বলার দৃশ্য উপভোগ

করছে। ঠোঁটে ফুটে উঠেছে একটা নিষ্ঠুর হাসি। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে শেষবারের মত দৃশ্যটা আবার একবার দেখে লাগামে ঝাঁকি দিয়ে দলটাকে লীড করে নিয়ে সে বীর দর্পে শহরে ঢুকল। আগুনের শিখার সাথে এখন ধোঁয়াও উঠছে আকাশে।

নিজের বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থামাল বিশপ। তারপর নিচে নেমে ওটাকে হাঁটিয়ে বাড়ির পিছনের উঠনে নিয়ে গেল।

ওর উল্টো দিকের বাসাতেই থাকে রবার্ট জেসাপ। লোকটা জেগেই ছিল। নিজের দোতালার জানালায় দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাই সে লক্ষ করল। পরে পিছনদিকের একটা জানালা খুলে পাহাড়ের পাদদেশের খোলা প্রান্তরে জ্বলন্ত আগুন আর ধোঁয়ার চিহ্ন দেখে সে দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল।

'ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা কোরো,' বিড়বিড় করে কথাটা উচ্চারণ করে জানালা থেকে সরে এল রবার্ট।

ধীর পায়ে হেঁটে দরজা আর আলমারির মাঝামাঝি দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল সে। ওখানে অন্ধকারে হাতড়ে একটা মোমবাতি খুঁজে বের করে ওটা ধরাল। তারপর আলমারির ড্রয়ার থেকে একটা চিঠি বের করে মোমবাতির আলোয় আবেগ মেশানো নিচু স্বরে ওটা তৃতীয়বারের মত পড়ল।

প্রিয় ভাই রবার্ট,

আমি মরমন ধর্ম টেক্সাসে প্রচার করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার যাত্রার শুরু থেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কথার কোন মূল্যই কেউ দিচ্ছে না। প্রথম থেকেই প্রতিকূল কুসংস্কার, আর কিছুকিছু ক্ষেত্রে আমাকে হামলার হুমকিও দেয়া হচ্ছে। দেশের যতই ভিতরে ঢুকছি, ধর্ম প্রচারের কাজে আমাকে তত বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কিন্তু তবুও আমি অটল ভাবে আমার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি। যদি আমার এই বিশ্বাসের জন্য আমার মরণও হয়, সেটা আমি হাসি মুখেই মেনে নেব, কিন্তু তবু

আমার বিশ্বাস আমি কিছুতেই বিসর্জন দেব না।

যারা আমাদের ওপর আঘাত হেনে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইছে তারা কোনদিনই সফল হবে না। আমার কানে আমাদের এলাকায় যেসব রেইডের খবর এসেছে তাতে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আমি নিজে বিশ্বাস করি যে অন্যান্য আর সব গোষ্ঠীর লোকজনের পাশাপাশি আমাদের টিকে থাকতে হলে সব কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতার ওপর আস্থা রেখেই তা করতে হবে। আমি নিজে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কখনও কারও গায়ে হাত তুলব না।

কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যদি আমাকে মৃত্যুও বরণ করতে হয় তাহলে তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যে তুমি এটা নিশ্চিত করবে আমার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের ওপর যেন কোন প্রতিশোধ নেয়া না হয়। মরমনদের যদি টিকে থাকতে হয় তাহলে দুঃখ-কষ্ট তাদের সহ্য করতেই হবে। মরমন ধর্মে প্রতিহিংসার কোন স্থান নেই। আমাদের পুরোপুরি সহিষ্ণু আর ক্ষমাশীল হতে হবে। এই নীতিতে যদি আমরা অটল থাকতে পারি সেটাই হবে আমাদের সবথেকে বড় পাওয়া।

তোমার ভাই,

লুথার।

চিঠিটা যত্নের সাথে ভাঁজ করে ড্রয়ারে রেখে মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল রবার্ট। ধীর পায়ে আবার জানালার কাছে ফিরে বাইরে তাকাল সে। আগুনের শিখাটা এখন কেবল একটা লালচে আভায় পরিণত হয়েছে।

জানালার চৌকাঠে মাথা রেখে হাঁটুগেড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বসল রবার্ট।

'হে, দয়াময় ঈশ্বর,' বিড়বিড় করে বলে চলল সে, 'আজ আমরা যাদের বিরুদ্ধে পাপ করে অন্যায় ভাবে হত্যা করেছি, তুমি

সেই আত্মাদের শান্তি দিয়ো।'

তারপর হাতদুটো বুকের সামনে একত্রে জড়ো করে আঙুলগুলোকে পরস্পরের সাথে আঁকড়ে ধরে থুতনিটাকে প্রায় বুকের সাথে ঠেকিয়ে প্রায় পনেরো মিনিট নীরবে প্রার্থনা করল।

এর পরবর্তী দিনগুলো হার্পের জন্যে অত্যন্ত নীরস আর অলস ভাবে কাটল। কিন্তু ম্যাক আর্থার আর তার লোকজনের জন্যে খুব ব্যস্ততার মধ্যেই দিন কাটল। প্রতিদিনই তারা উত্তর দিকের জমিতে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের শহর, খামার, আর বাড়ি তৈরি করে জমি চাষের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করল।

মিলারের র‍্যাঞ্চে নিজেদের কাজে লাগাবার মত প্রচুর যন্ত্রপাতি তারা খুঁজে পাওয়ায় তাদের কাজ অনেকটা সহজ হলো। মিলারের খামারে লাঙল থেকে শুরু করে চাষাবাদের উপযোগী অনেক রকম সরঞ্জামই পাওয়া গেল। পিট লেস্টার রেঞ্জের পশ্চিমে রাইড করার সময়ে নয়টা গরু দেখতে পেয়ে ওগুলো নিয়ে এলো। হার্প রায় দিল ওগুলো সম্ভবত মিলারেরই গরু, কারণ কথায় কথায় লোকটা উল্লেখ করেছিল তার কিছু গরু মরমনরা তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

হার্পের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গরুগুলো ম্যাককেই দিয়ে দেয়া হলো কারণ, ওগুলো কৃষকদেরই বেশি কাজে আসবে।

নতুন দখল নেয়া জমির ওপর দ্রুত কেবিন তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল। কেবিনগুলো বাসের উপযোগী হওয়ামাত্র নতুন বাচ্চা সহ মেয়েদের ওখানে ওঠানো হলো।

বিশাল প্রেয়ারি ওয়্যাগন থেকে আসবাবপত্র আর অন্যান্য সব প্রয়োজনীয় জিনিস নামিয়ে দেয়ায় খুব অল্প সময়েই মেয়েলি হাতের ছোঁয়া পেয়ে কেবিনগুলো মনোরম হয়ে উঠল। জানালায় চমৎকার পর্দা টাঙানো হয়েছে। বাইরে কাপড় শুকানোর দড়ি ধোয়া কাপড়ের ভারে ধনুকের আকার নিয়ে ছোট্ট বসতিটাতে একটা পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশ এনে দিল। কেউ উত্তরে রাইড করে

গেলে দেখতে পেত ওখানে আবাসকারী একজনের বউ উঁচু একটা টিলার মাথায় পাশে রাইফেল রেখে কোলে সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে তন্ময় হয়ে নিচের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছে। আসলে মহিলা ওখান থেকে পুব দিক থেকে সম্ভাব্য মরমন আক্রমণ আসছে কিনা দেখার জন্যে পাহারা দিচ্ছে। মহিলাকে ওখানে পাহারায় বসিয়ে পুরুষরা নিচে অসম্ভব দ্রুততার সাথে জমি চাষের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। উত্তরের যে জমি এতদিন নিষ্ফলাভাবে পড়ে ছিল তা এখন পরিশ্রমী পুরুষদের হাতে পড়ে সুফলা বসতিতে পরিণত হয়েছে। কেবিনগুলোর চিমনি দিয়ে প্রশান্ত নীল আকাশে ধীর গতিতে ধোঁয়া ওঠার দৃশ্য নিঃসন্দেহে হৃদয়গ্রাহী। সীমানা পার হয়ে সভ্যতা তার হাত আরও একটু বাড়িয়েছে।

কয়েকদিন পরে এক বিকেলে হার্প আর জেরি নতুন বসতির অগ্রগতি নিজের চোখে পরখ করে দেখতে উত্তরে রওনা হলো। ওরা যে পথে এগোচ্ছে সেটা একটা টিলার পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে। টিলার মাথা থেকে পুবের এলাকাটা যতদূর চোখ যায় তা পুরোটাই পরিষ্কার দেখা যায়। জেরিই আগে আগে চলছিল, তার ঘোড়ার গতি টিলার মাথায় উঠে আপনা আপনি ধীর হলো।

'এই দেশটা সত্যিই সুন্দর,' মন্তব্য করল সে।

হার্পের কাছ থেকে কোন জবাব এলো না। জিনের ওপরই বসে ঘুরে তাকাল জেরি। অবাক হয়ে সে লক্ষ করল কালো ঘোড়াটা থেমে দাঁড়িয়েছে।

'কি ব্যাপার?' জেরি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

হার্পের চেহারাটা গম্ভীর দেখাচ্ছে।

'দেখো!' আঙুল তুলে দিক নির্দেশ করল হার্প।

নির্দেশিত দিকে তাকাল জেরি। পশ্চিমে তিন চার মাইল দূরে আগুনের শিখা শান্ত আকাশের দিকে উঠছে।

'সর্বনাশ!' অবাক স্বরে মন্তব্য করল জেরি। 'মরমনরা আবার আক্রমণ করেছে!'

কালো ঘোড়াটা বাতাসের বেগে ছুটল। জেরি তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওর পেটে জোরে স্পার দাবিয়ে হার্পের পিছু নিয়ে চিৎকার করল, 'আমার জন্যে অপেক্ষা করো, আমিও আসছি।'

স্পারের খোঁচায় ব্যথা পেয়ে প্রতিবাদে ঘোড়াটা জোরে একটা নাক ঝাড়া দিয়ে দ্রুত কালো ঘোড়াটার পিছু নিল।

নয়

কালো ঘোড়াটা শ্বাসরুদ্ধকর গতিতে জমির উপর দিয়ে ছুটছে। জেরি এত পিছনে পড়ে গেছে যে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হলো সে যেন থেমে দাঁড়িয়ে আছে। তেতো বিরক্ত হয়ে জেরি ঘোড়ার পাছায় লাগামের আঘাত হেনে আবার স্পারের খোঁচা দিল ওকে আরও বেগে ছোটানোর উদ্দেশ্যে। দৌড়ানোর বদলে ওকে উড়ে চলতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে বুঝে ক্ষিপ্ত ঘোড়াটা জেরিকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টায় যতরকম লাফানোর কৌশল তার জানা আছে সেসব প্রয়োগ করতে শুরু করল। পুরো এক মিনিট ওদের মধ্যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তুমুল প্রতিযোগিতা চলল। ঘোড়াটা ওকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা আর জেরি ওর পিঠে কোনমতে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। তবে এর ফলাফল সম্পর্কে জেরি নিশ্চিত। এর আগেও ওদের মধ্যে এই ধরনের প্রতিযোগিতা বহুবার হয়েছে

এবং প্রতিবার জেরিরই জিত হয়েছে। সে জানে ঘোড়া খুব নম্র প্রকৃতির ঘোড়াও যেকোন সময়ে বেয়াড়া হয়ে উঠতে পারে। তাই সে ঘোড়াকে বশে রাখার সবরকম কৌশলই আয়ত্ত করেছে।

ঘোড়াটা বাগে আসার পর ওর গলা চাপড়ে একটু আদর করে ঘোড়ার সাথে আবার বন্ধুত্ব করে নিল জেরি। তারপর লাগাম দিয়ে একটা হালকা বাড়ি দিতেই ঘোড়াটা প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন উদ্যমে দ্রুত ছুটতে শুরু করল।

মুখ তুলে জেরি দেখল কালো ঘোড়াটা তার গতি কমিয়েছে। এবং হার্প ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় তাকে তাড়াতাড়ি এগোবার তাগাদা দিচ্ছে। মালিকের তাগাদায় ঘোড়াটা এবার আরও জোরে ছুটল। খুব কম সময়ের মধ্যেই জেরির ঘোড়া হার্পের পাশে পৌঁছে গেল।

'ওখানে কি ঘটেছিল?' প্রশ্ন করল হার্প।

'একটু মতবিরোধ ঘটেছিল,' হেসে জবাব দিল জেরি। 'পরে আবার আপস হয়ে গেছে।'

বোঝার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হার্প।

'তুমি চক্কর দিয়ে ঘুরে জায়গাটার পিছন দিক দিয়ে এগোও,' নির্দেশ দিল হার্প। 'তোমাকে পৌঁছে যাওয়ার মত সময় দিয়ে আমি সোজা সামনের দিক দিয়ে এগোব। এতে সম্ভবত আমরা ওই শয়তানগুলোকে দুদিক থেকে ফাঁদে ফেলার সুযোগ পাব।'

কোনরকম প্রশ্ন না তুলে জেরি দক্ষিণে রওনা হয়ে গেল। চোরাচোখে সে একবার চেয়ে দেখল আগুনের শিখা এখনও জ্বলছে। কঠিন চেহারা করে সে দ্রুত তার নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলল। প্রতি মিনিটে তার সাথে আগুনের দূরত্ব কমে আসছে। যে কেবিনে আগুন লেগেছে সেটা চারদিকে আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে। পঞ্চাশ ফুট দূর দিয়ে ওটার পিছনে চলে এলো জেরি। পঞ্চাশ ফুট দূর দিয়েই অর্ধচক্র সম্পূর্ণ করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। এবার

পিস্তল হাতে সামনে এগোল। জ্বলন্ত কেবিন আর ওর মাঝে একটা বিশাল প্রেয়ারি ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে। ওই ওয়্যাগনের দিকেই ছুটল সে। ওটার আড়ালে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড দম নিয়ে একটু এগিয়ে কোনা দিয়ে উঁকি দিল। বিশ ফুট দূরে দাঁড়ানো লোকগুলোর কেউই ওর দিকে চেয়ে নেই দেখে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওকে এখনও কেউ দেখতে পায়নি। আড়চোখে জ্বলন্ত কেবিনটার দিকে তাকিয়ে সে আঁচ করল কেবিনের কাঠগুলো জ্বলার পটপট শব্দে তার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ওরা শুনতে পায়নি। কেবিনের সামনে একটা দৃশ্যের দিকে চোখ পড়তেই ওর চোখ সরু হলো। সে দেখল একটা লোক হাতপা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে। পাশেই একটা মেয়ে হাঁটুগেড়ে ওর ওপর ঝুঁকে বসে ফোঁপাচ্ছে। মাত্র দশ ফুট দূরেই বারোজন রাইফেলধারী লোক নির্লিপ্ত চোখে ওদের দিকে চেয়ে মজা দেখছে। জেরির ঠোঁটদুটো চেপে বসে পাতলা হলো। পিস্তলের বাঁটের ওপর ওর মুঠি শক্ত হয়ে চেপে বসল। এই সময়ে হার্পকে ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে আসতে দেখে ওর চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লোকগুলো দ্রুত ঘুরে রাইফেল বাগিয়ে ধরল। রাইফেল পিঠে ঝুলানো একজন লম্বা-চওড়া লোক কর্তৃত্ব দেখানো ভঙ্গিতে দল ছেড়ে বেরিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল। কালো ঘোড়াটা ওর সামনে এসে থামল।

'তুমি কে?' রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল লোকটা।

'আমিও তোমাকে একই প্রশ্ন করছি,' জবাব দিল হার্প। 'কি হচ্ছে এখানে?'

এক ঝটকায় ষণ্ডা লোকটা তার কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে ফেলল।

'ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামো,' আদেশ দিয়ে ঘোড়ার আরও কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'নিশ্চয়,' সহজ সুরে জবাব দিয়ে হালকা পায়ে লাফিয়ে নিচে নেমে দাঁড়াল হার্প। লোকগুলোর মধ্যে একটা মৃদু নড়াচড়া লক্ষ করে জেরির পিস্তলের সাথে ওর সতর্ক দৃষ্টিও ওদের ওপর রইল। কিন্তু দেখল শঙ্কিত হওয়ার মত কিছুই ঘটেনি, কয়েকজন দেহের ভর অন্য পায়ে রেখেছে মাত্র। আবার সে হার্পের দিকে চোখ ফেরাল। দেখল ঘোড়ার মাথার কাছে লাগাম ধরার জন্যে লোকটা হাত বাড়াতেই হার্প বিদ্যুৎ বেগে হাঁটুর গুঁতো মারল ওর তল পেটে। ষণ্ডা মার্কা লোকটা ব্যথায় দুভাঁজ হয়ে গেল। ওর হাত থেকে রাইফেলটা ছিটকে পড়ল। মুহূর্তে কাঁধ দুলিয়ে দেহের সমস্ত ওজন দিয়ে এবার সরাসরি ওর মুখে ঘুসি মারল হার্প। বিস্ফারিত চোখে জেরি দেখল লোকটা টলতে টলতে পিছিয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ল। এবার ওর সাথের লোকগুলো নড়ে উঠল।

'কেউ নড়বে না!' চিৎকার করে হুমকি দিয়ে ওদের মাথার ওপর দিয়ে দুটো গুলি ছুঁড়ে পিছন থেকে লাফিয়ে এগিয়ে এল জেরি। সঙ্গে সঙ্গে সব নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল।

'তোমাদের সবাই অস্ত্র ফেলে দাও,' কড়া সুরে নির্দেশ দিল সে। সামনে আর পিছনে দুদিক থেকেই আক্রান্ত হওয়ায় নিরুপায় মরমনরা অস্ত্র ফেলে দিতে বাধ্য হলো। এগারোটা রাইফেল আর অনেকগুলো পিস্তল মাটিতে পড়ল। জেরি স্থির দাঁড়িয়ে চোখ তুলে হার্পের দিকে তাকাল।

'তোমার চালাকিতে চমৎকার কাজ হয়েছে পার্টনার, এবার বাকিটা তুমি সামলাও,' বলল সে।

হার্প একটু হেসে ষণ্ডা লোকটার রাইফেল লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল। তারপর ওকে টেনে তুলে ওর বেল্টের নিচে গোঁজা পিস্তলটা বের করে নিয়ে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিল।

'এবার—' শুরু করেছিল হার্প।

দূর থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার ছুটে আসার খুরের শব্দ শোনা

গেল। মাটিতে পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোকটার কাছ থেকে দুপা পিছিয়ে গিয়ে পিস্তল দুটো বের করে বাকি মরমনদের কাভার করে দাঁড়াল হার্প। এবার জেরি তার পিস্তল খাপে ভরে মাটি থেকে ওদের কিছু রাইফেল আর পিস্তল তুলে নিয়ে একসাথে ওয়্যাগনের পাশে জড়ো করে রাখল। তারপর ফিরে এসে বাকিগুলোও সংগ্রহ করে একই জায়গায় রেখে কিছুটা এগিয়ে সে পিছন থেকে ওদের কাভার করে দাঁড়াল। ওদিকে ঘোড়াগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছে। হার্প তৈরি হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আরোহীদের চিনতে পেরে পিস্তল দুটো খাপে ভরে রাখল।

ছয়জন আরোহী ঝড়ের বেগে ধুলো উড়িয়ে এসে ওর পাশে থামল। 'এখানে কি ঘটেছে?' প্রশ্ন করল ম্যাক। 'আগুনের শিখা দেখে কিছু লোক জড়ো করে আমরা হন্যে হয়ে ছুটে এসেছি।'

'মরমন,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল হার্প।

'বুঝলাম—আমিও সেই রকমই সন্দেহ করেছিলাম।'

হার্পের পিছনে জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে তাকাল ম্যাক আর্থার। পুড়ে শেষ অবস্থায় এসে ওটা থেকে এখন কেবল ধোঁয়া উঠছে। হাঁটুগেড়ে বসা মেয়েটার সাথে মাটিতে শোয়া লোকটাও এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। ওরা দুজনেই ধীর পায়ে ওয়্যাগনটার দিকে এগিয়ে গেল।

'ওয়াই হিঁ এর জন্যে দায়ী?' মরমনদের দিকে নড করে প্রশ্ন করল ম্যাক।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হার্প। 'টিম্বারের ওয়্যাগনটা কোথায়?'

'ওটা রুবেনের ওখানে রাখা হয়েছে। কিন্তু তুমি একথা কেন জিজ্ঞেস করছ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ম্যাক।

দাঁত বের করে হাসল হার্প।

'আমি ভাবছিলাম, আমাদের হাতে যখন সাহায্য করার মত এতগুলো লোক রয়েছে, তখন ওই কাঠ দিয়েই পুড়ে ছাই হওয়া

কেবিনের জায়গায় আর একটা নতুন কেবিন খুব সহজেই তৈরি করিয়ে নেয়া যায়।'

'তুমি বলছ—'

'নিশ্চয়, এগারোজন মরমন—'

'আর ওই বিচ্ছুটার কি হবে?' মাথা ঝাঁকিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখাল ম্যাক।

'হ্যাঁ, ওর কথা তো আমি ভুলেই গেছিলাম। বারোটা মরমনকে যদি আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি যে আমাদের সাথে সহযোগিতা করলেই কেবল ওদের বেশিদিন বাঁচার আশা থাকবে, তাহলে মনে হয় ওরা খুশি মনেই আমাদের সাহায্য করবে।'

ম্যাক আর্থারের চোখে খুশির ঝিলিক দেখা দিল।

'তোমার বুদ্ধিটা নেহাত খারাপ নয়, হার্প,' বলল ম্যাক। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হাঁকল, 'ব্যারি!'

একজন ঘোড়সওয়ার তার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলো।

'ব্যারি,' একটু নিষ্ঠুর হাসির সাথে বলল ম্যাক, 'হিগিনের এখন একটা নতুন কেবিন দরকার। হার্পার একটা চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছে, যারা কেবিনটা পুড়িয়েছে তাদের দিয়েই ওর জন্যে আমরা একটা নতুন কেবিন তৈরি করিয়ে নেব।'

ব্যারি হোহো করে হেসে উঠল।

'ওটা একটা চমৎকার আইডিয়া,' বলল সে। 'মরমনদের ভাল একটা শিক্ষা দেয়ার জন্যে এর চেয়ে ভাল উপায় আর হয় না। এখন কি করতে হবে আমাকে?'

'কাঠের ওয়্যাগনটা রুবেনের ওখানে আছে। তুমি ওটা এখানে নিয়ে আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়। ওই শয়তানগুলো কারও অনিষ্ট করার বদলে কাউকে কিছু গড়ে দিচ্ছে; এই দৃশ্যটা দেখে আমি খুব আনন্দ পাব। মোটেও দেরি হবে না আমার—কেবল যাব আর আসব।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল ব্যারি। ম্যাককে পাশ কাটিয়ে বাওডির কাছে গিয়ে দাঁড়াল হার্প। জ্ঞান ফিরে আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

'ঠিক আছে, মিস্টার, কঠিন সুরে বলল হার্প। 'এবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াও।'

চেষ্টা করে কোনমতে উঠে বসল বাওডি। এখনও ওর নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, ঠোঁটও থেঁতলে গেছে। মুখ তুলে হার্পের দিকে তাকাল সে। চোখের দৃষ্টি দিয়েই হার্পকে ভস্ম করে দিতে চাইছে।

'ওঠো,' কঠিন স্বরে বলল হার্প। হৃষ্টপুষ্ট লোকটা ধীরেধীরে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের প্যান্টটা একটু তুলে নিয়ে কোমরে গোঁজা পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল।

'ওটা আমি আগেই বের করে নিয়েছি,' বলল হার্প। 'অযথা তুমি নিজে নিজেই ওটা দিয়ে জখম হও এটা আমি চাইনি।'

জ্বলন্ত চোখে হার্পের দিকে চাইল বাওডি।

'যাও,' আদেশ দিল হার্প। 'ওখানে গিয়ে তোমার দলের আর সবার সাথে দাঁড়াও।'

ধীরে ঘুরে ঘাড় ফিরিয়ে খুনে দৃষ্টিতে হার্পকে দেখল সে।

'এগোও,' ধমক দিল হার্প।

ক্লান্ত ভাবে পা ঘেঁষটে এগোল সে।

একটা ঠাণ্ডা, ধূসর, নীরস সকালে বিশপ ধীর গতিতে রাস্তা ধরে রাইড করে এগোচ্ছে। সে যখন রাস্তার মাথায় পৌঁছল ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ঘোড়া বাঁক নিয়ে দ্রুতবেগে শহরে ঢুকল। লোকটা বিশপকে দেখে তৎক্ষণাৎ লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। ওই ক্লান্ত ঘোড়াটার মুখ থেকে ফেনা উঠছে।

'মর্নিং, বিশপ।'

'গুড মর্নিং। বাওডি কোথায়?'

লোকটা ঘোড়ার পিঠে একটু নড়েচড়ে বসল।

'দুঃখের বিষয় বাওডি বা তার সঙ্গীদের দেখা পেতে তোমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

বিশপের ভুরু ধনুকের মত বাঁকা হলো।

'তাই? কিন্তু এমন কি ঘটেছে যে তারা এখনই আসতে পারবে না?'

'কারণ তারা এখন বন্দি অবস্থায় আছে।'

ভুরু কুঁচকাল বিশপ।

'আমরা মিলার র‍্যাঞ্চের পশ্চিমে প্রায় পাহাড়ের পাদদেশে কিছু বিধর্মী লোককে বসবাস শুরু করতে দেখেছিলাম।'

'তাই নাকি!'

লোকটা মাথা ঝাঁকাল।

'এটা বাস্তবিকই সত্যি ঘটনা, বিশপ। ওরা ওখানে কেবিন তুলে জমি চাষ করাও শুরু করেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতেই ওরা এসেছে। ওরা সংখ্যায় এত ভারী যে বললেও তোমার বিশ্বাস করতে মন চাইবে না। যাহোক, দেখতে পেয়ে আমরা ওদের উচ্ছেদ করার কাজে নামলাম। একটা কেবিন ঘেরাও করে দেখলাম ওতে কেবল একটা লোক আর তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। কাজটা খুবই সহজ ছিল।'

অস্থিরতা প্রকাশ করল বিশপ।

'অযথা কথা বাড়িও না,' বলল সে। 'তাড়াতাড়ি তোমার বাকি কথা শেষ করো।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কেবিনটা ঘেরাও করে ওদের আমরা বের করে আনলাম। তারপর কেবিনে আগুন ধরিয়ে দিলাম। লোকটা প্রতিবাদ করায় বাওডি ওর মাথায় রাইফেলের বাড়ি মেরে ওকে অজ্ঞান করে ফেলল।'

একটু থেমে লোকটা আঙুল দিয়ে ঠেলে চোখের ওপর থেকে তার হ্যাটটা ঠেলে উঁচু করল।

'কেবিনটা পোড়ানো শেষ হলে বাওডির ইচ্ছা ছিল লোকটার খেতের শস্য পোড়াবে। কিন্তু হঠাৎ ওখানে ওদের আরও লোকজন এসে হাজির হয়ে গেল। ওদের লীডার ছিল এক বিশাল লোক, তার কালো ঘোড়াটাও ছিল বিশাল, এত বড় ঘোড়া আমি আর কখনও দেখিনি। লোকটা বাওডির পেটে হাঁটুর গুঁতো মেরে এমন এক ঘুসি মারল ওর মুখে যে প্রায় মারাই গেছিল সে।'

'এটাই কি পুরো ঘটনা?'

'না, আরও একটু বাকি আছে। ওরা আমাদের সবাইকে অস্ত্র ফেলে দিতে বাধ্য করে একটা বড় লাম্বারে ভরা ওয়্যাগন নিয়ে এসে আমাদের একটা নতুন কেবিন গড়ে দিতে আদেশ করল – এবং হুমকি দিল নইলে আমাদের বাঁচার কোন রাস্তা নেই। কাজের সুবিধার জন্যে আমাদের চারপাশে ওরা অনেকগুলো আগুন জ্বেলে দিল যেন আমরা কি করছি দেখতে কোন অসুবিধা না হয়। বাওডি আবার অবাধ্যতা করায় লম্বা লোকটা ওকে দুহাতে এমন মার মারল যে ওর পুরো চেহারাই পালটে গেছে। মনে হয় যেন এক দল গরুর স্ট্যাম্পিডে থেঁতলে গেছে ও।'

'বলে যাও।'

'মনে হয় নতুন কেবিন তৈরি এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বিশ্বাস করো, বিশপ, আমরা যেটা পুড়িয়েছিলাম সেটার চেয়ে ওটা অনেক বড় আর সুন্দর হয়েছে।'

'তুমি ওখান থেকে কিভাবে পালালে?'

'পালাইনি আমি,' লোকটা সরাসরি স্বীকার করল। 'ওরাই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।'

আবার ভুরু উঁচাল বিশপ।

'সত্যিই কি তাই?'

'হ্যাঁ, তোমাকে আমি যে বিশাল লোকটার কথা বলছিলাম, সে বলল তুমি নাকি তাকে চেনো, স্যার। ওর নাম হার্প।'

'হার্প?' পুনরাবৃত্তি করল বিশপ। তারপর মাথা নাড়ল। 'আমার মনে হয় সে ভুল বলেছে। যাক ওকে সামনা-সামনি দেখার আগ্রহ রইল আমার।'

'বলেছিল তুমি যদি ওকে নামে চিনতে না পারো, তাহলে সে তোমাকে বলতে বলেছিল ওকেই নাকি তুমি তোমার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে একদিন চাবুক পেটা করেছিলে।'

'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, মিচেল। ওকে সত্যিই আমি চিনি।'

'সেও তাই বলেছিল।'

বিশপের চেহারা একটা থমথমে ভাব নিল।

'তোমাকে দিয়ে সে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে, তাই না?'

বিশপের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি ভরে মিচেল জিনের ওপর একটু নড়েচড়ে বসল।

'সে তোমাকে জানাতে বলেছে বাওডি আর অন্যান্যরা কোথায় আছে, এবং তুমি যদি ওদের ফেরত চাও তাহলে তোমাকে নিজেই গিয়ে ওদের ফেরত আনতে হবে।'

'কেবল এটুকুই বলেছে সে?'

'মোটামুটি। সে একটা মেয়ে সম্পর্কেও কিছু বলতে শুরু করেছিল, মেয়েটার নাম অ্যানি –'

'অ্যানি? মানে যে মেয়েটা ধর্ম পালটেছে?'

'জানি না, বিশপ।'

'ওর সম্পর্কে সে কি বলেছে?'

'বলল, তুমি ওই কালো দাড়িওয়ালা শয়তানটাকে বোলো যদি ওই মেয়ের কিছু হয়, তাহলে আমি –'

'কি করবে?'

'ওখানেই সে তার কথা শেষ করে আমাকে রওনা হতে বলল। বিশ্বাস করো, বিশপ, যদি সে তার মত পালটায় সেই ভয়ে আমি আর দাঁড়াইনি – সোজা রওনা হয়ে গেছি।'

বিশপের ভুরুতে আরও গভীর ভাঁজ পড়ল।

'আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। এখন সোজা বাড়ি ফিরে কিছু খেয়ে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমানো আমার খুবই দরকার।'

বিশপ কিছু বলার আগেই সে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আড়চোখে একবার বিশপকে দেখে নিয়ে নিজের বাড়ির পথে ঘোড়া ছোটাল। রবার্ট তার জানালায় দাঁড়িয়ে মিচেলকে যেতে দেখল।

'বিশপের পোষা গুণ্ডা দলের একজন,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'ভাবছি এত সকালে কোন দুষ্কর্ম করে ফিরল তা ঈশ্বরই জানেন।'

ঘুরে রাস্তার শেষ মাথায় তাকিয়ে দেখল ঘোড়ার পিঠে একটা লোক স্থির বসে আছে। রবার্টের ঠোঁট নড়ে উঠল।

'মানুষের রূপে স্বয়ং শয়তান,' আপন মনেই বলল সে। 'যার বিরুদ্ধে লোকটা মনেমনে ষড়যন্ত্র আঁটছে ঈশ্বর তার সহায় হোন।'

বিশপকে ধীর গতিতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখে মাথা নেড়ে জানালার পাশ থেকে সরে গেল রবার্ট।

দশ

পেনফিল্ড থেকে তিরিশ মাইল দূরে পাহাড়ের পাদদেশে থাকে নোংরা চেহারার লম্বা গড়নের আধা-ইন্ডিয়ান রুফাস ক্রদার্স। তার ছাপরার দাওয়ায় বসে অলস ভাবে সময় কাটাচ্ছে সে। এই সময়ে

বিশপ ওখানে গিয়ে হাজির হলো। ওকে দেখে রুফাসের ঘন ভুরু কুঁচকে উঠল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওই লোককে সে দেখবে বলে মোটেও আশা করেনি। নেহাত জরুরী কাজেই যে লোকটা এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ময়লা শার্টের হাতায় মুখ মুছে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সে।

'মর্নিং, বিশপ,' একটা হতবুদ্ধি হাফ-স্যালিউট জানিয়ে বলল রুফাস। 'তোমার দেখা পেয়ে খুশি হলাম।'

'গুড মর্নিং, রুফাস,' বলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে গিয়ে পাদানিতে বিশপের পা বেকায়দা ভাবে আটকে গেছে দেখে তাড়াতাড়ি ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল রুফাস। পা ছাড়িয়ে দিয়ে সে একটু পিছিয়ে বুড়ো আঙুল দুটো বেল্টের ফাঁকে গুঁজে বিশপের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

'নিজের পথ ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে এসে পড়েছ তুমি, তাই না? এর আগে কখনও তোমাকে নিজের পথ থেকে এত দূরে সরে আসতে দেখিনি,' বলল সে।

বিশপের চোখ রুফাসের পিছনে ওর ছাপরার ওপর পড়ল।

'আমি তোমাকে ঘরের ভিতরেই নিয়ে যেতাম, কিন্তু আমি জানি তোমাদের মরমন জাতের লোকেরা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কি ভীষণ রকম খুঁতখুঁতে। তাই তোমাকে ভিতরে নিতে চাইছি না। হয়ত কথাটা উল্লেখ না করে এখানে দাঁড়িয়ে কথা সারাই ভাল।'

দাড়িওয়ালা লোকটা ওর দিকে ফিরল।

'রুফাস, তোমার সাহায্য আমার খুব দরকার হয়ে পড়েছে।'

দাঁত বের করে হাসল রুফাস।

'আমি জানতাম, তুমি তিরিশ মাইল পথ ঘোড়া ছুটিয়ে খামোকা বেড়াতে আসোনি,' জবাব দিল সে।

চোখ নামাল বিশপ। কোটের ভাঁজ করা কলারে সামান্য ধুলো

ওর নজরে পড়ল; মুখ বাঁকিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে ধুলোটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে রুমালটা আবার পকেটে ভরে, চোখ তুলে তাকাল সে।

'রুফাস,' শুরু করল সে, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী, সম্ভবত এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এর আগে আর কখনও বিশ্বাস করে তোমার ওপর চাপাইনি আমি।'

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকাল রুফাস।

'এই কাজের গুরুত্ব বিচার করে এবার তোমাকে সেই হারে আগের চেয়ে অনেক বেশি টাকাও দেয়া হবে।'

'এখন পর্যন্ত তো তোমার প্রস্তাবটা ভালই শোনাচ্ছে।'

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল বিশপ।

'আমি খবর পেয়েছি,' বলে চলল সে, 'পেনফিল্ড থেকে দুশো মাইল দূরে যে ওয়্যাগন ট্রেইনটা এদিক দিয়েই মরুভূমি পার হতে চলেছে সেটায় প্রচুর টাকা পার করা হচ্ছে। কয়েক দিনের ভিতরেই ওটা আমরা দেখতে পাব।'

'বুঝলাম, কিন্তু আমাকে কি করতে হবে?'

'আমি খবর পেয়েছি যে ওই ওয়্যাগন ট্রেইনে একটা বড় ট্রাঙ্কে করে নগদ নব্বই হাজারেরও বেশি ডলার বয়ে আনা হচ্ছে। এর সাথে যাত্রীদের সাথে নিজস্ব যা গয়না আর হীরা আছে তার মূল্য কম করে হলেও চল্লিশ হাজার ডলার হবে।'

হালকা একটা শিস দিল রুফাস।

'সন্দেহ নেই ওটা সত্যিই বিরাট অঙ্কের অর্থ,' বলল সে।

'এর থেকে দশ হাজার তোমার হবে,' চট করে প্রস্তাব দিল বিশপ। তারপর একটু হেসে বলল, 'রুফাস, তুমি কি দশ হাজার ডলার একসাথে কখনও দেখেছ?'

'এর আগে একসাথে একশো ডলার পর্যন্ত কামাই করেছি,' বলে সে আবার দাঁত বের করে হাসল।

'ওই টাকায় তোমার সময়টা ভালই কেটেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, চমৎকার!'

'ভাল, তাহলেই বুঝে দেখো দশ হাজারে তোমার কেমন সময় কাটবে!'

'আমি ঠিকই ভাবছি!'

'কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, সম্পূর্ণ ওয়্যাগন ট্রেইনটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।'

'বুঝলাম, কিন্তু তুমি এর জন্যে মতলবটা কি এঁটেছ?'

বিশপ একটু হাসল।

'আমি চাই পাইয়ুটিরা এই কাজটা করুক,' শান্ত স্বরে বলল বিশপ। 'এই কারণেই আমি তোমার কাছে এসেছি।'

রুফাসের হাসি মিলিয়ে গেল।

'পাইয়ুট, না?' চিন্তাযুক্ত ভাবে পুনরাবৃত্তি করল সে।

'হ্যাঁ,' বলল বিশপ। 'ইন্ডিয়ানরা ওখান থেকে তাদের যা খুশি নিতে পারবে, পিয়ানো থেকে শুরু করে আসবাবপত্র আর – '

'আর কি?'

'চাইলে স্ক্যাল্পও নিতে পারবে।'

চিন্তিত ভাবে মাথা ঝাঁকাল রুফাস।

'সেটাই স্বাভাবিক। ইন্ডিয়ানরা এই ধরনের কোন কাজ করলে স্ক্যাল্প অবশ্যই নেবে,' জবাব দিল রুফাস। 'এবং কেউ ভাবতেই পারবে না এর সাথে কোন সাদা মানুষ জড়িত থাকতে পারে।'

'ঠিক তাই।'

'এমন একটা কাজ মরুভূমির ভিতর যতটা সম্ভব দূরে ঘটাই ভাল,' বলে চলল রুফাস। নোংরা নখ দিয়ে নিজের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকাল সে। ধৈর্য ধরে ওর ওপর নজর রেখেছে বিশপ। 'তাই যদি হয়, তাহলে আমি যদি পাইয়ুটদের রাজি করাতে পারি তবে কাজটা আজ রাতেই সেরে ফেলা দরকার।'

'এটা তাদের করতেই হবে।'

'বুঝতে পারছি, বিশপ। সাধারণত আমি ওদের যা বলি তাই ওরা করে।'

'এতে ওদের অনেক লাভ হবে, রুফাস।'

'ঠিক আছে, বিশপ, তুমি আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দাও, আমি এখনই গিয়ে ওদের সাথে কথাবার্তা বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলছি।'

'কাজটা যেন ওরা কিছুতেই পণ্ড না করে বসে।'

বাঁকা হাসি হাসল রুফাস।

'পাইয়ুটরা নিখুঁত ভাবেই কাজ করে। পণ্ড করা কাকে বলে তা ওরা জানে না। আমি ওদের সাথে অনেককাল কাটিয়েছি, সুতরাং ওদের আমি ভাল করেই চিনি। ওরা যখন কোন কাজ করে তা সুষ্ঠু ভাবেই করে।'

ঘোড়ার লাগামের দিকে হাত বাড়াল বিশপ। তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠে জাঁকিয়ে বসল।

'ও, আর একটা কথা, রুফাস।'

'বলো?'

'তোমাকে কথা দিয়ে আমি সব সময়েই আমার কথা রেখেছি, তাই না?'

'তুমি আমাকে কখনও আপত্তি তুলতে দেখেছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রুফাস।'

'না। তাই আমি আশা করছি এবারেও তোমার কাছ থেকে আমি সৎ ব্যবহারই পাব।'

মুখ তুলে তাকাল রুফাস।

'টাকার বাক্সটা তুমি ছাড়া আর কাউকে খুলতে দেয়া হবে না, মনে হচ্ছে সৎ বলতে তুমি ওটাই বোঝাতে চাচ্ছ।'

ঘোড়ার মুখ ঘোরাল বিশপ।

'ওহ, আর একটা কথা, রুফাস –'

'আমি কান খুলেই শুনছি।'

'এর মধ্যে তুমি আমার সাথে দেখা বা যোগাযোগ করার কোন চেষ্টা করবে না। বুঝেছ?'

'পরিষ্কার। তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করার অপেক্ষায় থাকব আমি।'

দাড়িওয়ালা লোকটা লাগাম ধরে স্পারের খোঁচায় ঘোড়া আগে বাড়াল। রুফাস ক্রদার্স গোড়ালির ওপর ঘুরে ধীর গতিতে নিজের ছাপরার দিকে এগোল। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সে আবার বেরিয়ে দরজা টেনে দিয়ে ছাপরার পিছনে চলে গেল। এর এক মিনিট পরেই ওকে দেখা গেল ঘোড়ার পিঠে চড়ে উত্তর দিকে পাহাড়ের উঁচুনিচু এলাকার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল সে।

*

ওয়্যাগন ট্রেইনটার যেন আর কোন শেষ নেই। ওটার একটা বিরাট আঁকাবাঁকা লাইন লম্বা হয়ে যতদূর চোখ যায় চলে গেছে। বিশাল আর ভারী ভারী প্রেয়ারি স্কুনারের সাথে বিরাট চাকাওয়ালা উঁচু ফার্ম ওয়্যাগনের রেখাটা যেন দিগন্তের সাথে গিয়ে মিশেছে। ওটা এক মাইলেরও বেশি লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লান্ত ষাঁড় আর ঘোড়াগুলো বালুর ওপর ধীর গতিতে কোনমতে টেনে নিয়ে চলেছে। একটা চাবুক বিস্ফোরণের মত শব্দ তুলে বাতাসে ফুটল। ওটার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে একটা শিশু কেঁদে উঠল; একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল। এর পরে আবার নীরবতা। এখন কেবল একঘেয়ে চাকা ঘোরার শব্দ।

ওখানে সত্তরটা ওয়্যাগন লাইন ধরে চলছে। পুরুষ, নারী, আর বাচ্চা মিলিয়ে ওয়্যাগনে মানুষের সংখ্যা দুশোরও বেশি। ওই ওয়্যাগনগুলোর পাশে মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে নয়শো গরু ড্রাইভ করে নিয়ে চলেছে ওরা। ওদের বেশিরভাগ লোকই আরকেনসও

থেকে এসেছে; বাকি লোক মিসৌরি থেকে রওনা হয়েছে। সংখ্যায় কম হলে কি হবে ওদের গলার জোর এত বেশি যে দলের আর কেউ ওদের কাছে পাত্তাই পায় না। তাই রাতে ক্যাম্প করে আগুন ঘিরে বসে ওরাই বেশি কথা বলে, আর বাকি সবাই বাধ্য হয়ে চুপচাপ বসে ওদের কথাবার্তা শোনে। সমস্ত দিন গরমের জন্যে ওদের গাড়ির ছাউনির ভিতর বসেই কাটাতে হয়। সন্ধ্যা নামার পর যখন আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে বাতাস বইতে শুরু করে তখনই কেবল ওরা বাইরে বেরোয়।

ট্রেইনের লীডার একজন পাতলা গড়নের লম্বা মানুষ — ক্যাপটেইন ডেভ কোলম্যান। লোকটা টেক্সাস আর ওকলাহোমা রেঞ্জ বহুবার চষে বেড়িয়েছে। ওর কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই খুব অবাক হয়। সারাটা দিন সে তার ঘোড়ার পিঠে দলের আর সবার আধমাইল আগে থেকে সামনের দিকটা স্কাউট করে বেড়ায়। তার ঘোড়াটাও যেন ডেভের মতই ক্লান্তিহীন। রাতেও তার কাজের শেষ নেই। মরুভূমিতে ক্যাম্প করার জন্যে ভাল জায়গা বলে কিছু নেই, সব জায়গাই এক রকম। ডেভ যখন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আর সবার জন্যে অপেক্ষা করে, তখন দলের সবাই বুঝে নেয় যে ক্যাম্প করার সময় হয়েছে। মাঝখানে চারকোনা একটা জায়গা রেখে ওয়্যাগনগুলো একের পিছনে এক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে জোয়াল থেকে ঘোড়া আর ষাঁড়গুলো খুলে মাঝের ফাঁকা জায়গায় একসাথে জড়ো করে। ডেভ ঘোড়ার পিঠে একমাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত চারপাশ ঘুরে ঘুরে তদারক করে দেখে কোন ফাঁক না রেখে ওগুলো ঠিকমত সাজানো হয়েছে কিনা। জন্তুগুলোকে রেশন মত পানি আর খাবার খাওয়ানো নিশ্চিত করে সে প্রত্যেকটা লোকের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখা করে তাদের জিজ্ঞেস করে তাদের কোন অসুবিধা আছে কিনা। সবার খাওয়া শেষ হলে বাচ্চাদের নিয়ে ক্লান্ত মেয়েরা তাদের ওয়্যাগনে ফিরে গিয়ে বাচ্চাদের অর্ধেক

গোসল করিয়ে ওদের ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা করে। প্রতিবাদে ওদের কান্নার রোল ওঠে; এদিকে পুরুষরা আগুন ঘিরে বসে গল্প করতে করতে একটা শেষ ধূমপান উপভোগ করে। যারা কম কথা বলে, তারা সম্ভবত নীরবে তাদের সামনের লম্বা যাত্রার কথা ভাবে এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছানোর পর নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আপন মনেই জল্পনা-কল্পনা করে। রাতের অন্ধকারে একটা কুকুর উত্তেজিত স্বরে ঘেউঘেউ করা শুরু করল। কার যেন জোর ধমকে সে চুপ করল।

ক্যাপটেইন কোলম্যান জনি সায়মনের ওয়্যাগনের পাশে তার ঘোড়া থামাল। সায়মন তার ওয়্যাগনের ড্রাইভিং সীটে অলসভাবে বসে পাইপ ফুঁকছিল।

'আর কতদূর, ডেভ?' প্রশ্ন করল সে।

'আমার বিশ্বাস আর দুদিন পরেই আমরা পৌঁছে যাব,' জবাব দিল ডেভ। একটু হাসল সে। 'লোকে মরুভূমিটাকে যত বড় বলে ধারণা করে আসলে এটা তত বড় নয়।'

'আমার জন্যে এটা যথেষ্ট বড়,' অসন্তোষ প্রকাশ করল জনি।

মৃদু হেসে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আগে বাড়ল ক্যাপটেইন। সারির শেষ মাথায় কোট পরা পাতলা গড়নের কাউকে দুটো স্কুনারের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ওদিকে এগোল ডেভ। মেয়েটা থেমে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকাল। লাগাম টেনে ক্যাপটেইনও থামল।

'গুড ইভনিং, মিস লরা নেলসন,' তর্জনী তুলে হ্যাট ছুঁয়ে বলল সে।

'গুড ইভনিং, ক্যাপটেইন।'

'বেশি দূরে যাওয়াটা ঠিক হবে না, মিস,' পরামর্শ দিল সে। জানো তো, এটা এখনও মরুভূমি, এখানে যেকোন সময়ে অনেক কিছুই অপ্রত্যাশিত ভাবে মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে।'

'আমি দূরে কোথাও যাচ্ছি না,' বলল লরা। তারপর ঠাণ্ডা বাতাস ঠেকাতে কোটের কলার তুলে গলা ঢেকে হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে আবার মুখ তুলে তাকাল। 'আচ্ছা, তুমি হার্প নামে কাউকে চেনো?'

'হার্প?' চিন্তামগ্ন ভাবে পুনরাবৃত্তি করল ডেভ। 'ওই নামের কাউকে চিনি বলে মনে পড়ছে না। ওর প্রথম নাম কি?'

'স্যাম, কিন্তু সেটা খুব কম লোকই জানে। বেশিরভাগ মানুষ ওকে শুধু মাসট্যাং মার্শাল নামেই চেনে।'

'তাই? – ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পারো?'

'ওহ, লোকটা লম্বা, অত্যন্ত শক্তিশালী আর সুদর্শন।'

হালকা ভাবে হাসল ক্যাপটেইন।

'তোমার চোখে হয়ত তাই–ওর আর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য?'

'শোনা যায় কোল্টে তার হাত মারাত্মক।'

'তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো সে রীতিমত সমীহ করে চলার মত লোকই বটে, মিস নেলসন।'

'ওর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে সে সবসময়ে কালো পোশাক পরে এবং কেবল একটা বিশাল কালো ঘোড়াতেই চড়ে সে।'

'এক মিনিট,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ডেভ, 'আবছা ভাবে কিছু কথা যেন মনে আসছে। একটা সেলুনে একদিন আমি দুজনকে ওর সম্পর্কে আলাপ করতে শুনেছিলাম – কিন্তু ওরা কোন জায়গার কথা বলছিল তা ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'কি বলছিল ওরা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল লরা।

মাথা নাড়ল ক্যাপটেইন।

'এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে আমি সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। জায়গাটার কথা মনে করতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কিছুতেই মনে আসছে না। যাহোক, মোদ্দা কথা হচ্ছে ওরা কোন একটা শহরের কথা বলছিল, ওই শহরে সে নাকি শেরিফ হয়ে সব খারাপ

লোককে প্রায় একাই দাবড়ে দেশ ছাড়া করে ছেড়েছিল। " 'ওই যে, সে যাচ্ছে," জানালা দিয়ে তাকিয়ে ওদের একজন বলল। আর সবার মত আমারও ওই কিংবদন্তির লোকটাকে দেখার কৌতূহল হলো, তাই সবার সাথে আমিও জানালা দিয়ে ওকে দেখলাম।'

'তুমি ওকে দেখেছ?'

'চেহারা দেখতে পাইনি, কেবল পিছন থেকে দেখেছি। চওড়া কাঁধের লোকটা বিশাল এক কালো ঘোড়ার ওপর বসে ছিল। এত বড় ঘোড়া আমি আর কোথাও দেখিনি!'

'ওর নাম কি ওরা উল্লেখ করেছিল?'

'হ্যাঁ, ওকে মাসট্যাং নামেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। মনে হয় ওকে ওই শহরের মার্শাল হিসেবে থাকতে অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু সে রাজি হয়নি। বলেছিল সে নাকি ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে যাচ্ছে। অনেক কথা হলো, ওদিকে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। যাওয়ার আগে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, ক্যাম্প ছেড়ে বেশি দূর যেয়ো না কিন্তু।'

ঘোড়া নিয়ে নিজের কাজে চলে গেল ক্যাপটেইন।

মেয়েটাও অন্ধকার মরুভূমির দিকে এগোল। একটা নিচু শিস শুনে চট করে ঘুরে তাকিয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল লরা। একটা ছায়ামূর্তি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেয়েটা চিৎকার করে উঠতে গেল কিন্তু লোকটা একহাতে ওর মুখ চেপে ধরায় চিৎকারটা মাঝপথেই থেমে গেল। জোরাজুরি করতে গিয়ে সে পা পিছলে পড়ে গেল। ওর চোখের সামনে ডজন ডজন ছায়ামূর্তি মরুভূমির ভিতর থেকে গজিয়ে উঠল। রক্ত হিম করার মত বিকট হুঙ্কার দিল ওরা। প্রায় ওর কানের পাশ থেকেই কানের পর্দা ফাটানো প্রচণ্ড শব্দ তুলে একটা রাইফেল গর্জে উঠল।

ভয়ে চোখ বুজে মেয়েটা ফুঁপিয়ে উঠল। আক্রমণকারীর হাত

দ্রুত একবার উপরে উঠে আবার নেমে এলো। মাথায় শক্ত কিছুর আঘাতে বালুর ওপর লুটিয়ে পড়ল লরা।

রাইফেল হাতে একটা লম্বা গড়নের লোক ওয়্যাগন ট্রেইনের দিক থেকে ছুটে এগিয়ে এল। জনাছয়েক ছায়ামূর্তি লম্বা ছুরি হাতে ওর দিকে এগিয়ে গেল; ছুরির চকচকে ফলাগুলো তারার আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল। ওয়্যাগন ট্রেইনের লম্বা লোকটা নল ধরে গদার মত মাথার ওপর রাইফেল ঘোরাল। ছুঁড়ে মারা একটা ছুরি সোজা গিয়ে ওর বুকে বিঁধল। হাঁ করে শ্বাস টলতে টলতে সে পিছিয়ে গেল। ছায়ামূর্তিগুলো মুহূর্তে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল। তারপর ধাক্কা দিয়ে ওকে চিৎ করে ফেলে অনেকগুলো ছুরির আঘাতে লোকটাকে একেবারে শেষ করে ফেলল। অন্তিম একটা চিৎকার দিয়ে অনড় হয়ে পড়ে রইল ক্যাপটেইন ডেভ কোলম্যান। আক্রমণকারীরা এবার ওয়্যাগন ট্রেইনের দিকে ছুটল। ওদের সঙ্গীরা আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে।

এগারো

ভোর হওয়ার অনেক আগেই লরা নেলসনের অচেতন দেহ কোলে নিয়ে রুফাস ক্রদার্স পেনফিল্ডে বিশপের বাড়িতে পৌঁছল। বিশপ নিজেই দরজা খুলল। ওর পরনের লম্বা নাইট শার্ট বুটের ভিতর গোঁজা প্যান্টটা প্রায় পুরোই ঢেকে রেখেছে। সে রুফাসের দিকে

কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল; ওর ঠোঁট জোড়াও চেপে বসল। মনে হলো ওর দাড়িও যেন কিছুটা খাড়া হয়ে উঠেছে।

'তুমি এখানে কি করছ?' গর্জে উঠল বিশপ।

হাতের ওপর বয়ে আনা অসাড় দেহটার ভর পরিবর্তন করল রুফাস।

'সারা শহর তোমার চিৎকারে জেগে ওঠার আগেই আমাকে ভিতরে আসতে দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল রুফাস।

ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে নিয়ে দরজাটা পুরো খুলে সরে দাঁড়াল বিশপ। ঘরে ঢুকে ওকে পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ওর চোখ পড়ল রুফাসের কোলে মেয়েটার ওপর। মেয়েটাকে নিয়ে রুফাস সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

'ওই মেয়েটা আবার কে?' প্রশ্ন করল বিশপ।

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে কেবল কামরাটা ঘুরে দেখল আধা-ইন্ডিয়ান। দরজা বন্ধ করে দিল বিশপ।

'মেয়েটা কে?' আবার প্রশ্ন করল সে।

'প্রথমে ওকে কোথাও নামিয়ে রাখার সুযোগ দাও,' শান্ত স্বরে বলল রুফাস, 'তারপর তোমাকে সব বলছি। মেয়েটা আহত, ওর কিছু সেবা দরকার।'

'আমার সাথে এসো,' আদেশ করল বিশপ।

রান্নাঘর পেরিয়ে একটা দরজা খুলল। রুফাস ওকে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে উপর তালায় উঠল। ওকে ওখানেই দাঁড়াতে ইশারা করে একটা বন্ধ দরজায় নক করল বিশপ।

'অ্যানি!' নিচু স্বরে ডাকল সে।

কোন জবাব এল না দেখে আবার নক করে আরেকটু জোর গলায় ডাকল, 'অ্যানি!'

এবার দরজার ওপাশ থেকে নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

কেউ দ্রুত এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

বিশপ ঘুরে তাকিয়ে রুফাসকে নির্দেশ দিল, 'ওকে ভিতরে নিয়ে এসো।'

রুফাস মাথা ঝাঁকিয়ে লরাকে নিয়ে এগিয়ে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল। অ্যানি মেয়েটাকে কম্বল দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিয়ে ঘুরে হতবুদ্ধি চেহারায় বিশপ আর আধা-ইন্ডিয়ানের দিকে তাকাল।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' রুফাস মেয়েটাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। 'মেয়েটার একটু যত্ন নিলেই ও ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কেবল ওর ওপর একটু চোখ রাখলেই চলবে।' বিশপের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল রুফাস। 'আমার বিশ্বাস আপাতত এখানে আর কিছু করার নেই আমার।'

'চলে এসো,' ধমকের সুরে রুফাসকে বলল বিশপ।

রুফাস ঘুরে অ্যানির দিকে চেয়ে নড করে দরজার দিকে পা বাড়াল। দরজাটা টেনে দিয়ে বিশপের সাথে রান্নাঘরে ফিরে এলো সে।

'ঘটনাটা কি?' কড়া সুরে কৈফিয়ত দাবি করল বিশপ। 'এর মানেটা কি? এখানে আসতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম আমি।'

টেবিলের কোনার ওপর চড়ে বসল রুফাস। বিশপের দাড়ি অশুভ ইঙ্গিত দিয়ে নড়ে উঠতে দেখে সে চট করে মেঝের ওপর নেমে দাঁড়াল।

'ওকে আমি ওয়্যাগন ট্রেইনের কাছেই অচেতন অবস্থায় দেখতে পাই,' শুরু করল রুফাস। 'কেউ ওর মাথায় শক্ত আঘাত করেছে।'

বিশপের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'তাই তুমি ওকে এখানে নিয়ে এলে!'

কাঁধ উঁচাল রুফাস।

'ওকে ওখানে ফেলে আসার চেয়ে এটা অনেক ভাল; কারণ ওকে ওখানেই ফেলে এলে কেউ না কেউ অবশ্যই ওকে দেখতে পেত, এবং ওর জ্ঞান ফিরলে ওই রেইড সম্পর্কে সে যা জানে সব গড়গড় করে বলে দিত।'

'তাই বলত?'

'অবশ্যই। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে এখানে নিয়ে আসাটাই সবদিক থেকে নিরাপদ; কারণ এখানে তোমার চোখের সামনে থাকলে সে কারও কাছেই মুখ খোলার সুযোগ পাবে না।'

বিশপ পায়চারি করা শুরু করল।

'ইন্ডিয়ানরা ওকে শেষ করেনি কেন?' কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে সে প্রশ্ন করল। 'তাহলে আর আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণই থাকত না।'

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকল রুফাস।

পায়চারি থামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বিশপ। 'ওখানে আর কেউ জীবিত ছিল?' জানতে চাইল সে।

'না।'

জবাব শুনে বিশপের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো।

'ভাল। ওই টাকার বাক্সের কি খবর?'

দাঁত বের করে বিশপের একটা হাসি দিল রুফাস।

'ওটা আমি ঠিকই বের করে নিয়েছি। টাকার কথা আমি ইন্ডিয়ানদেরও কিছু জানাইনি। তাই ওরা ওটার জন্যে কোন খোঁজই করেনি।'

অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বিশপ।

'ওটা এখন কোথায়?' জানতে চাইল সে।

'আমি ওটা এমন জায়গায় পুঁতে রেখেছি যে কারও সেটা খুঁজে পাওয়ার সাধ্য নেই। তুমি যখন বলবে তখনই আমরা গিয়ে ওটা খুঁড়ে বের করব,' ব্যাখ্যা করল রুফাস। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে

কিছু অলঙ্কার বের করল। 'এইযে নেও।'

এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ওগুলো নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশপ ওকে জরিপ করে দেখল।

'বাকি সব গয়না পাইয়ুটরা নিয়ে গেছে,' আবেগহীন স্বরে জানাল রুফাস।

ভুরু কুঁচকাল বিশপ।

'আমি ওখানে পৌঁছার আগেই ওরা ওগুলো নিয়ে ফেলেছিল, তাই আমার আর কিছু করার উপায় ছিল না। হয়ত আমি ওদের সাথে ঝগড়া করতে পারতাম কিন্তু ওরা যেসব স্ক্যাল্প নিয়েছে তার সাথে আমার নিজেরটাও যোগ করার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। যাহোক, যা ক্যাশ আমাদের হাতে আছে তা ওরা যা নিয়েছে তার তুলনায় অনেক অনেক বেশি।'

বিশপ কোন মন্তব্য করল না। রুফাস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার হাতের বুড়ো আঙ্গুল দুটো বেল্টের তলায় গুঁজল।

'বিশপ--' শুরু করল সে।

'বলো?'

'এই কাজে আমার কত টাকা পাওয়ার কথা?'

সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে ওকে দেখল বিশপ।

'দশ হাজার ডলার,' কঠিন স্বরে জানাল সে।

দাঁত বের করে হেসে ধীরে মাথা নাড়ল রুফাস।

'এই কাজের জন্যে অঙ্কটা যথেষ্ট নয়,' শান্ত স্বরে বলল সে।

'তাই নাকি!'

'আমরা এটাকে সমান সমান দুই ভাগে ভাগ করব।'

বিশপের চোখদুটো সরু হলো।

'তোমার জায়গায় আমি থাকলে দশ হাজার নিয়েই খুব সন্তুষ্ট থাকতাম,' শান্ত স্বরে বলল বিশপ।

'নব্বই হাজারের অর্ধেক হচ্ছে ঠিক পঁয়তাল্লিশ হাজার,'

রুফাসের স্বরটাও অত্যন্ত শান্ত শোনাল। 'এবং তাই আমি চাই।

'আর কিছু?'

'না। তাহলে এইরকমই কথা রইল। রাজি?'

শান্ত ভাবে হাসল বিশপ। 'অবশ্যই, রুফাস।'

বিশপের জবাব শুনে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো রুফাসের চোখ।

'তুমি তাহলে ভাবছ না যে আমি তোমাকে ফাঁদে ফেলে, বা ঝাটপাড়ি করে তোমার থেকে টাকা আদায় করার চেষ্টা করছি?'

'অবশ্যই না। আমরা বহুদিন থেকে পরস্পরের বন্ধু। এবং তুমিই যখন সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজটা করিয়েছ, তখন সমান ভাগ তুমি নিশ্চয়ই দাবি করতে পারো। পুরো পঁয়তাল্লিশ হাজারই তোমাকে দেব আমি।'

রুফাস নিজের ঠোঁট কামড়াল।

কোমল স্বরে একটু হাসল বিশপ।

'আবার কি হলো? আমি তো তোমার শর্তেই রাজি হলাম, অথচ এতে তুমি খুশি হওয়ার বদলে বরং দ্বিধাই প্রকাশ করছ।'

রুফাসের চোখে একটা অদ্ভুত দীপ্তি দেখা দিল।

শান্ত স্বরেই সে বলল, 'তুমি না বললেই সেটা আমার কাছে বেশি স্বাভাবিক মনে হত।'

বিশপের ভুরু ধনুকের আকার নিল।

'তোমার কথার মানেটা আমি ঠিক বুঝলাম না।'

'আমার কথার মানে তুমি ঠিকই বুঝেছ। তুমি আমাকে যতটা বোকা ভাবছ তত বোকা আমি নই। আমি তোমাকে ভাল ভাবেই চিনি, বিশপ।'

'ওই কথায় তুমি কি বোঝাতে চাইছ?'

'যখন তুমি আমার প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে গেলে সেই মুহূর্তেই আমি বুঝে নিয়েছি তোমার মাথায় কি চিন্তা চলছে। আমি

যদি পুরো নব্বই হাজারই চাইতাম তাতেও তুমি সম্মত হতে। কিন্তু তুমি আমাকে ধোঁকা দিতে পারোনি, বিন্দুমাত্র না। এরই মধ্যে তুমি স্থির করে ফেলেছ কিভাবে এবং কখন আমি গুলি খেয়ে মরব। আমার ধারণা ওই দশ হাজারে রাজি হলেও হয়ত আমার কপালে একই পরিণতি ঘটত। বেশি দাবি করার পরেও তুমি রাজি হওয়ায় এখন আমি নিশ্চিত! তুমি যেমন জানো, আমিও ঠিক তেমনি জানি এক কথায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ছেড়ে দেয়ার মানুষ তুমি নও। তোমার হাসি আর মিষ্টি কথায় ভোলার মানুষ এই ঝানু রুফাস নয়।' যেকোন শর্তে তোমার রাজি হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে টাকাটা এখন আমার কাছে, এবং তুমি জানোই না ওটা কোথায় পুঁতে রাখা হয়েছে। কিন্তু একবার জানতে পারলে—'

'কি হবে?'

'সেটাই হবে আমার কাল। কেবল ওই একটা তুরুপের তাস আমার হাতে রয়েছে, যার কারণে আমার বিরুদ্ধে বেপরোয়া কিছু করার আগে তোমাকে দুবার ভাবতে হবে।'

'বলে যাও, আমি শুনছি।'

'তুমি যদি এমন কিছু করো, যেটা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয় তাহলে ওই টাকার একটা সেন্টের দেখাও তুমি পাবে না। আরেকটা কথা, যেটা আমি ঠিক করেছিলাম তোমাকে জানতেও দেব না— আমি একটা চিঠিও লিখেছি।'

বিশপের চোখদুটো ইস্পাত কঠিন হয়ে উঠল।

'একটা চিঠি, রুফাস?'

ক্রুদার্স শয়তানির হাসি হাসল।

'ঠিক তাই, ওটা সল্ট লেক সিটির একজন বন্ধুকে লেখা হয়েছে। আমার কিছু হলেই সে ওই চিঠিটা জায়গা মত পৌঁছে দেবে। ওতে আমি তোমার জন্যে প্রথম কাজ থেকে শুরু করে এই ওয়্যাগন ট্রেইনের কাজ পর্যন্ত সব কিছুর কথাই লেখা আছে।

বিশ্বাস করো ওই চিঠিটা যেকোন মানুষের মনোযোগ কেড়ে নেয়ার মতই একটা চিঠি হয়েছে বটে! পাইয়ুটদের সাথে দেখা করে ফিরেই আমি চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

নিজের বেল্টটা একটু তুলে নিয়ে একটু নড করে ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে দরজা খুলল সে।

'তোমার দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম, বিশপ,' ঘাড় ফিরিয়ে বলল সে।

'এক মিনিট অপেক্ষা করো, রুফাস,' ওকে থামাল বিশপ।

'হ্যাঁ, বলো?'

বিশপ ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকল, তারপর হেসে মাথা নাড়ল।

'সেকথা এখন থাক,' বলল সে। 'তুমি এখন যাও, কয়দিনের মধ্যেই আমি তোমার সাথে দেখা করব।'

'নিশ্চয়, তাড়াটা আমার নয়, তোমার,' বলে বেরিয়ে গেল সে।

*

সন্ধ্যার দিকে অ্যানির দরজায় হালকা টোকা দিল বিশপ। প্রায় সাথেসাথেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে মেয়েটা ওকে জোরে শব্দ করতে নিষেধ করল।

'ও কি ঘুমাচ্ছে?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল বিশপ।

অ্যানি নীরবে মাথা ঝাঁকাল।

'নিচে চলো,' আদেশ করল সে। 'তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ।'

গোড়ালির ওপর ঘুরে রান্নাঘরে ফিরে এলো বিশপ। কয়েক মিনিটের মধ্যে অ্যানিও নিচে নেমে এলো।

'বোসো, ডিয়ার,' বলল বিশপ। ওখানে টেবিলের চার পাশে চেয়ার পাতা রয়েছে; ওগুলোরই একটা বেছে নিয়ে ঠিক উল্টো পাশে বসল অ্যানি। মেয়েটা বসার পর নিজেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল বিশপ। তারপর মুখ তুলে অ্যানির দিকে চেয়ে অমায়িক ভাবে একটু হাসল সে। 'তুমি সত্যিই সুন্দরী, অ্যানি।'

লজ্জা পেয়ে বিশপের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল মেয়েটা।

'অ্যানি,' মুখ খুলল বিশপ, 'সব কিছুই খুব সুন্দর ভাবে আগে বাড়ছে; আমি যতটা আশা করেছিলাম তার চেয়েও বেশি ভাল। এই শহর এবং এর আশপাশের সব এলাকা এরই মধ্যে আমার দখলে এসে গেছে। শীঘ্রি সম্পূর্ণ ইউটার ওপর আমি আঘাত হানব। আমিই থাকব সমস্ত মরমন গির্জার শীর্ষে। একবার জমে বসতে পারলে, পরে একে একে আশপাশের অন্যান্য স্টেটগুলোও কব্জা করে নেব। ওগুলোর দেখাশোনা করবে আমারই নিজস্ব লোক। আমার ক্ষমতা বাড়তে বাড়তে এক সময়ে এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে আমার কথাই হবে আইন। আমি এমন একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলব, যেখানে আমি হব রাজা আর তুমিই হবে আমার রানী।'

মেয়েটা মাথা তুলে কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। বিশপ মৃদু শব্দ করে হাসল।

'আমার কথাগুলো তোমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে, কিন্তু যখন আমার কথাগুলো ফলতে শুরু করবে তখন তুমি বুঝবে বিশপ জেরল্ডের স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা কি। তুমি একাই সব পাবে, যা পাওয়ার স্বপ্ন সব মেয়ের মনেই থাকে, অথচ কোনদিনই পায় না—ক্ষমতা, পর্যাপ্ত টাকা আর অলঙ্কার। সারা পৃথিবী তোমার পায়ের তলায় থাকবে। তোমার যেকোন ইচ্ছা আর আদেশ পালন করতে সবাই ছুটাছুটি করবে। অ্যানি, তুমি স্বেচ্ছায় মরমন ধর্ম গ্রহণ করবে আশা করে আমি অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। কিন্তু

আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। আগামী রোববারই আমরা বিয়ে করছি।'

অ্যানির চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো। দামী পাথর বসানো একটা ব্রোচ টেবিলের ওপর দিয়ে ওর দিকে ঠেলে দিল বিশপ। 'আমার তরফ থেকে এটা তোমার জন্যে একটা ছোট্ট উপহার; ওটা পরে নাও।'

চেয়ারটা পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল বিশপ। অ্যানিও উঠল।

'ব্রোচটা,' বলল সে। 'ওটা নিয়ে যাও, পরতে ভুলো না যেন।'

ভুরু কুঁচকে ওটার দিকে তাকাল মেয়েটা। তারপর হাত বাড়িয়ে ওটা তুলে নিয়ে ধীরে দরজার দিকে ফিরল। বিশপের মুখে একটা মৃদু সাফল্যের হাসি ফুটে উঠল।

'অ্যানি,' পিছন থেকে বিশপের ডাক শুনে থামল সে।

দ্রুত ওর পাশে পৌঁছে গেল জেরল্ড। বাহুমূল ধরে নিজের দিকে ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে জড়িয়ে চুমো খাওয়ার জন্যে ঝুঁকল সে। মুখটা একপাশে সরিয়ে ওকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে অ্যানি। বুনো আনন্দে মৃদু শব্দে হাসল বিশপ। তরপর আবার মুখ নামাল। অ্যানির ডান হাত দ্রুত উপরে উঠে বিশপের গলায় খামচি বসাল। মুহূর্তে ওকে ছেড়ে দিয়ে নিজের গলায় হাত বোলাল সে। আঙুল সামনে এনে দেখল ওতে রক্ত লেগে আছে। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল মেয়েটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে। দোতালায় ওঠার পদশব্দের পর দড়াম করে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ ওর কানে পৌঁছল।

তাড়াতাড়ি দরজার বল্টু আটকে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরে দাঁড়াল সে। লরা জেগেই আছে, এবং ওর চোখ অ্যানির ওপর স্থির হয়ে

রয়েছে।

'ওহ!' দুঃখ প্রকাশ করল অ্যানি। 'এভাবে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার ইচ্ছা আমার ছিল না!'

বিছানার কাছে এগিয়ে গেল অ্যানি।

'এখন তুমি একটু ভাল বোধ করছ?' প্রশ্ন করল সে।

ওর দিকে চেয়ে একটু হাসল লরা।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'মাথাটা কেবল একটু দপদপ করছে, এছাড়া ভালই আছি।'

অ্যানি এগিয়ে এসে বিছানার ওপর ওর মাথার কাছে বসল।

'আমি তোমার মাথা বারবার ধুয়ে দিচ্ছিলাম,' বলল সে। 'হয়ত সেটাই আমার চালিয়ে যাওয়া উচিত।'

'এক মিনিট,' বলে উঠল লরা। 'তোমার হাতের ওই ব্রোচটা আমি একটু দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়,' বলে ব্রোচটা ওর হাতে তুলে দিল অ্যানি।

ওটা একটু উল্টেপাল্টে দেখে সে প্রশ্ন করল, 'এটা কবে থেকে তোমার কাছে আছে, এবং এটা তুমি কোথায় পেয়েছ জানতে পারি?'

'বিশপ জেরল্ড এইমাত্র এটা আমাকে দিল, কিন্তু তুমি হঠাৎ এসব কেন জানতে চাইছ?'

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে সে বলল, 'তুমি ওই বাতির আলোটা একটু বাড়িয়ে দেবে?'

'বিশপের ডাকে নিচে যাওয়ার আগে আমি আলোটা জ্বেলেছি। তোমার অসুবিধা হতে পারে ভেবেই কমিয়ে রেখেছিলাম।'

দরজা আর বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় রাখা টেবিলের কাছে গিয়ে আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে আবার বিছানার কাছে ফিরল অ্যানি।

'এখন ঠিক আছে তো?' হাসিমুখে প্রশ্ন করল সে।

'অনেক ভাল, ধন্যবাদ।' বলে ব্রোচটা আরেকটু ভাল করে

পরীক্ষা করে দেখে ফিরিয়ে দিল। 'আমার নাম লরা নেলসন। ওই ব্রোচটার পিছনে লেখা অদ্যাক্ষরগুলো তুমি পড়তে পারো?'

'আমি চেষ্টা করে দেখছি,' বলল অ্যানি। এক সেকেন্ড খুঁটিয়ে দেখে সে বলল, 'হ্যাঁ– এল. এন.।'

'লরা নেলসন', শান্ত স্বরে বলল মেয়েটা।

'তাহলে– তাহলে এটা তোমার!'

'ওটা দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম,' ব্যাখ্যা করল লরা। 'তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্যে দেখতে চেয়েছিলাম।'

'আমি বুঝতে পারছি না। এটা বিশপের হাতে কিভাবে পৌঁছল?'

'সেটা আমি জানি না। তবে কেবল এটাই জানি যে রাতে ওই ওয়্যাগন ট্রেইন থেকে আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম সেদিন ওটা আমার ব্লাউজে পিন করা ছিল। তুমি যদি আমার ব্লাউজ খুঁটিয়ে দেখো তবে ওটার সুক্ষ্ম ফুটোগুলো তোমার নজরে পড়বে। ছেঁড়া অংশটা দেখেই বুঝতে পারবে, আমার জামা থেকে কেউ জোর খাটিয়ে ওটা ছিঁড়ে নিয়েছে।'

বারো

কোরাল গেটের সামনে ঘোড়া থামাল হার্প। ওর নাম ধরে কাউকে ডাকতে শুনে স্যাডলের ওপর বসেই ঘুরে তাকাল। বাড়ি থেকে

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে জেরি ওর পাশে এসে থামল।

'তোমার সাথে জরুরী কথা আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে।

'একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও, জেরি, আগের মত সেই ছুটাছুটি করার জোয়ান বয়স এখন আর তোমার নেই,' বলে দাঁত বের করে হেসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল হার্প।

'ওই বিশাল ওয়্যাগন ট্রেইনটা যেটা আমাদের পিছন পিছন আসছিল,' উত্তেজিত স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জেরি,' ইন্ডিয়ান হামলা ওটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল হার্প।

'তাই নাকি? কিন্তু এই খবর তোমাকে কে দিল?' প্রশ্ন করল সে।

'কেবল একটা লোকই ওদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে,' জবাব দিল জেরি। 'এই মুহূর্তে লোকটা র‍্যাঞ্চহাউসে আছে।'

'আর কিছু?'

'পিট আর আমি আজ সকালে পেনফিল্ডের দিকে গেছিলাম,' বলে চলল জেরি। 'নিছক কৌতূহল বশেই।'

'কপাল ভাল পথে তোমাদের সাথে মরমনদের দেখা হয়নি,' শুষ্ক স্বরে বলল হার্প। 'নাকি আরও কিছু ঘটেছে?'

'না, যা ঘটেছে সেটা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের কিছু।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে– যা ঘটেছে সেটাই বলো শুনি।'

'আমাকে বলার সুযোগ না দিলে কিভাবে বলব? যাহোক, আমরা শহরটাকে দূর থেকে একটা চক্কর দিয়ে ফিরছি, এই সময়ে হঠাৎ পিটের চোখে পড়ল মিউলের পিঠে একটা লোক মরুভূমির দিক থেকে শহরে ঢোকার পাসের দিকে এগোচ্ছে। আমরা লুকিয়ে লোকটাকে আরও কাছ থেকে দেখার অপেক্ষায় থাকলাম। লোকটা কিছুটা কাছে আসার পর লক্ষ করলাম কোথায় যেন কিছু

একটা গোলমাল আছে; লোকটা মাতালের মত খচ্চরের ওপর বসে এপাশ-ওপাশ দুলছে। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে দেখার জন্যে আমরা ওর দিকে এগিয়ে গেলাম।'

হার্প এখন ওর কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

'কাছে গিয়ে দেখলাম লোকটার সারা শরীর রক্তাক্ত। পরের মুহূর্তেই সে নিচে পড়ে যাচ্ছিল; পিট আর আমি ওকে না ধরলে সে নির্ঘাত পড়ে যেত। শেষে আমরা দুজনে মিলে ওকে ধরাধরি করে আমার ঘোড়ার সামনে বসিয়ে এখানে নিয়ে এলাম।'

'বুঝলাম; এখন সে কেমন আছে?'

'আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব সবই আমরা করেছি। ভাবলাম একমাত্র বিশ্রামই ওর জন্যে ভাল হয়ে ওঠার সবথেকে ভাল উপায়, তাই ওকে আমরা বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তুমি ফেরার একটু আগে সে মোটামুটি ভালই ছিল। দেখলাম সে বিছানার ওপর বসে আছে, আর পিট ওকে কিছু নরম মণ্ড খাওয়াচ্ছে। তুমি ওকে দেখতে চাও, স্যাম?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'এখনই, নাকি তুমি ঘোড়াটাকে আগে জিন খুলে কোরালে ছেড়ে দিয়ে আসবে?'

'ঘোড়ার যত্ন একটু পরে নিলেও চলবে।'

দুজনে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল। বৈঠকখানা আর রান্নাঘর পেরিয়ে পিছনের ছোট কামরার দরজায় পৌঁছল ওরা। দরজাটা খোলাই ছিল; দেখল আহত লোকটা বিছানার ওপরই বসে আছে, ওর পিঠের বালিশ ঠিকঠাক করে দিচ্ছে পিট। পট্টি বাঁধা মাথা তুলে একটু হাসল লোকটা। কম বয়সী হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ওর।

'তোমরা আমাকে আদর দিয়ে একেবারে নষ্ট করে ফেলছ,' বলল সে। 'এরপর থেকে আমার আর নিজের হাতে খেতে ভালই লাগবে না। আমাকে তোমাদের আর কাউকে খাইয়ে দিতে হবে।'

হার্পকে পেরিয়ে জেরি দাঁত বের করে হেসে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আসলে তোমার মরমনদের সাথে যোগ দেয়া উচিত, তাহলে তুমি ঘরভর্তি বউ রাখতে পারবে এবং ওরাই তোমাকে পুরো আদর-যত্ন দিয়ে তোমার সব কাজ করে দেবে। ব্রায়েন, এর নাম স্যাম হার্প; এটা ওরই র‍্যাঞ্চ।'

'হাওডি,' বলল যুবক। 'আমি তোমার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। তোমার এখানে তুমি ঠাঁই তো দিয়েছই, আর এরা দুজন আমার জন্যে অনেক করেছে।'

হার্প কামরায় ঢুকল।

'এখানে আসার পর থেকে কাজের মধ্যে এই একটাই ওরা করেছে,' হেসে বলল সে। 'এছাড়া আর যা ওরা করেছে, সেটা হচ্ছে কেবল খাওয়া আর ঘুমানো। শুধু নিজের ছাড়া আর কারও দেখাশোনা করা ওদের জন্যে নেহাত জরুরী হয়ে উঠেছিল।'

'ওকথা সে কিছুতেই বলতে পারে না,' প্রতিবাদ করে উঠল জেরি। 'কেবল ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্যেই আমাদের কাজ দিয়েছিল ও, আর কোন কাজ করার জন্যে নয়। এখনই হয়ত সে দাবি করে বসবে যে আমরা খেয়েই ওকে ফকির করে দিয়েছি!'

ব্রায়েনের দিকে চেয়ে চোখ টিপে হার্প বলল, 'আগামী হপ্তা থেকে আমরা চেয়েচিন্তে বা যা পাই তা খেয়েই কাটাতে হবে।'

'ব্রায়েন,' জেরি বলল, 'আমি হার্পকে জানিয়েছি যে ইন্ডিয়ানরা তুমি ছাড়া ওয়্যাগন ট্রেইনের আর সবাইকেই শেষ করে ফেলেছে। এটাই তো ঠিক, তাই না?'

একটু আমতা আমতা করে সে বলল, 'না, মানে কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক বলা যায় না।'

'তাহলে বলতে চাও তুমি ছাড়া আরও কেউ বেঁচে গেছে?' প্রশ্ন করল জেরি।

'সেটাই ঠিক,' জবাব দিল যুবক। 'আসলে কথাটা হচ্ছে, একাকী যাত্রা করছে এমন একটা মেয়ের ওয়্যাগন চালাবার জন্যে আমাকে ভাড়া করা হয়েছিল। মেয়েটা অত্যন্ত ভাল। আসলে এত সুন্দর আর রূপসী মেয়ে আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি।'

'বলে যাও,' তাগিদ দিল জেরি।

'যে দিন ইন্ডিয়ানরা আমাদের আক্রমণ করল, সেই রাতে আমি ওয়্যাগনের তলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। মেয়েটা ওই ওয়্যাগনের ভিতরই ঘুমাত। ক্লান্ত থাকায় ওই রাতে আমি একটু জলদিই ওয়্যাগনের তলায় ঢুকেছিলাম; মেয়েটা বাইরে আমাদের ট্রেইন লীডার ক্যাপটেইন কোলম্যানের সাথে কথা বলছিল। মেয়েটা লীডারকে একটা লোককে চেনে কিনা জিজ্ঞেস করল, ওই লোকের খোঁজেই নাকি মেয়েটা পশ্চিমে যাচ্ছে। ক্যাপটেন জানাল ওই কালো পোশাক পরা লোকটাকে সে একবারই মাত্র পিছন থেকে একটা বিশাল কালো ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছে। বাইরে যাচ্ছে শুনে ক্যাপটেন ওকে বেশি দূরে যেতে নিষেধ করল। সে বেশি দূরে যাবে না বলে কথা দিয়ে চলে গেল। আমি হয়ত একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠেই দেখলাম চারপাশে নারকীয় কাণ্ড ঘটছে।'

'ওই মেয়েটার কি হলো?' প্রশ্ন করল হার্প। 'ওকে দেখেছ?'

'আজ সকালের আগে আর দেখা পাইনি। আমি যখন দেখলাম কি ঘটছে তখন আর অপেক্ষা করিনি। একসাথে এত ইন্ডিয়ান আমি সারা জীবনেও দেখিনি; যত জলদি সরে পড়া যায় ততই মঙ্গল বুঝে আমি ওয়্যাগনের তলা দিয়েই হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেইনের শেষ মাথার দিকে এগোলাম; ওখানে পৌঁছে দেখলাম একটা ঘোড়া একাকী দাঁড়িয়ে আছে। লাফিয়ে উঠে আমি ওটার দিকে ছুটলাম। হঠাৎ দুজন ইন্ডিয়ান আমাকে আক্রমণ করল।'

পিটের চোখদুটো উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'তুমি কি করলে?' চট করে প্রশ্ন করল সে।

'আমার সামনে কেবল একটা পথই খোলা ছিল,' জবাব দিল সে। 'আমিও ওদের পাল্টা আক্রমণ করে ওদের একজনের পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসালাম। লোকটা দুভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল। অন্য ইন্ডিয়ানটা ছুরি হাতে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার মুখ লক্ষ্য করে কোপ মারল। মাথা নিচু করে ওটা কাটিয়ে ওর চোয়ালে একটা ঘুসি বসিয়ে ওকে মাটিতে ফেলে আমি ঘুরেই ঘোড়ার পিঠে ওঠার জন্যে ঝাঁপ দিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, দেখলাম ওটা ওখানে নেই। অদৃশ্য হয়েছে ওটা।'

'হায় কপাল!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল জেরি। 'তারপর?'

ব্রায়েন ওর দিকে চেয়ে একটু হাসল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হলো।

'আর একটা ইন্ডিয়ান কোথা থেকে যেন মুগুর হাতে ওখানে এসে হাজির হলো। সে আমাকে কয়েকটা এলোপাতাড়ি বাড়ি মেরে শেষে মাথার ওপর একটা মোক্ষম বাড়ি বসাল। বেহুঁশ হয়ে আমি পড়ে গেলাম। আমার ধারণা প্রায় ভোরের দিকে আমার জ্ঞান ফিরে এলো। কান পেতে শুনলাম চারদিক নিস্তব্ধ। চোখ খুলে ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম ওখানে কোন ইন্ডিয়ান নেই। ওরা চলে গেছে বটে, কিন্তু চারপাশে রেখে গেছে অসংখ্য নারী-পুরুষ আর বাচ্চার লাশ। বিভৎস একটা দৃশ্য। থেঁতলানো মুখগুলোর মাথা থেকে চামড়া সহ চুল কেটে নেয়া হয়েছে।'

পিট মুখ ফিরিয়ে নিল; জেরি আড়ষ্ট হলো।

'নরকের শয়তান ওরা,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে।

'তুমি বলেছিলে ওই মেয়েটাকে আবার দেখেছ,' মনে করিয়ে দিল হার্প।

'হ্যাঁ, ওর কথা আমি প্রায় ভুলেই গেছিলাম। যাহোক, আমি যখন ওখানে শুয়েছিলাম তখন দেখলাম দুদিক দিয়ে নিচের দিকে ঝুলানো গোঁফওয়ালা একটা লম্বা লোক ওখানে ঘুরেঘুরে লাশগুলো

পরীক্ষা করে—'

'সাদা লোক?' ওর কথায় বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল হার্প।

'হ্যাঁ। সে প্রত্যেকটা পকেট হাতড়ে যার কাছে যা পেল সব নিজের পকেটে ঢোকাল। সে যখন আমার থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে তখন দেখলাম একটা লাশের আঙুল থেকে আংটি খুলে নিল লোকটা।'

'আমি যদি কোনদিন ওই খটাশটার মুখোমুখি হই,' রাগে ঠোঁট পাতলা করে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জেরি বলল, 'তাহলে শয়তানটার কলজে কেটে নেব আমি!'

'তুমি আর আমি দুজনেই,' সায় দিল পিট।

'আমার ইচ্ছা তোমাদের আগে আমার সাথেই ওর দেখা হোক,' কঠিন স্বরে বলল ব্রায়েন। 'ওর চেহারা আমার চিরদিন মনে থাকবে, এবং একদিন না একদিন ওর দেখা আমি নিশ্চয়ই পাব। তখন আমি—'

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল জেরি।

'অবশ্যই,' বলল সে।

'বারবার তোমাকে জিজ্ঞেস করতে খারাপ লাগছে, ব্রায়েন,' হার্প এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল।

'ওহ, তুমি ওই মেয়েটার কথা বলছ? আমি এখন আবার ওর কথাতেই ফিরে আসছি। মাথা থেকে রক্ত বেয়ে আমার চোখে পড়ছিল বলে ওই অচেনা লোকটা কি করছে দেখার জন্যে আমাকে বারবার চোখ মুছে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিতে হচ্ছিল। তবু কিছুক্ষণের জন্যে সে আমার চোখের আড়াল হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে আবার দেখতে পেলাম। লোকটা ঘোড়ার পিঠে ছিল; ওর দুহাতে পাঁজাকোলা অবস্থায় ছিল মেয়েটার অসাড় দেহ। সে পশ্চিম দিকে রওনা হলো। লোকটা বা মেয়েটাকে তখনই আমি শেষ দেখেছি, এরপর আর দেখতে পাইনি। প্রায় এক ঘণ্টা পরে

দেখলাম একটা মিউল মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে আসছে। আমি ওটাকে ধরে কোনমতে ওর ওপর চড়ে বসলাম। ব্যস এইটুকুই আমার মনে আছে।'

'তাহলে তোমার ওপর দিয়ে অনেক ঝামেলা গেছে,' মন্তব্য করল পিট।

'তা ঠিক। কিন্তু ধরো তোমরা যদি ওই সময়ে ওখানে হাজির না হতে, তাহলে আমার অবস্থা কি হত সেটা ভেবে দেখেছ?'

'মেয়েটার কপালে কি ঘটেছে বলে তোমার ধারণা, হার্প?' প্রশ্ন করল জেরি। 'ওই খটাশটা যদি মেয়েটাকে নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে থাকে তাহলে নির্ঘাত পেনফিল্ডেই গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওর কথা সমর্থন করল হার্প। 'তবে মরমনরা যত খারাপই হোক, মেয়েটা ইন্ডিয়ানদের হাতে পড়ার চেয়ে এটাই বরং ওর জন্যে ভাল হয়েছে,' বলল সে। 'এটা আমি বুঝতে পারছি না ইন্ডিয়ানরা হঠাৎ ওই ওয়্যাগন ট্রেইনটা আক্রমণ করতে গেল কেন। বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর কি এমন ঘটল যা ওদের এভাবে খেপিয়ে তুলল?'

'এটা বোঝা তো পানির মত সহজ। পাইয়ুটদের সম্পর্কে যেসব গল্প আমি শুনেছি তাতেই বুঝেছি, ওরা অত্যন্ত চতুর এবং ধৈর্যশীল। আমার তো মনে হয় ওরা একটা ভাল দাঁও মারার অপেক্ষায় এতদিন চুপচাপ বসে ছিল। যেই দেখেছে বড় একটা ওয়্যাগন ট্রেইন যাচ্ছে তখনই ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে।'

'হতে পারে।'

'ইন্ডিয়ানদের কথা কিছুই বলা যায় না,' মন্তব্য করল ব্রায়েন। 'আমার এটুকুই শান্তনা যে মিস নেলসন ওদের হাতে নেই। আমি অবশ্য জানি না মরমনরা ওর সাথে কেমন ব্যবহার করবে।'

'মেয়েটার পদবি কি বললে? নেলসন?' উত্তেজিত স্বরে চট করে প্রশ্ন করল হার্প।

'হ্যাঁ, ওর প্রথম নাম লরা। ওকে তুমি চেনো?'

'লরা নেলসন?' পুনরাবৃত্তি করল হার্প। 'তাই বলেছ না তুমি?'

'হ্যাঁ, কেন?'

সঙ্গেসঙ্গে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল হার্পের চেহারা। একটা কথাও না বলে সোজা ঘুরে বেরিয়ে গেল সে।

ওরা তিনজন অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চাইল।

'এর মানে কিছু বুঝলে?' পিটের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল জেরি।

'ওর চেহারাটা লক্ষ করেছিলে?' জিজ্ঞেস করল ব্রায়েন।

'তুমি ব্রায়েনের সাথে এখানে থাকো,' পিটকে বলল জেরি। 'হার্পকে ধরতে যাচ্ছি আমি। জানতে চাই হঠাৎ ওর কি হলো।'

ছুটে বেরিয়ে গেল সে। দেখল হার্প দ্রুতপায়ে ঘোড়ার দিকে এগোচ্ছে। 'স্যাম!' চিৎকার করল জেরি। 'একটু দাঁড়াও!'

কালো পোশাক পরা লোকটা ওর চিৎকার শুনতে পাওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করল না। সে সোজা অপেক্ষমাণ কালো ঘোড়াটার কাছে গিয়ে থামল। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে কোরাল ছেড়ে বেরিয়ে উত্তর দিকে ছুটল সে। ছুটে কোরালে ঢুকে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল জেরি। ঘোড়াটা খেলার ছলে ওকে কাটিয়ে দূরে সরে গেল। জেরি হাত তুলে ওকে শাসিয়ে ধরার জন্যে ওর পিছু নিল। শেষ পর্যন্ত ওকে ধরে গালাগালি করতে করতে ওর পিঠে জিন চাপাল। ঘোড়াটা ধৈর্য ধরে ওর বকাঝকা নীরবেই সহ্য করল। ঘোড়া সাজা হলে জিনে চেপে জেরিও ছুটল উত্তর দিকে কালো ঘোড়াটার পিছনে।

*

বাওডির সাথে অন্যান্য মরমন বন্দীকে একটা বাঙ্কহাউসে বেড়া দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। ওটাও ওদেরকে দিয়েই তৈরি করানো হয়েছে। বেড়াটা ছিল ম্যাক আর্থারের আইডিয়া এবং মরমনরাও

এতে বরং খুশিই হয়েছে যে ম্যাক বেশ বড় একটা এলাকা ঘিরেই ওটা খুব উঁচু করে তৈরি করিয়েছে। ওটা এত উঁচু যে রাইফেল হাতে গার্ডের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেড়া বেয়ে উঠে কেউ পালাতে পারবে না; বাঙ্কহাউসের উঁচু ছাদে বাতাস চলাচলের জন্যে কিছু ফাঁক ফোকর রাখা হয়েছে, কিন্তু ওদিক দিয়ে বেরিয়ে পালাবার কোন উপায় নেই। বেড়া দেয়া এলাকাটা বেশ বড় হওয়ায় ওরাও খুশি, কারণ সারাদিন একটা বন্ধ ঘরে না কাটিয়ে এতে একটু খোলা জায়গায় হাঁটাহাঁটি করার সুযোগ ওরা পায়।

রুবেনের মাঠে বেশ কিছু খাটাখাটনির কাজ শেষ করে মরমনরা বিশ্রাম নিচ্ছিল, এই সময়ে ঘোড়ার খুরের এগিয়ে আসার শব্দে কৌতূহলী হয়ে ওরা কয়েকজন বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। হার্পকে আসতে দেখে ওরা আবার ফিরে গেল। প্রথমে র‍্যাঞ্চ থেকে উত্তরে রওনা হলেও পরে দিক পাল্টে উত্তর-পশ্চিমে এগিয়েছে সে। ঘোড়া থামিয়ে নিচে নেমে রাইফেলধারী গার্ডের নডের জবাবে সেও গম্ভীর চেহারায় নড করল। তারপর নিজের গান বেল্টটা একটু উঁচিয়ে নিয়ে গার্ডকে পাশ কাটিয়ে গেইট খুলে ভিতরে ঢুকল হার্প। প্রায় একই সময়ে মুখে ফেনা ওঠা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ওখানে পৌঁছল জেরি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেই ওর পিছনে ছুটল। ওদের পিছন পিছন ম্যাকও বেড়ার ভিতরে ঢুকল।

'ব্যাপারটা কি? কি ঘটেছে?' জেরির পাশে পৌঁছে জানার দাবি জানাল ম্যাক।

'জানি না। জানতে হলে হার্পকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

ঘুরে বাঙ্কহাউসের দরজার সামনে এসে থামল ওরা। হার্প তার বুড়ো আঙুল দুটো গান বেল্টে গুঁজে বাওডির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। বাওডির চেহারায় ভয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এরই মধ্যে সে দুবার হার্পের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। আরও একটা মার খেতে

হবে এই আশঙ্কাতেই ওর চেহারা এমন হয়েছে।

'আমি তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি,' কঠিন স্বরে বলল হার্প। বাওডি একটু যেন আশ্বস্ত হলো। 'গোঁফ ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে ঝোলানো একটা পাতলা গড়নের লোককে তোমরা কেউ চেনো?'

মাথা ঝাঁকাল বাওডি।

'ওই লোকটা কি মরমন?'

ষণ্ডামার্কা লোকটা মাথা নাড়ল।

'লোকটার নাম কি?'

'ক্রুদার্স—রুফাস ক্রুদার্স,' বলল সে।

'ভাল, কিন্তু লোকটা থাকে কোথায়?'

'ওর ছাপরা পেনফিল্ডের প্রায় তিরিশ মাইল উত্তরে।'

'অর্থাৎ পাহাড়ের পাদদেশে; ওখান থেকেই তো পাহাড়ের উঁচু জমি শুরু হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ওখানেই সে থাকে।'

'এই ক্রুদার্স লোকটা কি করে?'

'জানি না, আমি শুধু এটুকু জানি যে মাঝেমাঝে সে বিশপ জেরাল্ডের জন্যে এটা-ওটা কাজ করে দেয়।' এতক্ষণে লোকটার চেহারা থেকে পাণ্ডুর ভাবটা বিদায় নিয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। আশ্বস্ত হয়ে বাওডি এবার বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। জেরি আর ম্যাককে দেখে থেমে দাঁড়াল হার্প।

'কি ঘটেছে?' প্রশ্ন করল ম্যাক। 'কি নিয়ে আলাপ হলো?'

হার্প মাথা নেড়ে ওদের পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। জেরি ওর পিছন পিছন ছুটে বেরিয়ে এসে হার্পের হাত ধরে ওকে থামাল।

'হয়ত এর মধ্যে আমার নাক গলানো ঠিক হচ্ছে না,' রাগের

সুরে বলল জেরি, 'কিন্তু যদি তুমি স্বেচ্ছায় কোন ঝামেলায় জড়াতে রওনা হয়ে থাকো, তাহলে আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি।'

ম্যাক আর্থারও বেরিয়ে এসে ওদের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে দ্রুতপায়ে কোথাও গেল।

'তোমার কি জীবনের প্রতি এতই বিতৃষ্ণা এসে গেছে?' প্রশ্ন করল হার্প।

'তোমার চেয়ে মোটেও বেশি নয়,' পাল্টা জবাব দিল জেরি।

ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল হার্প। জেরিও দেরি না করে নিজের ঘোড়ায় চাপল। ব্ল্যাকি এগোতে শুরু করল; জেরির ঘোড়াও ওর সাথে তাল মিলিয়ে পাশাপাশি এগোচ্ছে। পিছন থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দে ওরা ফিরে তাকাল। দেখল বাম দিক থেকে ম্যাক তার ঘোড়া নিয়ে ছুটে এসে হার্পের পাশে ভিড়ল।

'তুমি আবার কোথায় চলেছ?' জানতে চাইল হার্প।

সহজ ভাবে হেসে ম্যাক আর্থার জবাব দিল, 'তোমাদের সাথেই যাচ্ছি।'

স্পারের খোঁচায় কালো ঘোড়াটাকে জোরে ছুটাল হার্প। পিছনে পড়ে থাকতে নারাজ ওর সঙ্গী দুজনও ঘোড়ার বেগ বাড়াল।

ঘাড় ফিরিয়ে হার্প বলল, 'আমি পেনফিল্ডে ঢুকতে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে!' চিৎকার করে বলল জেরি। 'আমরাও যাচ্ছি তোমার সাথে!'

কালো ঘোড়াটা এবার সঙ্গী দুজনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে শুরু করল। কিন্তু ওরাও নাছোড়বান্দার মত ঘোড়ার পিঠে রেসের জকির মত ঝুঁকে হার্পের পিছনে আঠার মত লেগে থাকল।

মাইলের পর মাইল ওদের পিছনে পড়ে রইল। বিস্তৃত রেঞ্জে এখন কেবল একই গতিতে ছোটা ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

তেরো

বিশপ জেরল্ড তার বাড়ির সামনে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে লাগাম ছুঁড়ে দিয়ে চাকা লাগানো গেইট ঠেলে ভিতরে ঢুকে বাড়ির পিছন দিকের সুরক্ষিত বাগানের দিকে ক্ষণিক গৌরবের সাথে তাকিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। সে বাড়ি ঢোকার সাথেসাথে পিছন দিকে কোথাও একটা দরজা সশব্দে বন্ধ হলো।

রাস্তার ওপাশে রবার্ট জেসাপ তার দোতালার জানালার পাশে বসে ছিল।

'কালো দাড়িওয়ালা শয়তানটা!' বিড়বিড় করে বলে সে মাথা নাড়ল।

রাস্তার উল্টো দিক থেকে দুজন লম্বা কালো কোট আর কালো হ্যাট পরা লোককে এগিয়ে আসতে দেখে ওর চোখ বিস্ফারিত হলো। ওদের চিনতে পেরেছে সে।

'রবিন আর রনি,' আপন মনেই বলল সে।

আগ্রহের সাথে ওদের ওপর নজর রাখল রবার্ট। ওরা বিশপের বাড়ির সামনে এসে থেমে ঘুরে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে কোন কথা হলো না; কিন্তু ওরা দুজনেই রাস্তা পার হয়ে সোজা রবার্টের বাড়ির দিকে এগোল। চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীর পায়ে নিচে নেমে

এলো। দরজার ওপর জোরে নক করার শব্দ শুনতে পেল সে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল রবার্ট। রবিন নড করে শুভেচ্ছা প্রকাশ করল।

'বিশপ আমাদের ডেকে পাঠিয়েছে,' জানাল সে।

'তাই নাকি!'

রনির চেহারা অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর আর চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'আমাদের কাছে সে আবার কি চায়?' জানতে চাইল রবার্ট।

কাঁধ উঁচাল রবিন।

'আমাদের সাথে তোমার যাওয়াই ভাল,' বলল সে। 'জানোই তো কেউ তাকে অসন্তুষ্ট করলে সে কেমন খেপে ওঠে?'

'তুমি আমাদের সাথে যাচ্ছ তো?' প্রশ্ন করল রনি।

'আমি আমার হ্যাটটা নিয়ে আসছি,' বলে রবার্ট ঘরের ভিতরে ঢুকে পর মুহূর্তেই হ্যাট মাথায় বেরিয়ে এলো। 'চলো যাই।'

নীরবে রাস্তা পার হয়ে ওরা গেইট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ওরা এক লাইন করে দরজার দিকে এগোচ্ছিল, এই সময়ে পিছন থেকে রনির ডাকে বাকি দুজন থামল।

'আমাদের এখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া উচিত যে আমরা শক্ত থাকব,' নিচু স্বরে বলল সে।

সবার আগে ছিল রবার্ট। রনির দিকে চেয়ে সে হেসে বলল, 'সেটা আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি, যে কারও কোন অযৌক্তিক প্রস্তাবই আমরা মেনে নেব না।'

আবার নিঃশব্দে এগিয়ে ওরা বাড়ির পিছনের দরজায় হাজির হলো। ওখানে থেমে রবার্টই দরজায় নক করল। আড়চোখে চেয়ে সে দেখল, রবিন আর রনি দুজনের চেহারাই এখন ফেকাসে হয়ে গেছে। ভিতর থেকে ভারী পায়ের শব্দ শোনা যাওয়ার পরক্ষণেই দরজা খুলে গেল। মিচেল ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ওরা এসে গেছে, বিশপ।'

'ওদের ভিতরে নিয়ে এসো,' ওদিক থেকে বিশপের রুক্ষ স্বর ভেসে এলো।

'তোমরা ভিতরে এসো,' বলে, দাঁত বের করে হেসে দরজা পুরো খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল মিচেল।

নিজেদের হ্যাট হাতে নিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকল। বিশপ ওদের জন্যে রান্নাঘরের বিশাল টেবিলে অপেক্ষায় বসে ছিল। মুখ তুলে চেয়ে সে কেবল একটা নড করল। পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ ওরা শুনতে পেল।

'তোমরা বোসো,' রুক্ষ স্বরে বলল বিশপ।

ঘরের কোনায় রাখা একটা ছোট টেবিলের ওপর হ্যাট রেখে ওরা বিশপের উল্টো রাখা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বিশপের খুদে চোখ দুটো ওদের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে গেল। রবিন আর রনি বিশপের কঠিন নিরীক্ষার সামনে নিজেদের চোখ সরিয়ে রেখে সেটা এড়িয়ে গেল। রনি নার্ভাস ভাবে কেশে উঠল, কিন্তু রবিনের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ওর কাশি সাথেসাথে থেমে গেল।

'বার্ক কোথায়?' জানতে চাইল বিশপ।

কেউ ওর কথার জবাব দিল না। কেবল রবার্টই তার চোখ সরিয়ে নেয়নি; বিশপের দিকেই ধৈর্যের সাথে চেয়ে আছে সে, কিন্তু ওর চোখে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই। ভুরু কুঁচকাল বিশপ।

'মিচেল!' সে তীক্ষ্ণ স্বরে হাঁকল।

'বলো, বিশপ?'

'তুমি বার্ককে খবর দিতে ওর বাসায় যাওনি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়, কিন্তু সে বাসায় ছিল না।'

'একথা তুমি আমাকে আগে জানাওনি কেন?'

'আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু –'

'এখন আর বলে কোন লাভ নেই। বেরিয়ে যাও তুমি!'

আর একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে

দিল সে। বিশপের রাগান্বিত চোখ লোকটা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওকে অনুসরণ করে আবার সামনে বসা লোকজনের দিকে ফিরল।

'রবার্ট!'

'বলো?'

'বার্কের এই অদৃশ্য হওয়ার বিষয়ে তুমি কিছু জানো?'

'কিছুই না,' শান্ত স্বরে জবাব দিল সে। একটু নড়েচড়ে রবার্ট চেয়ারের আরও ভিতরে ঢুকে বসল। 'গতবার তোমার এখানে ওকে দেখার পর ওর সাথে আমার আর দেখা হয়নি।'

চোখ পাকিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল বিশপ।

'বার্ক যে অদৃশ্য হয়েছে,' শান্ত স্বরে বলে চলল রবার্ট, 'এতে তোমার অবাক হওয়ার কিছুই নেই। তাছাড়া এই অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে অদৃশ্য কথাটা ঠিক খাটে না।'

'তাই নাকি!'

'ওর অনুপস্থিতিতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। আমি এটাই আশা করেছিলাম। এবং আমার ধারণা তুমিও তাই আঁচ করেছিলে। কোন সন্দেহ নেই যে সে সল্ট লেক সিটিতেই গেছে।'

'হুম, বুঝলাম!'

'তোমার মনে রাখা উচিত, বিশপ জেরল্ড,' বলে চলল রবার্ট, 'আমরা যারা চার্চের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত আছি, তারা প্রত্যেকেই গির্জার অত্যন্ত অনুগত—কোন মানুষের প্রতি নয়। সুতরাং, তুমি জানো আমরা সবাই কেবল সল্ট লেক সিটির কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য; তোমার কাছে নয়। যখন আমাদের কোন সদস্যের কারও কাছে গির্জার কোন আইন লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে ধরা পড়ে তখন সেই সদস্যের জন্য ব্যাপারটা সল্ট লেক সিটিকে অবগত করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আমার বিশ্বাস ব্রাদার বার্ক ওই কাজেই সিটিতে গেছে।'

ক্ষিপ্ত বিশপ জেরল্ড রাগে আড়ষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না।

'তাহলে তুমি নিজে কেন কথাগুলো ওদের জানাতে যাওনি? আমার কাপুরুষ বন্ধু?' বিশপের স্বর বিষাক্ত তিক্ততায় ভরা।

রবার্ট কেবল একটু নড়েচড়ে বসল; কোন জবাব দিল না।

'জবাব দাও!' গর্জে উঠল জেরল্ড।

ওর দিকে চোখ তুলে অকম্পিত স্থির দৃষ্টিতে তাকাল রবার্ট।

'এর কারণ, বিশপ জেরল্ড,' শান্ত স্বরে বলল সে, 'আমি মনে করি নিজের নিরাপত্তার চেয়ে চার্চের প্রতি আমার কর্তব্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

শীতলভাবে একটু হাসল বিশপ।

'তোমার এই কর্তব্যবোধ সত্যিই মনকে স্পর্শ করে বটে,' ঠাট্টার সুরে বলল সে।

ওর কথায় রবার্টের কোন ভাবান্তর হলো না। সে শান্ত স্বরেই বলল, 'উপরন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এইভাবে চললে তোমার এই প্রচণ্ড নৃশংসতাই একদিন তোমার পতন ঘটাবে। সেক্ষেত্রে এখানে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন অনেক বেশি জরুরী। কারণ চার্চে পদমর্যাদায় এখন তোমার পরেই আমার স্থান।'

আবার আড়ষ্ট হলো বিশপ।

'সময়ে যদি সত্যিই কখনও আমার পতন ঘটে,' আবেগহীন স্বরে বলল সে, 'তুমি নিশ্চিত থাকতে পরো যে আমার পদে বহাল হওয়ার জন্যে সেদিন তুমিও জীবিত থাকবে না।'

কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল রবার্ট।

'ধর্মের জন্যে আমার ভাই নিজের জীবন দান করেছে। বিশ্বাস করো, প্রয়োজন হলে আমিও তাই করব। একটুও কুণ্ঠা বোধ করে ভয়ে কুঁকড়ে যাব না। তারই মত ভাগ্যকে আমি নির্দ্বিধায় মেনে নেব।'

প্রচণ্ড রাগে বিশপের ঠোঁট কুঁকড়ে উঠল।

'বেরিয়ে যাও!' গর্জে উঠল সে। 'তোমাদের কাউকেই আমার দরকার নেই।'

তিনজন ধর্মযাজকই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীর পায়ে পিছিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে নিজেদের হ্যাট সংগ্রহ করে দরজার দিকে ফিরল। বিশপ হঠাৎ উঠে ছুটে ওদের পেরিয়ে গিয়ে দুহাতে দরজা আগলে দাঁড়াল।

'আমার কথা শোনো!' চিৎকার করে বলল সে। 'আজ থেকে আমিই হচ্ছি পেনফিল্ডের একমাত্র কর্তা। এতে কারও কোন রকম হস্তক্ষেপ করা আমি সহ্য করব না। যেসব আইন আমি বেঁধে দেব সেগুলোর একটাও লঙ্ঘন করা হলে তোমাদের তিনজনকে দায়ী করা হবে। এবং যে সাজা একজনকে দেয়া হবে সেই একই সাজা বাকি দুজনও ভোগ করবে! এখন যাও! দূর হয়ে যাও!'

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজাটা পুরো খুলে দিল। ফেকাসে মুখে রনি একটু ইতস্তত করে সামনে পা বাড়িয়ে আবার থেমে দাঁড়াল। জেরল্ড ওর হাত ধরে ওকে ঠেলে বের করে দিল। রবিন পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ক্ষিপ্র হাতে ওর কোটের কলার ধরে ওকেও ঠেলে বের করে ওকে লাথি মারল। হ্যাট হাতে ধীর পায়ে আগে বাড়ল রবার্ট। নিজের অজান্তেই সে হ্যাটের প্রান্ত শক্ত করে ধরেছে। ঘুরে দাঁড়াল বিশপ। ওর চোখে চোখ রাখল রবার্ট।

'রবার্ট,' এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল বিশপ, 'আর দুজনের সাথে আমি যে ব্যবহার করেছি তোমার সাথে একই ব্যবহার আমি করব না এখন। কারণ তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে—একটা কর্তব্য তোমাকে পালন করতে হবে।'

ধর্মযাজকের ভুরু সামান্য একটু কুঁচকাল।

'এই রোববার,' বলে চলল বিশপ, 'তোমাকে আমার জন্যে শেষ একটা কাজ করতে হবে। আমি দুটো স্ত্রী গ্রহণ করব, ওদের

একজন হচ্ছে অ্যানি হল্ আর অন্যজন লরা নেলসন। তুমি এর সব কাগজপত্র ঠিক করে বিয়ে পড়িয়ে ওগুলো সই করবে।'

'ওই দুটো মেয়ে, ওরা কি মরমন ধর্ম গ্রহণ করেছে?'

'ওই নিয়মটা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরা হবে না।'

'তাই যদি হয় তবে তোমার ইচ্ছা পুরোন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, বিশপ জেরাল্ড। তুমি তো জানো যে মরমন বিয়ের আইনে—'

বিশপের চোখদুটো জ্বলে উঠল।

'আমি যা বলব সেটাই এখানকার আইন!'

অটল থাকল রবার্ট। 'হয়ত,' শান্ত স্বরে বলল সে,'তুমি হয়ত এখানকার আইন হতে পারো, শুধু এখানে কেন, হয়ত সবখানেই তুমি তোমার নিজস্ব আইন খাটাতে পারো, কিন্তু গির্জায় কেবল একজনের আইনই চলে—ঈশ্বরের। এর কোন বিকল্প নেই।'

জেরল্ডের ঠোঁট জোড়া চেপে বসল। অন্ধ রাগে সে রবার্টকে এলোপাতাড়ি ভাবে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করতে শুরু করল। টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল রবার্ট। ওর হাত থেকে হ্যাটটা ফস্কে মেঝের ওপর পড়ল। মাথা তুলল যাজক; ওর ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। ধীরে নিজেকে জোর করে তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। রক্ত দেখে মোহিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বিশপ। রবার্টের চিবুক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়া দেখছে সে। রক্তের ধারা অনুসরণ করে বিশপ দেখল রক্ত যাজকের শার্টের বুকের কাছে একটা ছোট গোল লাল দাগ জ্বলজ্বল করছে। ওদিকে আরও খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে নিজের ডান হাত চোখের সামনে তুলে ধরে অবাক হয়ে সে চেয়ে দেখল ওর হাতের গাঁটে লম্বা সুতার মত একটা লাল দাগ দেখা যাচ্ছে। রবার্ট আড়ষ্টভাবে ঝুঁকে নিজের হ্যাটটা তুলে নিয়ে সাবধানে ওটা কোটের হাতায় ঘষে পরিষ্কার করে মাথায় চাপাল। এগিয়ে

দরজার সামনে এসে সে একটু থামল। নীরবেই ওদের চার চোখ আবার মিলল। তারপর দ্রুতপায়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে।

বিশপ জেরল্ড রান্নাঘরে পায়চারি করছে, আর মাঝেমাঝে অস্থির ভাবে মাথা নাড়ছে।

'বোকা,' বিড়বিড় করে গালি দিল সে। 'ও যা চেয়েছিল আমি ঠিক সেটাই করেছি। এর বদলে সে যদি আমাকে আঘাত করত সেটা অনেক ভাল হত।'

প্রচণ্ড শব্দ তুলে কয়েকটা ঘোড়া ছুটে আসার খুরের আওয়াজ ওর কানে পৌঁছল। রাস্তা ধরেই ওরা এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

'বিশপ!' রাস্তা থেকে মিচেলের চিৎকার শোনা গেল। 'বিধর্মী আসছে!'

জেরল্ডের চেহারা বিবর্ণ হলো। ছুটে এগিয়ে দরজার পাশে ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা ক্লসিটের পর্দা সরিয়ে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে সে একটা শক্তিশালী রাইফেল বের করে আনল। তারপর ঘুরেই রাস্তার দিকে ছুটল। সরু রাস্তা ধরে ছুটে এগোবার সময়ে গেইটের কাছে মিচেলের সাথে জোর একটা ধাক্কা খেল।

'ওটা ওই হার্প লোকটাই আসছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'ওকে আমি এক মাইল দূর থেকেও চিনতে পারব। সে তার বিশাল কালো ঘোড়ায় চড়েই আসছে! রাস্তার শেষ মাথায় কোনার দিকে তাকাও। ওকে দেখতে পাচ্ছ?'

বিশপের চোখ ওর আঙুলের নির্দেশিত দিক অনুসরণ করে তাকাল। ক্ষণিকের জন্যে তিনজন অশ্বারোহীকে রাস্তা ধরে ছুটে এগিয়ে আসতে দেখল। শক্ত হাতে রাইফেল আঁকড়ে ধরল বিশপ।

'আমার পাশে তোমার শুয়ে পড়া ভাল,' মিচেল বলল ওকে।

খোলা গেইটের পিছনে শুয়ে রাইফেল উঁচিয়ে ওরা তৈরি থাকল; মিচেল বলে উঠল, 'ওদের অন্তত দুজনকে আমরা ঘায়েল করতে পারব। ওরা আর একটু কাছে এলেই আমরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করব।'

মাথা সামান্য একটু তুলে উঁকি দিল বিশপ। একটা পরিচিত আকৃতি ওর চোখে পড়ল: রবার্ট জেসাপ, তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যাজকের দৃষ্টি রাস্তার ওপর নিবদ্ধ বলেই মনে হলো। এখন বাইরে রাস্তার ওপর রেখে আসা বিশপের ঘোড়াটা বাঁকা হয়ে ঘুরে হেষাধ্বনি করে উঠল। ওটা ছুটে আসা খুরের প্রচণ্ড শব্দে ভয় পেয়েছে। ঘোড়াটা এবার ফুটপাতের ওপর উঠে মাটিতে গাঁথা বেড়া ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরে একটা চক্কর দিয়ে বাগানটাকে খুরের তলায় তছনছ করে সে গেইটের দিকে ছুটল।

একটা গালি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাতে ঘোড়াটার দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে রাইফেল তাক করল মিচেল। ওটা থেমে দাঁড়িয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে ছুটে এক লাফে বেড়া টপকে অদৃশ্য হলো। এখন তিনজন আরোহীর ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুত এগোনোর শব্দ আরও জোরালো হয়ে উঠল।

'ওরা এসে গেছে!' চিৎকার করে জানাল মিচেল।

দুজনেই রাইফেল উঁচাল। ঘোড়াগুলো বিশপের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছে।

'ওদের শেষ করে ফেলো!' উত্তেজিত স্বরে চেঁচাল মিচেল।

একসাথে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ওরা পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেলো। দুজনের রাইফেল একই সাথে বিস্ফোরিত হলো কিন্তু ওরা দুজনই লক্ষ্যে গুলি লাগাতে ব্যর্থ হলো। একটা বুলেট বেড়ার খুঁটি ভেঙে চৌচির হয়ে নিষ্ফল ভাবে তছনছ করা বাগানে ছড়িয়ে

পড়ল: রবার্টের নিচের তালার একটা কাঁচের জানালা ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। ততক্ষণে ঘোড়সওয়ার তিনজন বিশপের বাড়ি পেরিয়ে এগিয়ে গেছে।

'ড্যাম!' খেপে বলে উঠল মিচেল।

বিশপকে পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে। জেরল্ডও ওর পিছু নিল। রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে দুজনেই আবার গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু মিস করল। কালো ঘোড়ার আরোহী জিনের ওপর ঘুরে বসে ওদের লক্ষ্য করে পরপর দুটো গুলি ছুঁড়ল। একটা মিস হলো, কিন্তু দ্বিতীয় গুলিটা মিচেলের বাম কাঁধে লাগল। বিশপ সাবধানে তাক করে গুলি ছুঁড়তে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার আগেই ওরা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হলো।

'আমাদের কপালটাই খারাপ!' রাইফেল ফেলে কাঁধ চেপে ধরে আক্ষেপ প্রকাশ করল মিচেল।

বিশপ কোন কথা বলল না। ধীরে ঘুরে আড়ষ্ট হলো মিচেল। বিস্ফারিত চোখে স্থির দাঁড়িয়ে রাস্তার উল্টোপাশে চেয়ে রইল সে।

'বিশপ!' বলে ঢোক গিলল মিচেল।

'কি হলো? বেশি আহত হয়েছ?'

'ধর্মযাজক!' আবার ঢোক গিলে আঙুল তুলে দেখাল। 'রবার্ট, ওই দেখো!'

আড়চোখে মিচেলের দিকে একবার চেয়ে রবার্টের বাড়ির দিকে তাকাল। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রবার্ট; এখন হাত-পা ছড়িয়ে সে দরজার কাছে সিঁড়ির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর অদ্ভুত রকম ভারী স্বরে মিথ্যা বলল বিশপ, 'হ্যাঁ, ওরা রবার্টকে মেরে ফেলেছে!'

কাজটা যে সে নিজেই করেছে তা সম্পূর্ণ চেপে গেল বিশপ।

'বেচারা রবার্ট,' মন্তব্য করল মিচেল, 'খুব সৎ ছিল সে।' শোক প্রকাশ করে মাথা নাড়ল লোকটা।

বিশপের ঘোড়াটা এতক্ষণে রাস্তা ধরে ফিরে এলো। ওদের সামনে থেমে, মৃদু একটা চিঁহি ডাক দিয়ে বিশপের বাহুতে নাক ঘষল ওটা। ভীষণ ভয় পাওয়ার পর একটু আদর আর সান্ত্বনা খুঁজছে।

আদর করে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করে হাতের রাইফেলটা ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো খাপে ভরে রেখে লাগাম ধরে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল বিশপ। হাঁটুর চাপে ওকে আগে বাড়ার নির্দেশ দিয়ে রাস্তা ধরে ধীর গতিতে এগোল সে। বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে পুরো এক মিনিট চেয়ে থাকার পর রাইফলটা তুলে নিয়ে কাঁধ উঁচিয়ে গেইট দিয়ে ধীর পায়ে রবার্টের দিকে এগোল মিচেল। ওর নিজের কাঁধের জখমটা মারাত্মক না হলেও ওটার পরিচর্যা দরকার। কিন্তু তার আগে যাজকের কি অবস্থা সেটা জানা প্রয়োজন।

বিশপ জেরল্ড ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছনে ঘুরে তাকিয়ে দেখল রবার্টের নিথর দেহের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মিচেল। দেহটাকে সে চিৎ করল। সন্তুষ্টির একটা ক্ষীণ নিষ্ঠুর শীতল হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। শহর ছেড়ে বেরিয়ে সোজা উত্তরে রওনা হলো সে।

মাঝপথে একটু থেমে কোটের পকেট থেকে তাজা কার্তুজ বের করে রাইফেলে ভরে নেয়ার সময়ে আবার একটু হাসল।

মিচেল তার হ্যাটটা আঙুল দিয়ে উপরে ঠেলে দিয়ে লাশটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে ভুরু কুঁচকে ওর রক্তাক্ত শার্টের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। শার্টের ওপর দুটো রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। রক্তের নতুন দাগটা এখনও ধীরেধীরে বড় হচ্ছে। মাথা নেড়ে সে তার চিবুক চুলকাল।

'আশ্চর্য,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'রাইফেলের গুলিতে নিহত হয়েছে রবার্ট। আমাদের দিকে যারা গুলি ছুঁড়েছিল তারা সবাই পিস্তল ব্যবহার করছিল। রাইফেল কেবল বিশপ আর আমার

কাছেই ছিল।'

ধীরে উঠে দাঁড়াল মিচেল।

'আমাদের দুজনের কারও হাতেই মারা পড়েছে রবার্ট। আমার কাজ এটা নয়, কারণ আমি রাস্তার দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ছিলাম। তাহলে ঘটনা কি দাঁড়াচ্ছে? বিশপই বুদ্ধিমানের কাজ করেছে; সময় থাকতে সরে পড়েছে। আমারও তাই করা উচিত। আর কেউ যাজকের জন্যে যা করার করুক।'

উঠে দাঁড়িয়ে সে রাস্তা দিয়ে সোজা হাঁটা শুরু করল।

চোদ্দ

রুফাসের ছাপরার কাছাকাছি এসে বিশপ জেরল্ড তার ঘোড়া থামাল। ছাপরার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে খুশি হয়ে উঠল সে। যাক, লোকটা তাহলে বাড়িতেই আছে-মনেমনে ভাবল ও।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে রাইফেলটা বের করতে গিয়েও ওটা আবার খাপেই রেখে দিল বিশপ। কোটের বোতামগুলো খুলে দিল সে; কালো বেল্টের তলায় গোঁজা পিস্তলের মাথাটা এখন দেখা যাচ্ছে। পিস্তলের বাঁটটা একবার ছুঁয়ে আশ্বস্ত হয়ে ধীর পায়ে ছাপরার দিকে এগোল ও।

তিরিশ ফুট দূরে থাকতেই সে লক্ষ করল যে ছাপরার দরজাটা বন্ধ। থেমে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে আবার আগে বাড়ল।

কিন্তু দরজার দিকে না গিয়ে ঘুরে ঘাসের ওপর দিয়ে ছাপরার পিছন দিকে এগোল। বাড়ির কোনায় পৌঁছে নিঃশব্দে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সে জানালার কাছে পৌঁছে সাবধানে ভিতরে উঁকি দিল। কামরাটা খালি, ভিতরে কেউ নেই। একপাশে স্টোভে পানি গরম হচ্ছে। ঘুরে সামনের দরজায় পৌঁছে হাতল ঘুরিয়ে দেখল দরজাটা খোলাই আছে। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ঠেলে দরজা আরও ফাঁক করল।

'রুফাস,' দরজার কাছ থেকেই ডাকল সে।

কোন জবাব এলো না। ভিতরে ঢুকল বিশপ। চারদিকে চেয়ে দেখল কোনায় দেয়ালের কাছে রাখা বাঙ্কের ওপর নোংরা একটা দুমড়ানো কম্বল পড়ে আছে; কামরার মাঝখানে একটা টেবিলের পাশে একটাই মাত্র চেয়ার রয়েছে। দরজার উল্টো দিকের এক কোনায় একটা বাক্সের ওপর খোলা ব্যারেল রাখা হয়েছে। সামনে এগিয়ে দেখল ওতে আধব্যারেল পানি ভরা আছে। শুঁকে দেখে নাক সিঁটকে মুখ ফিরিয়ে নিল বিশপ। বাঙ্কের কাছে গিয়ে কম্বল তুলে দেখল ওটার তলায় কিছু নেই। ঝুঁকে বাঙ্কের তলায় অন্ধকারে হাতড়ে একজোড়া পুরোনো বুট বের করে মুখ কুঁচকে ওটা আবার ঠেলে আগের জায়গায় রেখে দিল। সোজা হয়ে ঘুরে বাইরে বেরিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এবার সে আবার বাড়ির পিছন দিকে চলল। ওখান থেকে তিরিশ ফুট দূরে বড়বড় গাছের একটা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। একটা শব্দ কানে যেতেই বিশপ আড়ষ্ট হলো। কেউ ওখানে বেলচা দিয়ে খুঁড়ছে; তারই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওর চোখদুটো উত্তেজনায় চকচক করে উঠল।

আবার নিঃশব্দে আগে বাড়ল সে। খুব সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে মোটা একটা গাছের নিরাপত্তায় পৌঁছে থেমে কান পাতল। তারপর আরও কিছুটা এগিয়ে আরেকটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল।

এইভাবে প্রতিটা গাছের আড়ালে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। প্রতি পদক্ষেপের সাথে বেলচার শব্দ জোরালো হচ্ছে। একটা উঁচু কটনউড গাছের আড়ালে থেমে উঁকি দিল জেরল্ড। সামনেই একটা ছোট্ট পরিষ্কার জায়গা দেখা গেল। লম্বা গড়নের একটা লোককে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেখে আড়ষ্ট হলো বিশপ। লোকটা রুফাস ক্রুদার্স; এবং ওর বগলের তলায় রয়েছে একটা ছোট লোহার সিন্দুক।

বিশপ জেরল্ডকে হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল রুফাস।

'হ্যালো, রুফাস,' হাসি মুখে বলল বিশপ।

রুফাসের চেহারা একটু ফেকাসে হলো।

'হ্যালো, বিশপ,' জবাব দিল সে।

'কোন গুপ্তধন খুঁড়ে বের করছিলে?' হালকা স্বরে প্রশ্ন করল বিশপ।

কোন জবাব দিল না রুফাস।

'কি ব্যাপার জবাব দিচ্ছ না যে?' বলে চলল জেরল্ড। 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কেমন যেন অস্বস্তিতে আছ, রুফাস। তুমি আর কোন মতলব–'

'আমি এটা খুঁড়ে তুলেছি কারণ এটাকে আমি আরও নিরাপদ কোন জায়গায় পুঁতে রাখতে চেয়েছিলাম,' জবাব দিল সে।

'তাই নাকি?'

নীরবতার মধ্যে কাটল কয়েকটা মুহূর্ত।

'তালাটা ভাঙা হয়নি দেখছি,' মন্তব্য করল বিশপ। 'তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে তুমি–'

'না, আমি ওটা খুলিনি,' রুক্ষ স্বরে বলল রুফাস। 'খোলার জন্যে পরেও অনেক সময় পাওয়া যাবে!'

সহজ ভাবে হাসল বিশপ।

'তা বটে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল জেরল্ড।

আবার অল্পক্ষণের জন্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো ওদের মাঝে। বগলের তলার বাক্সটা একটু সরাল রুফাস। বিশপ এখনও হাসছে; কিন্তু ওর চোখে একটা শীতল আলো জ্বলে উঠেছে।

'রুফাস,' হঠাৎ বলে উঠল বিশপ, 'আমি তোমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম সেটা নিয়ে আমি অনেক ভেবে দেখেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি বোঝাতে চাইছ–'

'বোঝাতে চাইছি আমি তোমাকে অনেক বেশি দেয়ার অঙ্গীকার করে ফেলেছি।'

রুফাসের চেহারা মেঘাচ্ছন্ন হলো।

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তোমাকে কিছুই দেয়ার প্রয়োজন নেই আমার,' শান্ত স্বরে বলল বিশপ। 'আমার কাছে আর তোমার জীবনের কোন মূল্যই নেই। এমনিতেই তুমি অনেকদিন বেঁচেছ।'

রুফাসের খোঁচাখোঁচা দাড়িতে ভরা ডান চোয়ালটা থিরথির করে একটু কাঁপল। নিচের দিকে ঝোলানো গোঁফের তলায় ওর ঠোঁটজোড়া চেপে বসল।

'তুমি যখন টাকাটা আধাআধি ভাগ করার দাবি জানিয়েছিলে,' বলে চলল বিশপ, 'তখনই আমাদের সম্পর্ক অন্যদিকে মোড় নিল। আমি বুঝে নিলাম আমাদের সম্পর্ক শেষ; যাহোক–'

'হ্যাঁ, বলে যাও।'

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এর সাথে আরও অনেক কথা আছে। যেমন ধরো আমাদের ব্যবসার যে ধারা–'

'এই প্রথম আমি কাউকে খুন আর জ্বালানো-পোড়ানোকে

ব্যবসা বলতে শুনলাম,' বলল রুফাস।

বিশপের মুখ কুঁচকানো দেখেই বোঝা গেল রুফাসের মন্তব্যে সে বিরক্ত হয়েছে।

'আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে এই ধরনের ব্যবসায়ে কেবল "গুড বাই" বলে শেষ করার বদলে চূড়ান্ত একটা শেষ থাকা দরকার।'

'তুমি বলতে চাইছ যে তোমার সম্পর্কে আমি এত বেশি জানি যে তুমি ঘটনার এখানেই ইতি টানতে চাইছ না– ঠিক?'

'ঠিক তাই, রুফাস।'

'তাহলে?'

'আমি দুঃখিত, রুফাস।'

'ওহ, তাতে কোন ক্ষতি নেই, বিশপ।'

'তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারোনি।'

'ঠিক আছে, তাহলে তুমিই না হয় একটু বুঝিয়ে বলো?'

অমায়িক ভাবে একটু হাসল বিশপ।

'রুফাস, নিজেকে রক্ষা করাই প্রকৃতির আদি নিয়ম। এখানে প্রত্যেক মানুষই তার নিজের নিরাপত্তার কথাই প্রথমে ভাবে। এবং যেহেতু আমার জীবন আর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা তোমার পুরোপুরি নীরবতার ওপর নির্ভর করছে, আমাকে একেবারে নিশ্চিত করতে হবে যেন তুমি আমার সম্পর্কে যা জানো তা কোনদিন কাউকে না বলতে পারো।'

'এবং তুমি সেটা কিভাবে নিশ্চিত করবে বলে ভাবছ?'

'আমার ধারণা একটা উপায় আমি খুঁজে পেয়েছি।'

ভুরু উঁচাল রুফাস।

'তাই নাকি? তাহলে তুমি এবার নিজেই কিছু হত্যা করবে?'

'হ্যাঁ।'

কয়েকটা মুহূর্ত আবার নীরবতার মধ্যে কাটল। এই সময়টা

ওরা দুজনে পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। শেষে বিশপ হঠাৎ এক ঝটকায় তার কোট সরিয়ে দ্রুতহাতে বেল্টের তলা থেকে পিস্তল বের করল। বাঁটটা শক্ত করে চেপে ধরল সে; ধীর গতিতে পিস্তলের নল লক্ষ্যের ওপর স্থির হলো।

'বিদায়, রুফাস!' বলল বিশপ।

প্রচণ্ড শব্দে পিস্তলটা গর্জে উঠল। রুফাসের বগলের ফাঁকে ধরা লোহার সিন্দুকটা খসে পড়ল। টলে উঠে হাঁটু গেড়ে দুহাতের ওপর পড়ল সে। আবার গর্জে উঠল বিশপের পিস্তল। এবারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রুফাস। লোকটা যন্ত্রণায় মাটি খামচাচ্ছে। ধীরে নিজেকে মাটি থেকে তুলে হাঁটুর ওপর উঠে বিশপের দিকে ফিরল সে। তৃতীয়বার ওকে গুলি করল জেরল্ড। মুহূর্তকাল আড়ষ্ট হয়ে থেকে আবার মাটিতে পড়ল আধা-ইন্ডিয়ান লোকটা। পিস্তলের ধূমায়িত নলটা একটু সামনে বেড়ে থামল। কিছুক্ষণ ক্রদার্সের অসাড় মেদহীন দেহটার দিকে চেয়ে থেকে পিস্তলটা আবার বেল্টের তলায় গুঁজে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে লোহার বাক্সটা তুলে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

'বিশপ!'

পিছন থেকে ডাক শুনে আড়ষ্ট হয়ে থেমে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। যা দেখল তাতে বিস্ফারিত হলো ওর চোখ। রুফাস এক হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসেছে। বিস্ময়ে ওর পা যেন মাটির সাথে সেঁটে গেছে। অবাক চোখে চেয়ে সে দেখল যে রুফাসের ডান হাত একটু পিছন দিকে গিয়ে বিদ্যুত বেগে কি যেন সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল। যখন রুফাসের লম্বা ফলার ভারী ছুরিটা বাতাস কেটে ঘুরতে ঘুরতে ওর দিকে ছুটে এলো তখন লম্বা চকচকে ছুরির ঝিলিক দেখতে পেল বিশপ। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভারী ছুরির ফলাটা ওর পিঠের বাম দিকে বাঁট পর্যন্ত গেঁথে গেল। ব্যথায় চিৎকার করে বাক্সটা সে

ফেলে দিতে গিয়েও আঁকড়ে ধরে থাকল। কিন্তু মারাত্মক জখম অবস্থায় টলতে টলতে সে একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার এগিয়ে পরের গাছে হেলান দিল। মুখ হাঁ করে টেনেটেনে শ্বাস নিচ্ছে বিশপ।

বাক্সটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে আগে বাড়ার সময়ে একটা লতার সাথে পা বেধে পড়ে গেল সে। প্রচণ্ড আছাড় খেয়ে এবার ওর হাত থেকে বাক্সটা পিছলে দূরে গিয়ে পড়ল। পিছন ফিরে চেয়ে দেখল হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে রুফাস। রাগের সাথে ওর দিকে মুঠো করা হাত তুলে ঝাঁকাল জেরল্ড।

'ব্লাডি বাস্টার্ড,' ফুঁপিয়ে শ্বাস নিয়ে গালি দিল সে।

টলতে টলতে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল বিশপ। গোটা ছয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়েও কেবল মনের জোরেই উঠে আবার এগোল। ছাপরা পর্যন্ত পৌঁছে বিশ্রাম নিতে কিছুক্ষণ দেয়ালে ঠেস দিয়ে থাকল।

'ধীরেধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছি,' আপন মনেই বিড়বিড় করল।

অন্ধের মত আগে বাড়ল সে; কোনমতে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে ওটার গায়ে উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'বাড়ি,' ভাবছে বিশপ, 'আমাকে বাড়ি পৌঁছতেই হবে।'

হাত বাড়িয়ে লাগামের নাগাল পেয়ে ওটা মুঠো করে ধরল সে। তারপর স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে নিজেকে কোন মতে টেনে তুলে ঘোড়ার জিনে চেপে বসল।

'বাড়ি,' ফিসফিস করে বলে, ঘোড়াটাকে দুর্বল একটা গুঁতো দিতেই ওটা ঘুরে ফিরতি পথ ধরল।

*

রুফাসের ছাপরার সামনে পৌঁছে ঘোড়া থামাল হার্প। একটু পরে ওরাও হার্পের পাশে এসে থামল। ওদের ইশারায় অপেক্ষা করতে

বলে এগিয়ে গিয়ে দরজার হাতল ঘুরাল স্যাম। ম্যাক থামলেও জেরি ওর পিছন পিছন এগোল। পিস্তল বের করে তৈরি হয়েই ভিতরে ঢুকল হার্প কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার বেরিয়ে এলো।

পানি গরম হতে দেখেই সে বুঝেছে লোকটা দূরে কোথাও যায়নি। ছাপরার পিছনে কোথাও থাকতে পারে ভেবে ওদিকেই এগোল সে। এবার জেরি আর ম্যাকও ওর সাথে গেল।

কিন্তু পিছন দিকে বড় বড় গাছ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না বলে জেরি মন্তব্য করল, 'মিছেই আমরা এতটা পথ এলাম; ওই লোকটা বলেছিল ছাপরাটা পেনফিল্ড থেকে তিরিশ মাইল উত্তরে কিন্তু আমার কাছে মনে হলো অন্তত পঞ্চাশ মাইল পথ পাড়ি দেয়া হয়েছে।'

'ভিতরে কফির পানি ফুটতে দেখলাম,' বলল হার্প। 'তাই মনে হচ্ছে হয়ত লোকটা বেশি দূরে কোথাও যায়নি। এসো আমরা ওই গাছগুলোর পিছনে খুঁজে দেখি।'

মুখ দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে অসন্তোষ প্রকাশ করে জেরি বলল, 'ওই গাছগুলোর পিছনে কি আছে বলে তোমার মনে হয়?'

'আরও গাছ,' হার্পের বদলে জবাব দিল ম্যাক।

'তবু এতদূর যখন এসেছি, ভাল করে খুঁজে দেখতে ক্ষতি কি?' বলল হার্প।

'তবে চলো দেখেই যাই।'

একটু ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলের দিকে এগোল ওরা। গাছের ভিতর দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়াল জেরি।

'স্যাম!' চিৎকার করে উঠল সে।

হার্প আর ম্যাক ওর কাছে পৌঁছে দেখল একটা লোহার বাক্সের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে সে। বাক্সটা তালা বন্ধ।

ওটার দিকে ইঙ্গিত করে জেরি প্রশ্ন করল, 'এটার এখানে পড়ে থাকার অর্থ কি?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল হার্প। 'এই ধরনের সিন্দুক সাধারণত স্টেজ কোম্পানিতে ব্যবহার করা হয়।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জেরি।

ওদের কথার মাঝেই ম্যাক কিছুটা এগিয়ে গেছিল। সে হঠাৎ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হার্প! এদিকে এসে দেখে যাও।'

কালো পোশাক পরা লোকটার পিছন পিছন জেরিও ওদিকে এগোল। আঙুল তুলে মাটিতে পড়া লোকটাকে দেখাল ম্যাক।

ওরা তিনজনই এগিয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটাকে উল্টাল। নিচের দিকে ঝোলানো গোঁফ দেখে ওদের কারও মনে আর সন্দেহ থাকল না যে ওই লোকটাই রুফাস।

'লোকটা কি বেঁচে আছে?' প্রশ্ন করল ম্যাক।

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে এই লোকটাই যে রুফাস তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলল হার্প। 'মাটিতে গর্ত আর ওই সিন্দুকে মাটি লেগে আছে দেখে মনে হচ্ছে এই লোকটাই ওয়্যাগন ট্রেইন থেকে সিন্দুকটা এনে এখানে পুঁতে রেখেছিল; ওটা খুঁড়ে ওঠাবার পর কেউ ওকে গুলি করে সিন্দুক নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন কারণে শেষ পর্যন্ত ওটা ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছে।'

হয়ত কথাবার্তার আওয়াজেই রুফাস হঠাৎ নড়ে উঠল। ওর চোখের পাতা কয়েকবার কেঁপে উঠে খুলে গেল।

'লোকটা এখনও বেঁচে আছে!' অবাক হয়ে বলে উঠল জেরি।

'তোমরা কে?' ওদের ওপর চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করল রুফাস।

'সেটা জেনে এখন তোমার আর কোন লাভ হবে না,' বলল হার্প। 'কেবল তোমাকে কে গুলি করেছে বলো।'

রুফাসের চোখ ম্যাকের ওপর ঘুরে এসে আবার হার্পের ওপর পড়ল। ওকে ঠেলা দিল জেরি।

'তুমি মারাত্মক রকম জখম হয়েছ– হয়ত আর বেশিক্ষণ তুমি বাঁচবে না; সুতরাং জরুরী কিছু বলার থাকলে সময় থাকতেই বলে ফেলা ভাল।'

দুর্বল ভাবে একটু হাসল রুফাস।

'আমার জন্যে তোমাদের আর কিছুই করার নেই।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল হার্প। 'কিছু বলার থাকলে বলো।'

রুফাস আবার একটু হাসল।

'বিশপ আর আমি অনেকদিন যাবত ব্যবসা করছি,' দুর্বল স্বরে বলল সে।

'কি ধরনের ব্যবসা?' জানতে চাইল হার্প।

'নানান ধরনের ব্যবসা; যেসবে আমাদের কিছু টাকা রোজগার হয়। বেশির ভাগ সময়েই পোড়ানো বা মানুষ খুন করা থেকেই তা আসত। শেষ কাজটা ছিল ওয়্যাগন ট্রেইন লুট করা।'

'চমৎকার একটা টীমই বটে,' রুক্ষ স্বরে বলল জেরি। 'চার্চের এক বিশপের সাথে এক ভাড়াটে খুনী! বলে যাও।'

যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকাল রুফাস; তারপর ব্যথাটা যেন একটু কমল। সে আবার বলে চলল, 'বিশপের পরামর্শে আমি পাইয়ুটদের সাথে কথা বলে ওদের দিয়েই ওটা অ্যামবুশ করাই। ওরা সফল ভাবেই কাজটা শেষ করে। কথা ছিল কেবল সিন্দুকটা ছাড়া বাকি সবকিছুই ওরা নেবে। টাকার বাক্সটা আমি নিয়ে আসি।'

জেরি আর হার্প পরস্পরের দিকে চাইল।

'নব্বই হাজার টাকা,' দুর্বল স্বরে ফিসফিস করে বলে চলল সে। বিশপ চেয়েছিল আমাকে দশ হাজার দিয়ে বাকি টাকা সেই রাখবে; আমি তাকে সরাসরি জানিয়ে দিলাম যে আমাকে অর্ধেক না দিলে একটা সেন্টের মুখও সে দেখতে পাবে না। সে বলল আমাকে কোন টাকাই ও দেবে না এবং আমাকে গুলি করল।

আমি মরে গেছি মনে করে টাকার বাক্সটা নিয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি পিছন থেকে ছুরি ছুঁড়ে ওকে গেঁথে ফেলেছি। এখন ওরও বাঁচার আশা খুব কম।'

'এতকিছু করে তোমার কি লাভটা হলো?' প্রশ্ন করল জেরি। 'পেলে পেট ভরা কিছু বুলেট।'

হার্প ওর ওপর ঝুঁকে বলল, 'তোমার কাছে আরও একটা কথা আমি জানতে চাই–'

চোখ বুজে আছে রুফাস।

'ক্রদার্স!' কড়া সুরে ডাকল হার্প।

আহত লোকটা অনেক কষ্টে আবার চোখ খুলল।

'ক্রদার্স, ওই ওয়্যাগন ট্রেইনে লরা নেলসন নামে একটা মেয়ে ছিল। আমি জেনেছি রেইডের পরদিন সকালে তুমি নাকি তাকে কোলে করে কোথাও নিয়ে গেছিলে; কথাটা ঠিক?'

জবাবে রুফাস কেবল একবার চোখের পাতা ফেলল।

'ওকে কোথায় নিয়ে গেছিলে তুমি?'

'বিশপের বাসায়।' বলার সাথেসাথে ওর মাথাটা ডানপাশে হেলে পড়ল। মারা গেছে রুফাস।

হার্প উঠে দাঁড়াল, ওর সাথে জেরিও উঠল।

ম্যাক মন্তব্য করল, 'আমি ভেবে অবাক হচ্ছি লোকটা তিনটে বুলেট হজম করেও এতক্ষণ টিকে থাকল কিভাবে।'

'আমি ভাবছি ওই বিশপ লোকটা কোথায় গেল। ছুরি বেঁধা অবস্থায় নিশ্চয় বেশিদূর যেতে পারেনি সে,' বলল জেরি।

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?' জবাব দিল ম্যাক। 'আমি একটা লোকের কথা জানি, যে পেট পুরো কাটা অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে পনেরো মাইল দূরে তার বাড়িতে পৌঁছেছিল।'

'এবং বাড়ি পৌঁছানোর পরে ওকে নিশ্চয় কবর দিতে হয়েছিল?' বলে উঠল জেরি।

'না,' শান্ত স্বরে বলল ম্যাক। 'তেমন কিছুই ঘটেনি। এক বছর পরে ওকে দেখলাম বারে দাঁড়িয়ে হুইস্কি তো নয়, যেন পানি গিলছে।'

আবার ঝুঁকে ওর নাড়ি পরীক্ষা করে হার্প জনাল যে লোকটা সত্যিই মারা গেছে।

'হয়ত ওকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া আমাদের উচিত,' বলল ম্যাক।

মাথা নাড়ল হার্প। 'না, সেটা করলে ওকে এখানে ফেলে রাখার মতই কাজ হবে। জেরি, তুমি বরং ওর ছাপরা থেকে একটা কম্বল নিয়ে এসো। ওর খোঁড়া গর্তেই আমরা ওকে কবর দেব।'

'হ্যাঁ,' সম্মতি জানাল ম্যাক। 'ওই গর্তটাই একটু খুঁড়ে নিলে ওটা স্বাভাবিক একটা কবর হয়ে যাবে।'

কবর দেয়া শেষ হলে জেরি এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকটা তুলে নিল। 'এটার কি হবে? নব্বই হাজার টাকা এভাবে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'তুমিই ওটা সামলাও,' বলল হার্প। 'ওতে দুশো পুরুষ, নারী আর শিশুর রক্ত লেগে আছে। পরে অবসর মত ওটা ওদের ন্যায্য উত্তরাধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'

পনেরো

বাওডি প্রায় ছুটতে ছুটতে বিশপের বাড়ির শরু পথ ধরে পিছনের দরজায় এসে হাজির হলো। দরজায় করাঘাত করার পুরো এক মিনিট পরে মিচেল দরজা খুলল।

'বাওডি!' মিচেল বিস্মিত স্বরে বলল।

ষণ্ডা লোকটা একটু হেসে ওকে ঠেলে সরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

'তুমি ছাড়া পেলে কিভাবে?' প্রশ্ন করল মিচেল।

'খুব সহজ উপায়ে,' জবাব দিল বাওডি। 'যখন দেখলাম রুবেন তার ঘোড়াটা বেড়ার খুব কাছেই রাখল, আমি গার্ডকে ডাকলাম। সেও আমার ডাক শুনে বোকার মত গেইট খুলে ভিতরে ঢুকল। আমার এক ঘুসিতেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে।'

'তারপর?' কৌতূহল প্রকাশ করল মিচেল।

'তরপর আর আমাকে পায় কে? গার্ডের পিস্তলটা বের করে কোমরে গুঁজে রুবেনের ঘোড়াটা নিয়ে এক ছুটে হাওয়া।'

'কেউ তোমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেনি?'

'না, কেউ না। এই বুদ্ধিটা যে কেন আমার মাথায় আগে খেলেনি সেজন্যে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে।'

'বিশ্বাস করো, তুমি ফিরে আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি।'

ওর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল বাওডি। 'তাই? কিন্তু এর কারণ?'

'ওহ্, এদিকে অনেক কিছু ঘটে চলেছে যার কিছুই আমার ভাল লাগছে না,' বলল মিচেল। 'যাজক রবার্ট মারা গেছে, বার্ক সল্ট লেক সিটিতে গেছে, কেবল রনি আর রবিনই আছে।'

'দুজনই মেরুদণ্ডহীন লোক,' মন্তব্য করল বাওডি। 'কিন্তু বিশপ থাকতে ওরা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কি ব্যাপার, তুমি বিশপ সম্পর্কে একটা কথাও বলছ না কেন?'

'ওর কথাতেই আসছিলাম আমি।'

'অর্থাৎ? বিশপের কিছু হয়েছে নাকি?'

বিষন্ন মুখে মাথা ঝাঁকাল মিচেল।

'একটু আগেই আমি রাস্তা ধরে ফেরার সময়ে দেখি বিশপ রাস্তার ধারে পড়ে আছে। ওর পিঠে বাঁট পর্যন্ত গেঁথে আছে বিশাল একটা ছুরি। ওকে তুলে নিয়ে ওর বিছানায় উপুড় করে শুইয়ে রেখে আমি ডাক্তার ডেকে আনলাম। ডাক্তার বিশপকে ভাল করে পরীক্ষা করে বলল যে ওকে কোনমতেই বাঁচানো যাবে না; ছুরিটা ওর হার্ট ফুটো করে দিয়েছে। ওটা বের করতে চেষ্টা করলে বিশপ সঙ্গেসঙ্গেই মারা যাবে। তারচেয়ে বরং ওকে উপুড় করেই শুইয়ে রাখা ভাল, এতে সে কতক্ষণ বাঁচে সেটা ওর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে।'

'তাহলে এই হলো এদিককার ঘটনা?'

'হ্যাঁ, বিশপ যে মরতে বসেছে এতে মনে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশপ মরার পর এখানকার অবস্থা কোন দিকে মোড় নেবে, সেটা নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা।'

নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকল বাওডি।

'সামনের রোববারেই বিশপের বিয়ে করার কথা ছিল,' বলে চলল মিচেল। 'উপরের কামরায় রয়েছে অ্যানি– '

'ও, মরমন ধর্ম গ্রহনকারী মায়ের সাথে যে মেয়েটা এসেছে?'

'হ্যাঁ, শুধু তাই না উপরে আরও একটা মেয়ে আছে, ওদের দুজনকে একই সাথে বিয়ে করার প্ল্যান করেছিল বিশপ। অন্যজন দেখতে অ্যানির চেয়েও সুন্দরী।'

'দাড়িয়াল শয়তান!' বলে, মৃদু হাসল বাওডি। পরমুহূর্তেই সে আবার গম্ভীর হয়ে মিচেলের দিকে তাকাল। 'তাহলে অন্য মেয়েটা দেখতে অ্যানির চেয়েও ভাল?'

'হ্যাঁ, মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী।'

'তাহলে মনে হচ্ছে আমি ঠিক সময়েই ফিরে এসেছি,' বলল বাওডি।' 'রবার্ট বা বার্ক নেই, বিশপও পটল তুলতে যাচ্ছে, এই পরিস্থিতি যেন আমার জন্যেই অর্ডার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মিচেল। 'একথার মানে?'

'আমিই এখন থেকে সবকিছুর ভার নিচ্ছি,' শান্ত স্বরে বলল সে।

'অ্যাঁ?'

'আমার কথা তুমি ঠিকই শুনেছ। বিশপের জায়গা এখন ওর বদলে আমিই নিচ্ছি।'

'তার মানে তুমি–' বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল মিচেল।

একটা ঠাণ্ডা হাসি ফুটে উঠল বাওডির ঠোঁটে।

'ওই মেয়েদুটোকে যদি বিশপের পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আমারও ওদের পছন্দ হবে,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'বিশপ যেমন প্ল্যান করেছিল ঠিক সেই মতই কাজ হবে, কেবল বিশপের বদলে ওদের বিয়ে আমার সাথে হবে।'

'কিন্তু--'

'কিন্তু কি?'

'তোমার মাথা বিগড়ে গেছে, বাওডি–এটা তুমি করতে পারো না!'

বাওডির চেহারা কঠিন হলো। 'পেনফিল্ডে এমন কেউ আছে, যে আমাকে বাধা দিতে পারে?'

মিচেলকে অভিভূত দেখাচ্ছে; অসহায় ভাবে মাথা নাড়ল সে।

'আমি অন্তত এতে বাধা দিতে যাব না।'

'আমি যেমন বললাম ওইভাবেই কাজ চলবে। এখন থেকে আমিই এখানে সর্বেসর্বা এবং আমি যা বলব তাই হবে; বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

'তাহলে ঠিক আছে,' পিস্তলের বাঁটের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল বাওডি। 'বিয়ে পড়াবার জন্যে কাকে বলেছিল বিশপ?'

'আমার ধারণা যাজক রবার্টকে বলেছিল।'

'তুমি তো বললে রবার্ট মারা গেছে এবং বার্ক এখানে নেই, তার মানে বর্তমানে রবিনই যাজকদের প্রধান।'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে,' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার সুরে বাওডি বলল, 'তাহলে রবিনকে গিয়ে বলো আমি এখনই ওর সাথে দেখা করতে চাই।'

মিচেল ইতস্তত করছে।

'এখনই যাও!' কঠিন সুরে ধমকে উঠল বাওডি।

সে মিচেলকে পেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরল। হুমকির মুখে বাধ্য হয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল মিচেল। দরজা বন্ধ করে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। তারপর একটু হেসে হ্যাট খুলে জিভের ডগা দিয়ে আঙুলের মাথা ভিজিয়ে নিজের চুল ঠিক করে নিয়ে এগোতে গিয়ে লক্ষ করল ওর বুটজোড়া

ধুলোময়, তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে ওগুলো পরিষ্কার করল। এক মিনিট পরেই সিঁড়িতে ওর ভারী পদশব্দ শোনা গেল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। পেনফিল্ডে ঢোকার মুখে তিনটে ছায়ামূর্তি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। ওরা নিজেদের মধ্যে একটু পরামর্শ করে দুজন রাস্তা পার হয়ে ফুটপাত ধরে এগিয়ে চলল। একজন লম্বা আকৃতির লোকটা উল্টোদিকের ফুটপাত ধরে এগোল। পরনে কালো পোশাক থাকায় ওকে আরও কালো দেখাচ্ছে। মাঝেমাঝে জানালার ভারী পর্দার ওপর হলুদ টিমটিমে বাতির আলো দেখা যাচ্ছে; কিন্তু বেশিরভাগ বাড়িতেই আলো নেই। ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা কুকুর দৌড়ে ছুটে এসে এগিয়ে আসা লোকগুলোকে চিনতে না পেরে মাথা তুলে ঘেউঘেউ করা শুরু করল। একটা কাঠি ফুটপাত ঘেঁষে কুকুরটার দিকে ছুটে এলো। ওটা সামান্যের জন্যে কুকুরটাকে মিস করে ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভয় পেয়ে সে লেজ গুটিয়ে অন্ধকার রাস্তা ধরে ছুটে পালাল। লোকটা বিশপের বাড়ির সামনে এসে থেমে দাঁড়াল। ওর সঙ্গী দুজন রাস্তা পার হয়ে এসে হার্পের সাথে যোগ দিল।

'এটাই কি ওর বাড়ি?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল হার্প।

'হ্যাঁ, এটাই বিশপের বাড়ি,' জবাব দিল জেরি। 'আজ সকালে এই পথে যাওয়ার সময়ে আমি লক্ষ করেছিলাম বেড়াটা ভাঙা।'

'দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন মিউল বাগানটা তছনছ করেছে,' মন্তব্য করল ম্যাক। 'এখন আমাদের প্ল্যান কি হবে? সোজা ঢুকে পড়ব?'

'না,' জবাব দিল হার্প। 'স্বভাবতই ভিতরে বিশপের কিছু

লোকজন থাকবে। আমরা বেশিদূর এগোবার আগেই হয়ত ওরা আমাদের কাবু করে ফেলবে। আমি ঘুরে পিছনের দরজায় যাচ্ছি, তোমরা সামনের দিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে দেখো।'

'ঠিক আছে,' বলল ম্যাক।

'প্রথমে আমাকে পিছনের দরজায় পৌঁছার জন্যে কিছু সময় দিয়ে তারপর তোমরা ভিতরে ঢোকার চেষ্টা কোরো।'

খোলা গেইট দিয়ে ভিতরে ঢুকে সরু রাস্তা ধরে বাড়ির পিছন দিকে চলে এলো হার্প। দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই হঠাৎ পিছনের দরজাটা খুলে গেল। ভিতর থেকে হলুদ আলো বাইরে এসে পড়তে দেখে দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়াল সে। একটা লোক দরজা টেনে দিয়ে রাস্তা ধরে এগোল। রাস্তাটা এখন আবার অন্ধকার হয়েছে। বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে; শব্দটা কাছাকাছি পৌঁছতেই হার্প ওর পাশে এগিয়ে কানের কাছে বলল, 'থামো!'

একই সাথে হার্পের পিস্তলের নল লোকটার শিরদাঁড়া স্পর্শ করল। একটা ম্যাচ ওর মুখের সামনে জ্বালিয়ে সাথেসাথেই নিভিয়ে বলল, 'আবারও তুমি?'

মিচেল মুহূর্তের জন্যে কালো পোশাক দেখে ওকে চিনতে পেরে ভয়ে চোখ বুজল।

'গলার স্বর নিচু রাখো,' মৃদু স্বরে আদেশ করল হার্প। 'এখন বলো, বিশপ কোথায়?'

'সে-সে দোতালার বিছানায় আছে।'

'ভিতরে আর কে আছে?'

'বাওডি।'

'ওহ, তাই?'

'হ্যাঁ, সে সুযোগ বুঝে আর সবাইকে ফেলে একাই একটা ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে এসেছে।'

'এই ঘটনা?' বিড়বিড় করল হার্প। 'হয়ত সে পালিয়ে না এলেই ভাল করত। শোন, মিস্টার, আমি একটা মেয়ের খোঁজে এখানে এসেছি ওর নাম লরা নেলসন। সেও কি এই বাড়িতেই আছে?'

মাথা ঝাঁকাল মিচেল।

হাত বাড়িয়ে ওর পিস্তলটা বের করে নিয়ে ওরই পেটে ঠেসে ধরল হার্প।

'ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে চলো,' নির্দেশ দিল সে।

নির্দেশ মতই আবার বাড়ির দিকে ফিরে চলল মিচেল।

'আমরা বাড়ির ভিতর ঢুকব,' জানাল হার্প। 'তুমি আমার আগেআগে চলো।'

পিস্তলের ঠেলা খেয়ে আগে বাড়ল মিচেল। দশ কদম দূরে পিছনের দরজায় এসে থামল সে।

'দরজা খোলো।'

লোকটা হাতল ঘুরাতেই দরজা খুলে গেল।

'দাঁড়াও।'

খোলা দরজার মুখে থামল ওরা। হার্প ভাল করে ঘরটা খুঁটিয়ে দেখল। কামরাটা শূন্য, ওখানে বাওডি বা বিশপকে দেখা গেল না। আবার পিস্তলের ধাক্কায় আগে বাড়ল সে।

নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করল হার্প। মিচেল স্থির দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। স্যামও তৈরি হয়ে কান পেতে শুনছে। পর্দাটা অল্প একটু নড়ে উঠল, পিস্তল উঁচিয়ে পর্দা ফাঁক করে সাবধানে কামরায় উঁকি দিল জেরি। ওর পিছনেই ম্যাককে দেখা গেল।

'তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো,' বলল হার্প, 'আমি দোতালায় যাচ্ছি।'

'আমিও তোমার সাথে আসব?' প্রস্তাব দিল জেরি।

মাথা নাড়ল হার্প। 'দরকার হবে না, ও আমি একাই সামলাতে পারব।'

'নিশ্চয়,' মন্তব্য করল জেরি।

হেসে পিছিয়ে গেল সে। ওকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছল হার্প। এই সময়ে দোতালার দরজায় জোর করাঘাতের শব্দ কানে যাওয়ায় ওরা উপর দিকে তাকাল।

'দরজা খোলো!' উপর থেকে ভারী স্বরে কারও আদেশ শোনা গেল।

একেকবারে কয়েক ধাপ করে সিঁড়ি টপকে উপরে উঠে গেল হার্প। জোর লাথির শব্দে দরজা ভেঙে পড়ার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। একই সাথে নারীকণ্ঠে চিৎকার। মুহূর্তের একটু অদ্ভুত স্তব্ধতার পরেই কানের পর্দা ফাটানো শব্দে একটা পিস্তল গর্জে উঠল। লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল জেরি।

দেখল দরজার কড়িকাঠের কাছে পিস্তল হাতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে বাওডি। ওর বুকের বাম পাশ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। হার্পের পিস্তলের মুখ থেকে ধোঁয়া উঠছে।

'আশ্চর্য একটা লোক বটে!' বিড়বিড় করে বলল জেরি।

নিচে চলে আসার জন্যে ধীরে ঘুরতে গিয়েও হালকা পায়ের শব্দে আবার ফিরে তাকাল সে। একটা অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ভাঙা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। মেয়েটা হার্পকে দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপর 'স্যাম' বলে চিৎকার করে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'ওহ, লরা!' বলে ওকে জড়িয়ে ধরল হার্প।

ওখানে আর দাঁড়াল না জেরি। সোজা নিচে নেমে এলো সে।

লরা ফোঁপাতে ফোঁপাতে স্যামের বুকে মুখ ঘষে চোখ মুছছে; স্যাম তার মুক্ত হাত মেয়েটার পিঠে বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'এখন আর কোন ভয় নেই তোমার। তুমি এখন নিরাপদ।

আমি থাকতে কেউ আর তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

ম্যাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলে জেরির দিকে তাকাল।

দাঁত বের করে হেসে জেরি বলল, 'সব ঠিক আছে। এসো আমরা রান্নাঘরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই। আর তুমিও আমাদের সাথে এসে স্থির হয়ে বসে থাকো, মরমন!'

*

লরা আর অ্যানিকে নিয়ে ফিরে ওরা দেখল র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ওয়্যাগন। জোয়াল থেকে সব ষাঁড় আর খচ্চরগুলোকে খুলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। জিন খুলে নেয়া ঘোড়া র‍্যাঞ্চহাউস থেকে কোরাল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

দাঁত বের করে হেসে জেরি বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে তোমার এখানে অনেক লোক বেড়াতে এসেছে। ভাবছি এদের সাথে যারা এসেছে তাদের ভিতর গর্ভবতী মেয়ের সংখ্যা কত।'

দরজা খুলে প্রথমে বেরিয়ে এলো পিট। ওর পিছন পিছন বের হলো হেনরি লুক, টেড আর টোবি। পিটকে পাশ কাটিয়ে ওরা তিনজন হার্পের দিকে এগিয়ে গেল।

'হ্যালো, হার্প,' চেঁচিয়ে উঠল টোবি। 'তুমি ওই ঘোড়ার পিঠ থেকে নামো নইলে একজন তোমার সাথে হাত মেলাবে কিভাবে?'

'শুধু একজন নয়, হার্প, তিনজন,' বলল হেনরি।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে প্রথমে লরার দিকে দুহাত তুলে ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে পরে অ্যানিকেও নামাল।

এবারে নবাগত তিনজনের সাথেই হাত মিলিয়ে হার্প বলল, 'এসো তোমাদের সাথে মহিলা দুজনের পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম লরা নেলসন—আমার প্রেয়সী। আর অন্যজন হচ্ছে অ্যানি

হল্—মরমনদের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে ধরা পড়ে আমাকে নির্মম ভাবে চাবুক পেটা খেতে হয়েছিল। তোমাদের সেবা আর সাহায্য না পেলে যে আমার কি দুর্গতি হত সেটা বলা মুশকিল।'

মাথা থেকে হ্যাট খুলে হাতে নিয়ে হেনরি বলল, 'তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমি খুব খুশি হলাম ম্যাম। আমার নাম হেনরি লুক; আর এরা দুজন হচ্ছে টোবি আর টেড।'

'স্যাম আমাকে তোমাদের কথা আগেই বলেছে। তোমরা সবাই খুব ভাল লোক। তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।'

টেড কথা বলার সুযোগ পেয়ে একটু মিষ্টি হেসে মাথার টুপি নামিয়ে বলল, 'এই দুজন লম্বা আহাম্মক আর আমার তরফ থেকে তোমাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার তুমি একটু ওদিকে যাও, হার্পের সাথে আমার কিছু কথা আছে,' কর্তৃত্বের সুরে বলল হেনরি।

জেরির দিকে ফিরে হার্প বলল, 'তুমি লরা আর অ্যানিকে নিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসটা একটু ঘুরিয়ে দেখাও; ওরা হয়ত মুখ-হাত ধুয়ে একটু ফ্রেশও হতে চাইবে।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল জেরি। 'আমি এখনই ওদের নিয়ে যাচ্ছি,' বলে ওদের নিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল সে।

চট করে ওর হাত ধরে ফেলল হার্প। 'মনে রেখো, লরা আমাকে বিয়ে করবে। সুতরাং চতুর্থ বউয়ের জন্যে তোমাকে আর কারও কোথাও খোঁজ করতে হবে। বুঝেছ?'

অপ্রতিভ চেহারায় একটু হাসল জেরি।

'আমার বয়স যদি আর কয়েক বছর কম হত,' বলল সে, 'তাহলে ওকে পেতে হলে তোমাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে

হত।'

লরা আর অ্যানি ওর সাথে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল। ম্যাকও বিদায় নিয়ে নিজেদের আস্তানার দিকে রওনা হলো।

'প্রথমে আমি যতটুকু জানি সেটা তোমাকে বলে নিই,' হার্পের দিকে ফিরে শুরু করল লুক। 'তারপর তুমি আমাকে বোলো তুমি কতটা জানতে পেরেছ। তাহলে আমরা দুজনের খবর মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটার একটা মোটামুটি ধারণা পাব। প্রথমত পেনফিল্ড থেকে বার্ক নামের একজন যাজক সল্ট লেক সিটিতে পালিয়ে যায়। সে ওখানে গিয়ে জানিয়েছে এদিকে বিশপ জেরল্ড কিরকম স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে। আমি ওখানকার মরমন গির্জার হেডের সাথে আলাপ করে তাকে সব কথা জানালে সে বিশপের অপকর্মের কথা শুনে রীতিমত খেপে উঠল। লোকটা অত্যন্ত ভাল, এবং সে ওর এইসব খুনখারাবি মোটেও সমর্থন করে না।'

'এগুলো কি সব সত্যি?' প্রশ্ন করল হার্প।

বিষণ্ণ মুখে মাথা ঝাঁকাল হেনরি।

'হ্যাঁ, এর সবই সত্যি,' বলে চলল সে, 'হেড ধর্মযাজক বলল মরমন ধর্ম একটা শান্তিকামী ধর্ম। শুধু নিজেদের জন্যে নয় ওরা সবার জন্যেই শান্তি চায়। ওরা বিশ্বাস করে যে মরমন এবং অন্য যেকোন ধর্মের লোকের পাশাপাশি শান্তিতে বাস করা সম্ভব, যদি একে অন্যের ওপর অন্যায় অত্যাচার না করে।'

'কিন্তু বিশপের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন,' মন্তব্য করল পিট।

'প্াইয়ুটরা পিছনের ওই ওয়্যাগন ট্রেইনটার কি অবস্থা করেছে সেই খবর কি তুমি পেয়েছ?' প্রশ্ন করল হার্প।

'হ্যাঁ, তোমাদের পিট লেস্টার আর আহত ব্রায়েনের কাছে এর বিবরণ শুনলাম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো ইউ.এস.ক্যাভেলরি কিছুদিনের মধ্যেই এদিকে আসছে, ওরা ওই ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থাই নেবে। তোমার কি আর কোন খবর জানা আছে যেটা আমাকে বলোনি?'

'হ্যাঁ, নতুন খবরের মধ্যে একটা হচ্ছে, বিশপ জেরল্ড মারা গেছে। আমি নিজে ওকে ওর বিছানায় পিঠে ছুরি বেঁধা অবস্থায় মৃত দেখে এসেছি। আর একটা খবর হচ্ছে বিশপই রুফাস নামে এক আধা-ইন্ডিয়ানের সাথে চুক্তি করে পাইয়ুটদের দিয়ে ওই কাজ করিয়েছিল। ওই ওয়্যাগন ট্রেইনে ক্যাশ নব্বই হাজার টাকা একটা সিন্দুকে ছিল। ওই টাকার বখরা নিয়ে বিবাদেই বিশপ ওকে গুলি করে হত্যা করেছিল। কিন্তু সেও রুফাসের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি—ছুরি ছুঁড়ে রুফাসও ওকে আহত করে এবং সেই ক্ষত থেকেই বিশপের মৃত্যু ঘটেছে।'

'তাহলে তো এটা একটা সুখবর। এখন সল্ট লেক সিটির হেড নিজে বাছাই করে একজন ভাল লোককে পেনফিল্ডের বিশপ নির্বাচিত করে পাঠাবে। আমাদের আর কোন সমস্যাই থাকবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল হার্প।

'এই খবরে আর্থারের চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না,' বলল সে।

'কি নাম বললে তুমি? আর্থার, মানে ম্যাক আর্থার নয় তো?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'অবাক কাণ্ডই বটে। সল্ট লেক সিটির ট্রেডিং পোস্টে ওর নামে অনেকগুলো চিঠি জমা হয়ে পড়ে ছিল। আমি ওহাইওতে ফিরে যাচ্ছি শুনে ওরা চিঠিগুলো ম্যাকের ওহাইওর ঠিকানায় পৌঁছে দিতে অনুরোধ করল। আমি যে ওর দেখা এখানেই পেয়ে যাব তা আমি ভাবতেই পারিনি।'

'বুঝলাম, এতে তো তোমার একটা সমস্যার সমাধান হলো, কিন্তু আমার সমস্যার কি হবে?'

'তোমার আবার কিসের সমস্যা?' প্রশ্ন করল হেনরি।

'সমস্যা নয়? ওই বিলুপ্ত ওয়্যাগন ট্রেইনের নব্বই হাজার ডলারের সিন্দুক এখন আমাদের কাছে রয়েছে। শুনলাম ওটা ছিল জন সায়মনের টাকা। ওই ডলারগুলো ওর উত্তরাধিকারী কারও কাছে পৌঁছে না দেয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

'ওহ, এই কথা?' বলল হেনরি। 'ওরাও ওহাইওরই বাসিন্দা। ওরা ওখানকার বিত্তশালী একটা পরিবার। আমি ওদের সবাইকে ভাল করেই চিনি। ওটাও আমিই ওদের কাছে পৌঁছে দিতে পারব, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।'

'তাহলে তো আমার আর কোন সমস্যাই থাকল না।'

'আমি শুনলাম তোমরা এখানে মিলার টাউন নামে একটা শহর গড়ে তুলতে যাচ্ছ?'

'ওটা ম্যাক আর্থারের আইডিয়া, আমার নয়। আমি যখন আমার প্রেমিকাকে পেয়েই গেলাম, তখন আমি ভাবছি ওকে নিয়ে আমি ক্যালিফোর্নিয়াতেই চলে যাব। এই র‍্যাঞ্চটা আমি ম্যাকের নামেই লিখে দিয়ে যাব। তাহলে আর এর মালিকানা নিয়ে কোন ঝঞ্ঝাট হবে না। তুমি তো জানো আমি ওই দিকেই যাচ্ছিলাম কিন্তু আমার ওপর মরমনদের অত্যাচারের শোধ নিতেই কেবল এখানে রয়ে গেছিলাম। এখন আমার আর এখানে থাকার কোন মানে নেই।'

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল হেনরি। 'আর কিছু?'

'আচ্ছা, তোমাদের ওয়্যাগন ট্রেইনে কি কোন বাড়তি জায়গা আছে?' জিজ্ঞেস করল হার্প।

'শুধু বাড়তি জায়গা কি বলছ, পুরো একটা খালি ওয়্যাগনই আমাদের সাথে আছে। কিন্তু কেন বলো তো?'

'আমি অ্যানি আর ব্রায়েনের পুবে ফেরার কথা ভাবছিলাম। অ্যানি মরমনদের কবল থেকে আমার সাথে পালিয়ে যাওয়ার

সময়ে বলেছিল তাঁকে যেকোন খ্রীষ্টান শহরে পৌঁছে দিলেই সে খুশি। কিন্তু সে পুবের মেয়ে–আমার মনে হয় পুবের কোন শহরেই ওর যাওয়া ভাল।'

'কিন্তু আমার কাছে কোন চালক নেই। ওয়্যাগনটাকে লাইনে রাখার জন্যে আমাকেই নিজের কাজ ফেলে বারবার ফিরে এসে ওটাকে সামলাতে হয়।'

'যদি তোমার আরও একটা দিন এখানে বিশ্রাম নিতে আপত্তি না থাকে, তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকবে না–ব্রায়েনই ওই ওয়্যাগনটা চালিয়ে নেয়ার মত সুস্থ হয়ে উঠবে। লরার ওয়্যাগন চালক হিসেবেই সে ব্রায়েনকে কাজে নিয়েছিল। লরার কাছে যা শুনলাম তাতে মনে হয় ছেলেটা সত্যিই ভাল। সে সুদর্শনও বটে। চলার পথে যদি ওদের ভাব জমে ওঠে মন্দ কি?'

'এমনিতেও আমাকে একদিন এখানে অপেক্ষা করতেই হবে, কারণ রওনা হওয়ার আগে ম্যাক আর্থারের চিঠি পৌঁছানো ছাড়াও ওয়্যাগন মেরামতের টুকিটাকি কিছু কাজ আমার সামলাতে হবে।'

'তাহলে তোমার সাথে আমার ওই কথাই রইল?'

*

পরদিন সকালে জেরি, পিট আর ব্রায়েন হার্পকে ছেঁকে ধরল। জেরি বলল, পিটের কাছে শুনলাম তুমি আর লরা নাকি আমাদের ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছ? আমরা জানি তোমার ওপর আমাদের কোন ন্যায্য দাবিই নেই, এবং এটাও জানি তোমাদের দুজনের জুড়ির মধ্যে পাঁচজন হলে একটা পুরো আর্মি হয়ে দাঁড়াব আমরা কিন্তু তোমার সাথেই আমরা কাজ করতে চাই। কোন আপত্তিই আমরা শুনব না।'

ব্রায়েন যুক্তি দেখাল, 'এখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার মাঝে বহু বিপদ-আপদ আসতে পারে, সুতরাং একটা বাড়তি রাইফেল

অনেক কাজে আসবে।'

ওদের আকুতি শুনে হার্প হেসে বলল, 'জেরি আর পিট আমার সাথে যেতে পারবে বটে, কিন্তু ব্রায়েনের আমাদের সাথে যাওয়া হবে না। ওর জন্যে একটা জরুরী কাজ আছে। সে লরাকে যেমন ওয়্যাগন চালিয়ে পুব থেকে নিয়ে এসেছিল, তেমনি এবার অ্যানিকে তোমার পুবের কোন শহরে পৌঁছে দিতে হবে।'

হার্পের মনে হলো অ্যানির সঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনায় ক্ষুণ্ণ না হয়ে একটু যেন খুশিই হলো ব্রায়েন।

'কোন প্রয়োজন হলে তুমি আমাদের লস অ্যানজেলেস স্টেজ স্টেশনে চিঠি লিখতে পারো।'

পরদিন সকালেই হেনরি লুক তার ওয়্যাগন ট্রেইনে করে অ্যানি আর ব্রায়েনকে নিয়ে পুবে রওনা হয়ে গেল। এদিকে লরা, পিট আর জেরিকে নিয়ে হার্প পশ্চিমে রওনা হলো। রাতেই লিখে রাখা র‍্যাঞ্চ ট্রান্সফারের দলিলটা ম্যাককে বুঝিয়ে দিয়ে ওদের থেকে বিদায় নিয়ে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমে লস অ্যানজেলেসের পথ ধরল ওরা। তিনদিন পরে শহরে পৌঁছে প্রথমেই গির্জায় গিয়ে লরার সাথে বিয়েটা সেরে নিল হার্প।

তারপর শহর থেকে দশ মাইল দূরে ভাল একটা জমি দেখে র‍্যাঞ্চ করার জন্যে ওটার ওপর ক্লেইম ফাইল করল। তিনজনে মিলে বাস করার উপযুক্ত একটা র‍্যাঞ্চহাউস, বাঙ্কহাউস আর বড় একটা কোরাল তৈরি করতে ওদের একমাস সময় লাগল। অবশ্য লরাও এতে ওদের যথাসাধ্য সাহায্য করল।

চারশো গরু আর চারটা ষাঁড় কিনে ওরা র‍্যাঞ্চের কাজ শুরু করে দিল। এর দুমাস পরে শহরে কিছু রসদ কিনতে গিয়ে ফেরার পথে স্টেজ স্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল হার্পের নামে ওখানে একটা চিঠি এসেছে।

খুলে দেখা গেল ওটা ব্রায়েনের চিঠি। বক্তব্যটা সংক্ষিপ্ত। পুবে যাওয়ার পথে ওর সাথে অ্যানির বেশ ভাব জমে উঠেছিল। এরপর ওর এক চাচা মারা যাওয়ায় সে এখন ভাল একটা মাঝারি র‍্যাঞ্চের মালিক-কারণ সেই ছিল আঙ্কেলের একমাত্র উত্তরাধিকারী। অ্যানিকে বিয়ে করে ওরা এখন বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছে।

চিঠিটা পড়ে একটু হাসল হার্প। তার অনুমানই তাহলে শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো!

***

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার । যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com